চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 118 Thursday, 30 March, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ১১৮ সংখ্যা ✱ ১৫ চৈত্র, ১৪২৯, বৃহস্পতিবার, ৩০ মার্চ, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

সরকার নয়, দলের তরফ থেকেই ধরনায় বসেছি মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চঃ 'মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ধরনায় বসব'। দিন কয়েক আগে পুরী যাওয়ার সময় একথা বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ৮ দিন পর ধরনা মঞ্চে বসে অন্য কথা মমতার গলায়। বুধবার সকাল থেকেই ধরনা মঞ্চে থাকা তৃণমূলের লোগো নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মুখ্যমন্ত্রীর ধরনা মঞ্চে কেন দলের লোগো? সে কথা মুখ্যমন্ত্রীর কানে যেতেই মঞ্চ থেকে ব্যাখ্যা দেন তিনি। মমতা জানান, সরকারের তরফ থেকে নয়, ধরনা হচ্ছে তৃণমূলের তরফ থেকেই। বুধবার বেলা ১২টা নাগাদ ধরনা মঞ্চে পৌঁছে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে মঞ্চে রয়েছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, ইন্দ্রনীল সেন, জ্যোৎস্না মান্ডি, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা প্রমুখ। ধরনা মঞ্চে বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর দেখা যায় অরূপ বিশ্বাস উঠে গিয়ে কিছু বলছেন মমতাকে। এরপরই মাইক হাতে নেন মুখ্যমন্ত্রী। মঞ্চের গান থামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর মমতা বলেন, ''আমার দুটি পদ রয়েছে। একদিকে আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাই রাজ্যের মানুষ বঞ্চিত হলে আমাকে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। অন্যদিকে আমার আরও একটি পদ হল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান। এই তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারই রয়েছে রাজ্যে। তাই আজ প্রোগ্রামটা সরকারের তরফে না করে দলের তরফে করছি।'' তিনি ডবল ডিউটি পালন করছেন বলেও দাবি করেছেন মমতা। তাঁর দাবি, সরকারের টাকা নষ্ট করে এই কর্মসূচি করা হচ্ছে না। এদিনের ধরনার মূল ইস্যু হল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ। ১০০ দিনের টাকা, আবাস যোজনার টাকা না

পাওয়ার অভিযোগেই সরব হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০ তারিখ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ধরনা চলবে বলে জানানো হয়েছে। রেড রোডের ধরনা মঞ্চ থেকে মমতা মন্তব্য, ''চোর, ডাকাতদের কাছে আমাকে জ্ঞান শুনতে হবে? যারা ডিএ'র ওখানে গিয়ে বসে আছেন।'' সিপিএমকে তোপ দেগে তাঁর মন্তব্য, ''যত যা কাগজ বের হচ্ছে সব কো-অর্ডিনেশন কমিটির। গণশক্তিতে যাঁরা চাকরি করেন, তাদের স্ত্রীরা চাকরি পেয়েছেন শিক্ষকতায়। একবার খাতা খুলব? পেনশনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করব? চাকরি আমি খাব না, চাকরি আমি দেব।'' কেন্দ্রকে তোপ দেগে তাঁর মন্তব্য, ''আমি দীর্ঘ দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলাম। আমি ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসেম্বলিতে ভাষণ দিয়ে এসেছি। আর আমাকে নতুন করে সংবিধান শেখাবেন? কথায় কথায় ডবল ইঞ্জিন সরকার বল, এখন আমি তো দুই দায়িত্বে। আমি এক বার নয়, আমি হাজার বার ধর্ণায় বসব। কী করতে পার দেখব।'' বুধবার ধর্না মঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''রাম নবমীর মিছিল সবাই করতে পারে। আমাদের মিছিল বেরোবে। যাঁর যাঁর নিজের ধর্মাচরণে কোনও বাধা নেই। কিন্তু রাম নবমীর মিছিলের নামে একটা মুসলিম এলাকায় যদি হামলা হয়, তাহলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে।'' মমতার কথায়, ''মিছিল মিটিং করার অধিকার সবার রয়েছে। কিন্তু দাঙ্গা করার অধিকার কারও নেই। তিনি আরও বলেন, রাম কখনও তো বলেনি, ভোজালি নিয়ে মিছিল করো। আমরা বাংলার লোকেরা দুর্গা পুজোর কট্টর সমর্থক। সব ধর্ম, সব বর্ণ মিলিয়ে করি। আমাদের জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই।''

জামিন হল না অনুব্রতের, আগামী ৪ মাস তিহাড় জেলেই কাটবে কেষ্টর?

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চঃ গরু পাচার মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) গ্রেফতার করেছে বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে। তদন্তের জন্য তাঁকে দিল্লিও নিয়ে গিয়েছে ইডি। বর্তমানে দিল্লির তিহাড় জেলে রয়েছেন অনুব্রত। আরও চার মাস তাঁকে সেখানেই বন্দি থাকতে হতে পারে। আগামী চার মাসের আগে তিহাড় থেকে অনুব্রতের ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ বুধবার অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আবেদন খারিজ করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। অনুব্রতের জামিন সংক্রান্ত মামলার শুনানি বুধবার হয়েছে দিল্লি হাইকোর্টে। বিচারপতি দীনেশ কুমার শর্মার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়েছে। সেখানেই কেষ্টর জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এই সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ২৭ জুলাই। ২৭ জুলাই অবধি জেলেই কাটাতে হতে পারে অনুব্রতকে। বুধবার অনুব্রতের জামিন মামলার শুনানিতে বীরভূমের 'বেতাজ বাদশা'র জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। চার্জশিট না দেওয়া সত্ত্বেও কেন অনুব্রতকে জেলে আটকে রাখা হয়েছে সে প্রশ্নও তোলেন অনুব্রতের আইনজীবী। দুপক্ষের মধ্যে সওয়াল জবাবও চলে। সব শেষে জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। তবে এ দিনের শুনানিতে ইডি-কে অনুব্রত সংক্রান্ত মামলার স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদলত। অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবীদের স্ট্যাটাস রিপোর্টের কপি দিতে হবে। চার সপ্তাহের মধ্যে ইডি-কে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেওয়াক নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। গরু পাচার মামলায় গত বছর ১১ আগস্ট বোলপুরের বাড়ি থেকে অনুব্রতকে গ্রেফতার করে সিবিআই। সেই মামলায় আর্থিক তছরুপের তদন্তে নামে ইডি। গ্রেফতারের পর আসানসোলের জেলে ছিলেন অনুব্রত। তদন্তের স্বার্থে ইডি তাঁকে দিল্লি নিয়ে যায়। এর পর তিহাড় জেলেই রয়েছেন কেষ্ট। কিন্তু তিহাড় জেলে থাকতে রাজি নন তিনি। আসানসোলে ফিরে যেতে চেয়ে মামলা করেছেন তিনি। ৩ এপ্রিল রাউস আদালতে ট্রায়াল কোর্টে রয়েছে সেই মামলার শুনানি।

রাজভবনে এবার জনসাধারণের প্রবেশের অনুমতি মমতার হাতে চাবি তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চঃ এবার থেকে রাজভবনেও মিলবে জনসাধারণের প্রবেশের অনুমতি। গত সোমবার বাংলা সফরে এসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাজভবনের চাবি তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের তরফে মঙ্গলবার রাতে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে এখন থেকে রাজভবন জন রাজভবন। খুব শীঘ্রই রাজভবনের ভিতরে ও বাইরে হেঁটে ঘোরা যাবে। যার নাম দেওয়া হয়েছে হেরিটেজ ওয়াক। সোমবার থেকে দুদিনের সফরে এর রাজ্যে এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা ফিরে গিয়েছেন দিল্লি। সোমবার রাষ্ট্রপতি সম্মানে রাজভবনে এক নৈশভোজের আয়োজন করেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সেখানেই হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে একটি প্রতীকী চাবি তুলে দেন রাষ্ট্রপতি। যদিও সোমবার তা নিয়ে রাজভবনের তরফে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। মঙ্গলবার রাতে এই বিষয় নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে রাজভবন। সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে রাজভবন এখন থেকে জন রাজভবন। কিন্তু, সাধারণ

মানুষের জন্য রাজভবন খুলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হলেও, কবে থেকে তা খোলা হবে, তা সিদ্ধান্ত নেবে নবান্নই। সূত্রের খবর, শীঘ্রই এই বিষয় নিয়ে নবান্নের পূর্ত দফতরের আধিকারিকেরা বৈঠকে বসবেন। বৈঠকে থাকবেন রাজভবনের আধিকারিকেরাও। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এখন থেকে সাধারণ মানুষের জন্য রাজভবনের দরজা খোলা থাকবে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি ঔপনিবেশিক মানসিকতা ভাঙতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। ওই নৈশভোজে রাজ্যপাল একটি বইও উপহার দিয়েছেন রাষ্ট্রপতিকে। বইটির বিষয়বস্তু রাজ্যপাল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে আনন্দের প্রথম ১০০ দিন। প্রসঙ্গত, সোমবার এ রাজ্যে এসে নেতাজি ভবন, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পরিদর্শন করেন রাষ্ট্রপতি। পাশাপাশি, রাজ্য সরকারের তরফেও তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এরপরে মঙ্গলবার বেলুড় মঠ ঘুরে দেখেন তিনি। মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও যান রাষ্ট্রপতি। ঘুরে দেখেন রবীন্দ্র ভবন, কলা ভবন এবং সংগীত ভবন-সহ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটা ক্যাম্পাস। কথা বলেন পড়ুয়াদের সঙ্গে।

'মানিকের মিথ্যে বলার অভ্যাস আছে' মন্তব্য বিচারপতির! কড়া ধমক সিবিআইকেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চঃ প্রাথমিক দুর্নীতি মামলা নিয়ে এবার বড়সড় মন্তব্য বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। টেট ২০১৪ সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বুধবার তিনি বলেন, ''নির্দ্বিধায় মিথ্যা বলার অভ্যাস মানিক ভট্টাচার্যের আছে। আদালতের সামনে সেটা প্রমাণিতও হয়েছে।'' সিবিআই সূত্রে খবর, ২০১৪-র টেটের ওএমআর সরবরাহের জন্য কোনও টেন্ডার ডাকা হয়নি, জিজ্ঞাসাবাদে এমনটাই জানিয়েছেন মানিক ভট্টাচার্য। রিপোর্টে সিবিআইএর দাবি অনুযায়ী মানিক আরও জানিয়েছেন, ২০১২ র টেটের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছিল। সেখানেই প্রথম বরাত পায় এস.বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি। ভাল কাজ করায় এবং অন্য কেউ টেন্ডার জমা না দেওয়ায় ফের বরাত দেওয়া হয় এস.বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানিকে। সিবিআই এর রিপোর্ট দেখে অখুশি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, ''এটা কোনও জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে? এর থেকে তো আমি ভাল জিজ্ঞাসাবাদ করি। হাইকোর্টের অনেক আইনজীবীও এর থেকে ভাল জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তদন্ত শেষ করতে হবে তো!'' স্বাভাবিকভাবে বিচারপতির এহেন মন্তব্যে অস্বস্তি বেড়েছে সিবিআইয়ের। বিচারপতি আরও বলেন, ''এত ভুরি ভুরি অনিয়মের অভিযোগ আসছে। আদালতের

কাছে এত তথ্য প্রমাণ আছে যার ভিত্তিতে ২০১৪-র টেটের ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়া ২০১৬-র নিয়োগপ্রক্রিয়া খারিজ করে দেওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এটা করলে কিছু বৈধভাবে চাকরি পাওয়া ব্যক্তিরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। একজনও বৈধপ্রার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমার ভাল লাগবে না। এখনো এই দুর্নীতিকে ঢাকতে কিছু দালাল বাজার ঘুরে বেড়াচ্ছে।'' কনফিডেন্সিয়াল সেকশান নামে একটি সংস্থাকে অভিহিত করে টেন্ডার ছাড়া কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে! এটা কী হচ্ছে? -প্রশ্ন ছেড়েন বিচারপতি। আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে উদ্দেশ্য করে বিচারপতি গাঙ্গুলির মন্তব্য, ''দুর্নীতির সব নদী একই সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে, সমুদ্র থেকে মানিক বেছে তুলতে হবে। দুর্নীতির সমুদ্রে আপনারা সাহায্য করার পরেও আমি হাবুডুবু খাচ্ছি, সিবিআই তো কিছুই করছে না। তারা তো জানেও না পিছনের দরজা দিয়ে কোন কাজ হয়েছে। এই সরকারের শিক্ষাদফতর কী করে এই দুর্নীতি দেখেও তাদের চোখ বন্ধ করে রাখল সেটা ভেবে আমি বিস্মিত। শিক্ষা দফতরের কেউ কেউ হয়তো হাতে হাত রেখে এই দুর্নীতি করেছিলেন।'' প্রায় ৪২৫০০ জনের এই প্যানেল থাকবে না বাতিল হবে সে বিষয়ে সব পক্ষের আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। আগামী সপ্তাহে ফের মামলার শুনানি।

'বুক চিতিয়ে মানুষকে বলুন আপনি তৃণমূলের সৈনিক'

দুর্নীতি ইস্যুতে বিদ্ধ দলকে 'অ্যান্টি বায়োটিক' অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে দলের একাধিক মন্ত্রী বিধায়ক, শীর্ষ স্তরের নেতাদের নাম। সঙ্গে গরু ও কয়লা পাচারের কেস তো রয়েইছে। এই পরিস্থিতি দুর্নীতি ইস্যুতে শাসকদলকে বিঁধছেন বিরোধীরা। এখন বিরোধীদের বিঁধতে পাল্টা স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে শাসকদল। তা অবশ্য তৃণমূলের বিগত কয়েকদিনের কর্মসূচিতেই স্পষ্ট হয়েছে। বুধবার শহিদ মিনারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাতে তা আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূলের এখন মুখ্য হাতিয়ার তাঁদের দলেরই ভাবমূর্তি। অর্থাৎ অভিযোগ মেনে নিয়ে মানুষকে বোঝাতে হবে, হ্যাঁ দলের কিছু লোকের ভুল হয়েছে। তবে তৃণমূল এমন এক দল যেখানে দুর্নীতিগ্রস্তদের জায়গা নেই। তৃণমূলই একমাত্র দল যেখানে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আর দলের এই স্ট্যান্ড পয়েন্টকেই ভালভাবে দলীয় কর্মীদের 'স্পুন ফিড' করালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় কর্মীদের মনোবল বাড়াতে অভিষেক বললেন, ''যখন মানুষের কাছে যাবেন তৃণমূলের ব্যাজটা পরে যাবেন। কারণ এই দলই দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে ব্যবস্থা নেয়।'' সভায় তখন হাততালির ঝড়। উৎসাহিত হয়ে অভিষেক আবারও বলেন, ''মানুষের কাছে যখন যাবেন মাথা উঁচু করে বুক ঠুকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হিসাবে যাবেন।'' উদাহরণ হিসাবে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তিনি। অভিষেক বলেন, ''পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ৬ দিনের মাথায় সাসপেন্ড করেছি, মন্ত্রিসভা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কোন দল এমনটা করতে পারে কি? এক মাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়।'' যদিও এখানে প্রশ্ন তোলাই যেতে পারে, অনুব্রত মণ্ডলের প্রসঙ্গ। তিনিও তো গুরু পাচার মামলায় অভিযুক্ত। আপাতত যাঁর তিহাড় জেলই বাসস্থান। তাঁকে কেন জেলা সভাপতির পদ থেকে সরানো হল না? প্রশ্ন অবশ্য জিইয়ে রেখেছেন বিরোধীরাই। বলাই বাহুল্য, এদিনের গোটা সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিকবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে দেখা গিয়েছে। তিনি বারবারই উপস্থিত দলীয় কর্মীদের বার্তা দিয়েছেন, পঞ্চায়েত আগে মানুষের কাছে যেতে হবে তাঁদের, দলীয় ব্যাজ লাগিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে হবে তাঁদের। বলতে হবে তাঁরাই তৃণমূল

কংগ্রেসের সৈনিক। যে দল দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আসলে এই 'দুর্নীতি' নামক শব্দটি হাতিয়ার করেই দলের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার ও রুখে দাঁড়ানোর প্রয়াসে নেমেছে তৃণমূল। এদিনের অভিষেকের সভা তারই 'ট্রেলার' দেখাল। এদিন রাহুলকে নিয়ে সুরাট আদালতের রায়কে হাতিয়ার করে বিজেপি কথা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঝাঁঝ আরও বাড়ালেন অভিষেক। আইনি পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। শহিদ মিনারের সভামঞ্চ থেকে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ''মোদি পদবীর লোকেরা চোর বলে যে সাংসদের সাংসদ পদ খারিজ হয়, তাহলে প্রধানমন্ত্রী যখন নির্বাচনের প্রচারে এসে বলেছিলেন, 'দিদি ও দিদি...' তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পদ কেন খারিজ হবে না? মহিলাদের সম্মানে যিনি আঘাত করেছেন, তাঁর প্রধানমন্ত্রী পদ খারিজ হবে না কেন?'' এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই উঠে আসে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতার নাম। শুভেন্দুর অধিকারী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''এখানে বীরবাহা হাঁসদাদের এই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেছিলেন, এঁরা আমার জুতার তলে থাকে। তাহলে বিরোধী দলনেতার দু'বছরের জেল হবে না কেন?'' অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, ''আইন কেন সবার জন্য এক নয়?'' রাহুলের সাংসদ খারিজ নিয়ে এর আগে নাম না করে সরব হয়েছিল তৃণমূল। এদিনও সেই প্রসঙ্গ তুলেই রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তদুপরি প্রধানমন্ত্রীকেও একই দোষে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে রাহুল গান্ধির মন্তব্যকে তিনি সরাসরি সমর্থন করেননি। সেটাও স্পষ্ট হয়েছে তাঁর বক্তব্যে। তিনি বলেন, ''কী বলেছিলেন তিনি? নীরব মোদি, ললিত মোদি, নরেন্দ্র মোদি। তাঁর এই মন্তব্যকে আমি সমর্থন করি না। আমি কারও ভাবাবেগে আঘাতও করতে চাই না। কিন্তু গোটা বাংলার কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই, নির্বাচনী প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী মোদি যে ব্যঙ্গাত্মকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে 'দিদি ও দিদি' বলেছিলেন, তাতে মহিলাদের ভাবাবেগে আঘাত করা হয়নি? এর জন্য তাঁর পদ খারিজ হবে না কেন?'' এবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে নতুন করে সুর চড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে বাংলার প্রকল্প কেন বাংলার নামে নয়? শহিদ মিনারের সভামঞ্চ থেকে সেই প্রশ্নও তুলতে গেল অভিষেককে। বিজেপির তুলোধনা করতে গিয়ে তাঁর কথা উঠে এল ব্রিটিশ শাসনের প্রসঙ্গও। সমবেত সমর্থকদের উদ্দেশে অভিষেকের স্পষ্ট প্রশ্ন, ''বাংলায় রাস্তা হলে, কার নামে হওয়া উচিত? বাংলা আবাস যোজনা, বাংলা সড়ক যোজনা, কার নামে হওয়া উচিত? এই মিনারের নাম অক্টর লোনি মনুমেন্ট হওয়া উচিত নাকি শহিদ মিনার হওয়া উচিত? শহিদ মিনার হওয়া উচিত। ইংরেজরা আসলে ভেবেছিল, আমরাই রাজত্ব করব। তাই তাঁদেরই নামে মিনার। বাংলা থেকে আন্দোলন হয়। ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলাকে। ক্রিকেট স্টেডিয়াম, রাস্তা যারা নিজের নামে করে, বাংলা তা করে না।'' এরপরই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সুর চড়াতে দেখা যায় অভিষেককে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা ভাষায় তোপ দেগে বলেন, ''২০২১ সালে হেরে যাওয়ার পর কেন্দ্র একশো দিনের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। গ্রামীণ সড়ক যোজনা, আবাস যোজনা সব টাকা বন্ধ। পরিষেবা মূলক কাজের টাকা সব বন্ধ করে দিয়েছে। এরপরই একেবারে প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে এক হাত নেন অভিষেক। কটাক্ষের সুরে বলেন, ''২০১৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি নরেন্দ্র মোদি সভা করে বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হলে বাংলার মানুষের হাতে দুটো লাড্ডু তুলে দেব। আজ সত্যিই বাংলার মানুষের হাতে কেন্দ্রের সরকার লাড্ডু তুলে দিয়েছে।''

সীমাহীন দুর্নীতির জন্য বন্ধ কেন্দ্রীয় বরাদ্দ শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একাধিকবার বঞ্চনার অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিকবার তোপ দেগে বিজেপিও বাংলায় একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়নে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছে। এবার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করলেন, বিভিন্ন প্রকল্পে সীমাহীন দুর্নীতির জন্য বরাদ্দ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। তাঁর হুশিয়ারি, এ রাজ্যে আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজ, শৌচাগার নির্মাণ, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কোনও টাকা মিলবে না। এ প্রসঙ্গে শুভেন্দু সাফ বলছেন, ''কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন, ২০০৫ এর ২৭ ধারা লাগিয়ে দিয়েছে বাংলায়। যেখানে মনরেগা, আবাস যোজনা, শৌচাগার নির্মাণ, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার কোনও টাকা আর পাবে না।'' ধারা ২৭ কী, তা ব্যাখ্যা করে বিরোধী দলনেতা বলেন, ''সীমাহীন দুর্নীতির জন্য আর্থিক বরাদ্দ বন্ধ করেছে কেন্দ্র। একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে সিল লাগিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর ও অর্থ দফতর। গোটা দেশের মধ্যে শুধু বাংলার সরকারের উপরেই এই অভিযোগ উঠেছে। ধারা ২৭ বলব হয়েছে। সে কারণে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে আর কোনও কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পাবে

না মমতার সরকার।'' প্রসঙ্গত, কেন্দ্র থেকে প্রাপ্য পাওনার দাবিতে এদিনই আবার দুদিনের ধরনায় বসেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরইমধ্যে শুভেন্দু অধিকারীর এই বক্তব্য নিয়ে জোর শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। একইদিনে আবার কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে প্রাপ্য পাওনার দাবিতে জোট বেঁধে পথে নেমেছে বাম-কংগ্রেসও। শুভেন্দুর বক্তব্যে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ''কেন্দ্রীয় প্রকল্প হোক আর যাইহোক, মনে রাখতে হবে এগুলো কোনওটাই কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এগুলো আমাদের দেশের মানুষের করের টাকা। কিন্তু, সে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করার মনোভাব বরাবরই রয়েছে। বিজেপি সরকারের আছে তো বটেই।'' শুভেন্দুকে বাংলা বিদ্বেষী বলে তোপ দেগেছেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা ভাষায় তোপ দেগে তিনি বলেন, ''শুভেন্দু তো সারাদিন ব্যস্ত থাকেন কীভাবে বাংলাকে বঞ্চিত করা যায় তার পরিকল্পনা করতে। সারাদিন ভাবছেন কীভাবে বাংলাকে বদনাম করা যায়, কীভাবে বাংলার অগ্রগতিকে থমকে দেওয়া যায়। এর আগেও তো তিনি বারবার দিল্লি গিয়ে বলে এসেছেন বাংলাকে যেন তার প্রাপ্য টাকা না দেওয়া হয়। কেন্দ্রের অনেক টিমই বাংলায় এসেছে। কিছুই কিন্তু প্রমাণ হয়নি। তারপরও প্রতিহিংসার কারণে বাংলার প্রাপ্য ১ লক্ষ ১৮ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখে দিয়েছে।'' যদিও বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার বক্তব্য, ''জনগণের টাকা কেউ পকেটে ঢুকিয়ে নেবে, তৃণমূলের ফান্ডে যাবে, তৃণমূল নেতাদের বাড়ি-গাড়ি হবে এটা তো কোনওভাবেই মানা যায় না। গরিব মানুষের টাকা আত্মসাৎ করে নিয়েছে ওরা।''

কেন্দ্রের স্বীকৃতি, খাদ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিবেশনে সেরার তালিকায় রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চঃ ফের কেন্দ্রের স্বীকৃতি পেল রাজ্য। খাদ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিবেশন রাজ্যের একাধিক জেলা এই স্বীকৃতি পেয়েছে। মূলত কেন্দ্রীয় খাদ্য দফতরের অধীনে ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এই প্রতিযোগিতায় সারা দেশ জুড়ে ২৬০টি জেলা অংশগ্রহণ করে। আর সেই প্রতিযোগিতায় এবার রাজ্যের মালদা জেলার তৃতীয় স্থান দখল করল যুগ্মভাবে বেনারস জেলার সঙ্গে। ২০ তম স্থান দখল করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। ২২ তম স্থান দখল করেছে দার্জিলিং জেলা। মূলত এই প্রতিযোগিতার লক্ষ্য স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিবেশন এর পরিবেশ গড়ে তোলা। যা সাধারণ মানুষকে নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিবেশনে অভ্যস্ত করে তুলবে। এক্ষেত্রে লাইসেন্স ব্যবস্থার উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যাতে খাবারের দোকান, বাজার, খাদ্য কিয়স্ক, খাবার বিক্রির হকাররা হাইজেনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মন্দিরের ভোগ বিতরণের ব্যবস্থাও এর বাইরে নয়। এ জন্য প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে। খাদ্য সুরক্ষা সফল করতে হলে নিচুতলা অর্থাৎ জেলাস্তর থেকে উদ্যোগ নিতে হবে। যাতে সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর নিরাপদ খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মিড-ডে মিল-সহ সরকারি এ ধরনের প্রকল্পের মান উন্নয়নে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই পুরস্কার বিভিন্ন মাপকাঠির উপর নির্ভর করে দেওয়া হয়। এর আগেও রাজ্য খাদ্য সুরক্ষায় একাধিকবার পুরস্কৃত হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর রাজ্যের ১০টি জেলা এই স্বীকৃতি পেয়েছে। যদিও তার মধ্যে মালদা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও দার্জিলিং জেলা প্রথম ২৫-এর মধ্যে থাকলেও বাকি জেলাগুলি অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করেছে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর জেলা। দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে মধ্যপ্রদেশের ভোপাল জেলা। এ রাজ্যের কোচবিহার, উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, কলকাতা সহ একাধিক জেলা রয়েছে। তবে লক্ষণীয়ভাবে রাজ্যের অন্যান্য জেলা খাদ্য সুরক্ষায় এগিয়ে গেলেও কলকাতা অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে।

পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে কে ভি চন্দ্রন শপথ নিলেন

পটনা, ২৯ মার্চ ঃ বুধবার রাজভবনে পাটনা হাইকোর্টের নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতির পদে শপথ নিলেন বিচারপতি কৃষ্ণান বিনোদ চন্দ্রন। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যারা, অ্যাডভোকেট জেনারেল পিকে শাহি, পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি, আইনজীবী ও আধিকারিকরা।পাটনা হাইকোর্টের ৪৪তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি কেভি চঃদ্রন। এর আগে, পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন সঞ্জয় করোল, তিনি তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে এই পদে কাজ করেছিলেন। ফেব্রুয়ারিতে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হন।সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম এর আগে বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনকে গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে সুপারিশ করেছিল, কিন্তু পরে সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতিদের পদোন্নতির কথা মাথায় রেখে তার সুপারিশ প্রত্যাহার করে নেয়। এরপর বিচারপতি বিনোদ চন্দ্রনকে পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করা হয়।

ফের একবার ইডি দফতরে হাজিরা এড়ালেন মলয় ঘটক

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃফের একবার ইডি দফতরে হাজিরা এড়ালেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। বুধবার তলব করা হয়েছিল তাঁকে। দিল্লির সদর দফতরে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। তবে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দফতরে যাননি তিনি।সূত্রের খবর, আইনজীবী মারফত সময় চেয়ে নিয়েছেন তিনি। আরও জানা গিয়েছে, ইডি-র তরফে মলয় ঘটকের কাছে নথি চাওয়া হয়েছিল। আইনজীবী সেই নথি নিয়ে পৌঁছেছেন ইডি অফিস। বুধবার সকাল ১১ টা নাগাদ ইডি অফিসে যান মলয় ঘটকের আইনজীবী। কয়লা পাচার মামলার অন্যতম তদন্তকারী অফিসার পঙ্কজ কুমার সিং-এর সঙ্গে তিনি দেখা করবেন বলে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত নিয়ে যখন বারবার সরব হয়েছে তৃণমূল সহ অন্যান্য বিরোধীরা, তার মধ্যেই পের একবার তলব করা হয়েছে মলয় ঘটকে। যদিও এ বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ আইনমন্ত্রী।

খুলে দেওয়া হল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ২৯ মার্চ ঃ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে দুদিক থেকে ছোট যানবাহন চলাচল অব্যাহত রয়েছে। বুধবার সকাল থেকে মহাসড়কের দুই পাশে ছোট যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র জম্মু থেকে শ্রীনগরে ভারী যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।মুঘল রোড থেকে বরফ সরানো হচ্ছে। খুব শীঘ্রই এই সড়কটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

ফের ভূমিকম্প আফগানিস্তানে

কাবুল, ২৯ মার্চ ঃ ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান।বুধবার ভোরে কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৩।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, এদিন ভোর ৫টা ৪৯ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল থেকে ৮৫ কিলোমিটার পূর্বে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল। এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর মেলেনি।প্রসঙ্গত, গত ২২ মার্চ শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল আফগানিস্তান। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৮। ভূমিকম্পে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান মিলিয়ে কমপক্ষে ১২

‘সবুজ শক্তি’ ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে ভারতের

নয়াদিল্লি,২৯মার্চঃ প্রধানমন্ত্রী ‘সবুজ উন্নয়ন’ প্রসঙ্গে বাজেট পরবর্তী এক ওয়েবিনারে ভাষণ দেন। ভারত সরকার আয়োজিত বাজেট পরবর্তী ১২টি ওয়েবিনারের মধ্যে এটি ছিল প্রথম। ২০২৩-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে যেসব উদ্যোগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তার কার্যকর রূপায়ণের জন্য পরামর্শ চাইতে সরকার এই ওয়েবিনারগুলির আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সাল থেকে দেশে এখনও পর্যন্ত যে ক’টি বাজেট পেশ করা হয়েছে প্রতিটিতেই বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি ভবিষ্যতের সংস্কারের দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে।’ সুবজ উন্নয়ন’-এর জন্য প্রধানমন্ত্রী তিনটি মূল স্তম্ভের কথা উল্লেখ করেন। প্রথমটি, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, দ্বিতীয়টি জৈব জ্বালানির ব্যবহার কমানো এবং সর্বশেষ, দেশে যত দ্রুত সম্ভব গ্যাস-ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে পরিবর্তিত হওয়া।এই প্রকল্পগুলি ইথানল ব্লেন্ডিং-এর মতো পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ঘোষণা করা হয়েছে। ‘ পিএম কুসুম’ যোজনা, সৌরক্ষেত্রে উপাদন, বাড়ির ছাদে সৌর প্রকল্প এবং ব্যাটারি সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলি বিগত কয়েক বছর ধরে বাজেটে প্রাধান্য পাচ্ছে। বিগত বছরের বাজেটে অন্যতম বিশেষ ঘোষণার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের জন্য ‘ পিএম প্রণাম’ যোজনা, শহরগুলির যানবাহন বাতিল নীতি, ‘ যোজনা এবং সবুজ হাইড্রোজেন ও জলাজমি সংরক্ষণের বিষয়গুলি এবারের বাজেটেও বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিঃক্ষেত্রে বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের বিশেষ অবস্থান রয়েছে। এবারের বাজেট আন্তর্জাতিক সবুজ শক্তি বাজারে ভারতকে অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। সেজন্য আমি আজ শক্তিক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভারতে বিনিয়োগের আহ্বান জানাই - বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এবারের বাজেট প্রত্যেক সবুজ শক্তির বিনি য়োগকারীকে ভারতে বিনিয়োগের বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছে যার ফলে, এই ক্ষেত্রের স্টার্ট-আপগুলিও বিশেষভাবে উপকৃত হবে।২০১৪-র পর থেকে মূল অর্থনীতিতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্রে ভারত বিশেষ ভূমিকা পালন করছে - বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন যে বিভিন্ন তথ্য সমীক্ষা করে দেখা যায় যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্রে ভারত নির্দিষ্ট সময়ের আগেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারছে। শ্রী মোদী বলেন, ভারত অজীবাশ্ম জ্বালানির ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ অবদান রাখার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে এবং তা সম্ভব হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের ৯ বছর আগেই। ধার্য করা সময়ের পাঁচ মাস আগেই ভারত ১০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্য পূরণেও সমর্থ হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৫-২৬ সালের মধ্যেই ভারত পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণে সক্ষম হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন সম্ভব হবে। ই-২০ জ্বালানি চালুর কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার জৈব জ্বালানি ক্ষেত্রে জোর দিচ্ছে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করছে। সৌর, বায়ু এবং বায়ো-গ্যাসের ব্যবহার ভারতে স্বর্ণ খনি বা তৈলক্ষেত্রের তুলনায় কোনও অংশেই কম নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতীয় সবুজ হাইড্রোজেন মিশনের আওতায় ভারত ৫ এমএমটি সবুজ হাইড্রোজেন উপাদনের লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে চলেছে। এজন্য ১৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।গোবর থেকে ভারতের ১০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার বায়ো-গ্যাস তৈরির ক্ষমতা রয়েছে বলে শ্রী মোদী মন্তব্য করেন। দে। লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস দেশে গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে ৮ শতাংশ অবদান রাখতে পারে। এই সম্ভাবনার দিকে নজর রেখেই বর্তমানে ভারতের জৈব জ্বালানি কৌশলে ‘ যোজনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এবারের বাজেটে সরকার ‘ যোজনার আওতায় ৫০০টি নতুন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে। তবে এগুলি কোনটাই পুরনো ধাঁচের কারখানা নয়। সরকার এই আধুনিক কারখানাগুলি গড়ে তুলতে ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবে - বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কৃষিক্ষেত্রের বর্জ্য এবং বাড়ি-ঘরের বর্জ্য থেকে সিবিজি উৎপাদনের জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রগুলিকে আকর্ষণীয় অর্থ দেওয়া হচ্ছে।ভারতের যানবাহন বাতিল নীতির দিকে আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবুজ উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি বলেন, এবারের বাজেটে সরকার ৩ লক্ষের বেশি যানবাহন বাতিল করার জন্য ৩ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রেখেছে। এই যানবাহনগুলি পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স এবং বাস ছাড়াও বিভিন্ন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধিকৃত এবং ১৫ বছরের পুরনো। যানবাহন বাতিলের বাজার ক্রমশ উন্নত হতে চলেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী ৬-৭ বছরে ভারত ব্যাটারি সংরক্ষণ ক্ষমতা ঘন্টায় ১২৫ গিগাওয়াটে নিয়ে যাবে। ব্যাটারি প্রস্তুতকারকদের সাহায্য করতে সরকার এক বিশেষ প্রকল্প নিয়ে এসেছে।প্রধানমন্ত্রী জল-ভিত্তিক যানবাহন ভারতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, অন্তর্দেশীয় জলপথের মাধ্যমে দেশের ২ শতাংশ পণ্য পরিবহণ করা হয়। ভারতের জলপথগুলির উন্নয়ন এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।বক্তব্যের শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবুজ শক্তির ক্ষেত্রে ভারতের বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এবারের বাজেট কেবলমাত্র সম্ভাবনা নয়, ভবিষ্যতের নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণও বটে - বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। সবশেষে তিনি সকল অংশীদারদের বাজেটের সম্ভাব্য সব দিক যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সরকার আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। আপনারা আপনাদের পরামর্শ জানান।

দ্রুত সিএএ চালুর ব্যাপারে শাহর ‘সদর্থক বার্তা’, দাবি বিজেপি সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃ দ্রুত সিএএ চালুর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ‘ সদর্থক বার্তা’ পেয়েছেন বলে দাবি করলেন বিজেপি সাংসদদরা। মঙ্গলবার রাতে বিজেপির সদর দফতরের একটি অনুষ্ঠান শেষে এ রাজ্যের বিজেপি সাংসদদের সাক্ষা হয় অমিত শাহের সঙ্গে, তাঁরই বাসভবনে।মঙ্গলবার রাতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে পশ্চিমবঙ্গের ১৭ জন সাংসদের উপস্থিতিতে দেশে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) চালুর ইঙ্গিত মিলেছে মিলেছে অমিত শাহের কথায়। বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খবর, তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে বাংলার বিজেপি সাংসদরা সরব হলেও শাহ তাতে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাননি। শাহি বৈঠকে বাংলায় আসন্ন পঞ্চায়েত এবং লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে।গত এক বছরে বেশ কয়েক বার প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদীর সঙ্গে বঙ্গ বিজেপির প্রতিনিধিদের বৈঠকের কথা হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা বাতিল হয়। ঠিক যেমন বঙ্গ বিজেপির সাংসদের এ বারের দিল্লিযাত্রার সময় হল। কথা ছিল, মঙ্গলবার বেলা ১২টায় সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, সুভাষ সরকারদের সঙ্গে দেখা হবে প্রধানমন্ত্রীর। শেষ মুহূর্তে তা বাতিল হয়ে যায়। তবে একেবারে খালি হাতে ফিরতে হল না বাংলা থেকে নির্বাচিত ১৭ জন বিজেপি সাংসদকে। সেখানে অমিত শাহর আশ্বাসের পর প্রশ্ন উঠেছে এপ্রিলে কি সিএএ সত্যি চালু হবে?

কর্ণাটকে এক দফায় বিধানসভা ভোট ১০ মে, ওই মাসের ১৩ তারিখে ফল ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃকর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী ১০ মে এক দফায় ভোট হবে কর্ণাটকে। ১৩ মে হবে ফল ঘোষণা। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়ে দিলেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার রাজীব কুমার। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন,

কর্ণাটকের ২২৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ৫,২১,৭৩,৫৭৯ জন ভোটার রয়েছেন। রাজ্য জুড়ে ৫৮,২৮২টি ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।তিনি জানিয়েছেন, কর্ণাটকে ২০১৮-১৯ সালের তুলনায় প্রথম বারের ভোটার সংখ্যা ৯.১৭ লক্ষ বেড়েছে। ১ এপ্রিলের মধ্যে যাঁদের বয়স ১৮ বছর হবে তাঁরা কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। নির্বাচনে অর্থের রমরমা রুখতে নির্বাচন কমিশন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলে জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। তিনি বলেছেন, নির্বাচনে অর্থের ব্যবহার রুখতে কর্ণাটকে আমরা নিজেদের টিমকে শক্তিঃশালী করছি। ২৪০০ স্ট্যাটিক নজরদারি দল কঠোর নজরদারি রাখবে। ১৯টি জেলায় ১৭১টি আন্তঃরাজ্য চেক পোস্টের উপর নজরদারি করা হচ্ছে।

লোকসভায় পাস প্রতিযোগিতা (সংশোধন) বিল, ৩ এপ্রিল অবধি মুলতুবি উভয়কক্ষের অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃ শান্তি ফিরছেই না সংসদে। সরকার ও বিরোধী দলের সাংসদদের মধ্যে তুমুল হইহট্টগোলের কারণে বুধবারও পন্ড হয়ে গেল সংসদের উভয়কক্ষের কাজকর্ম। আদানি সংক্রান্ত বিষয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির তদন্ত এবং অন্যান্য ইস্যুতে সরকার ও বিরোধী দলের সাংসদদের হইহট্টগোলের জেরে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে, বুধবার নিয়ে টানা ১২ দিন সংসদে কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়েছে। তুমুল হইহট্টগোলের কারণে দিনের মতো মুলতুবি হয়ে গিয়েছে সংসদের

উভয়কক্ষের অধিবেশন। ফের লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হবে আগামী ৩ এপ্রিল।তুমুল হইচইয়ের কারণে লোকসভা ও রাজ্যসভার কাজকর্ম সঠিকভাবে চালানো সম্ভব হয়নি এদিনও। তাই রাজ্যসভা প্রথমে দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায়। লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয় দুপুর বারোটা অবধি। এদিন আদানি ইস্যুতে সরব হয়েছেন কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা। আবার সংসদ চত্বরে আদানি ইস্যুতে এদিন ধর্ণা দেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা। পরে লোকসভার অধিবেশন শুরু হলেও সভার মধ্যে তুমুল হইচইয়ের মধ্যেই পাস হয় প্রতিযোগিতা (সংশোধন) বিল। এরপর ৩ এপ্রিল পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভার অধিবেশন, একই অবস্থা ছিল রাজ্যসভাতেও। রাজ্যসভাও ৩ এপ্রিল পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গিয়েছে।

সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ করব, দাবি মমতার

কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ গত মঙ্গলবার ‘ পথশ্রী ও ‘রাস্তাশ্রী’ প্রকল্পের উদ্বোধনের পর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ করব বলে দাবি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।টুইটারে তিনি লিখলেন, চালু হয়েছে, ‘ পথশ্রী ও ‘ রাস্তাশ্রী’প্রকল্প। ২২টি জেলার ১২,০০০ কিলোমিটার রাস্তার মাধ্যমে আরও ভাল সংযোগ নিশ্চিত করবে। এর মাধ্যমে আমরা উন্নয়নের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছি। প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমরা সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণ করব।এই প্রকল্পের অধীনে, বাংলা ৭,২১৯টি নতুন রাস্তা দেখতে পাবে এবং আরও ১,৫৪৮টির উন্নয়নের সাক্ষী হবে। সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত জুড়ে ২৯,৪৭৫টিরও বেশি গ্রাম সুবিধা পাবে। প্রকল্পটি কর্মসংস্থান সৃষ্টিও নিশ্চিত করবে। মা মাটি মানুষের উন্নয়নই আমাদের অগ্রাধিকার।

আধার কার্ড নেই, তিহাড় থেকে ফোনে কথা বলতে বিপাকে কেষ্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃ তিহাড়েই দিন কাটছে ‘ অনুব্রত মণ্ডলের। তবে শরীরটা কয়েকদিন যাবত ভাল নেই তৃণমূল নেতার। অন্তত তেমনটাই দাবি করেছেন তাঁর আইনজীবী।তিহাড়েরই ডিসপেনসরিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। এরই মধ্যে আবার নতুন এক সমস্যার মুখোমুখি হয়ছেন ‘ তিহার জেলে আসার আগে আনতে ভুলে গিয়েছেন নিজের আধার কার্ড। আসানসোলেই তা ফেলে এসেছেন। আর এতেই বেকায়দায় পড়েছেন! নিজের আধার কার্ড না থাকায় ফোনে যোগাযোগ করতে পারছেন না পরিবারের সঙ্গে। আইনজীবীকে এমনই অসুবিধার কথা জানালেন কেষ্ট।তিহাড় জেলের প্রত্যেক কয়েদিকে ৫ মিনিট ফোনে কথা বলতে দেওয়া হয়। নিজেদের জরুরি

ভারতে দৈনিক সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ২,১৫১ সক্রিয় রোগী বেড়ে ১১,৯০৩, মৃত্যু ৭ জনের

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ একধাক্কায় দুই হাজারের গন্ডি ছাড়িয়ে গেল, একইসঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ২,১৫১ জন, প্রায় ৫ মাস পর এতটা বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ, আবার মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ৭ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১১,৯০৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৩ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মোট কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৭,০৯,৬৭৬-তে পৌঁছেছে। ৭ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৮৪৮-এ পৌঁছে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৬৬,৯২৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৮ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১১ হাজার ৩৩৬ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৫,৭৬,৬৯৭। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসি এমআর) জানিয়েছে, ২৮ মার্চ সারা দিনে ভারতে ১,৪২,৪৯৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

৩০ মার্চ হরিদ্বারে যাচ্ছেন অমিত শাহ, একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার, ৩০ মার্চ উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। পবিত্র এই শহরে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। বুধবার সরকারি সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৩০ মার্চ উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে যাবেন।উত্তরাখণ্ড রাজ্যের বহুমুখী সমবায়ের কম্পিউটারাইজেশন এবং যৌথ সমবায় চাষ, জন সুবিধা কেন্দ্র এবং জন ঔষুধী কেন্দ্রের উদ্বোধন-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। এছাড়াও পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

যে কোনও সন্ত্রাসমূলক কাজ ও সন্ত্রাসে প্রেরণা অসমর্থনীয়ঃঅজিত দোভাল

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চসহ ঃসাংহাই সহযোগিতা সংগঠন (এসসিও)-এর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা পর্যায়ের বৈঠক বুধবার নতুন দিল্লিতে শুরু হয়েছে। ভারতের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এই বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন। মধ্য এশিয়ার দেশগুলির বেশ কয়েকজন উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি এতে অংশ নিয়েছেন। এদিনের এসসিও বৈঠকে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের সমস্ত স্বরূপ ও প্রকাশ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। যে কোনও সন্ত্রাসমূলক কাজ ও সন্ত্রাসে প্রেরণা অসমর্থনীয়।ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল আরও বলেছেন, ভারত আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ পরিবহন করিডোর এবং আইএনএসটিসি-এর কাঠামোর মধ্যে চাবাহার বন্দরের অন্তর্ভুক্তির অধীনে আমাদের বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেছেন, কানেক্টিভিটি ভারতের জন্য একটি প্রধান অগ্রাধিকার রয়ে গিয়েছে। আমরা এই অঞ্চলে বিনিয়োগ এবং সংযোগ স্থাপনে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

জমির বিনিময়ে চাকরি মামলায় দিল্লির আদালতে হাজিরা মিসা ভারতীর, ৮ মে ফের শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃজমির বিনিময়ে রেলে চাকরি মামলায় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে হাজিরা দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবের মেয়ে মিসা ভারতী। বুধবার সকালে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে হাজিরা দিয়েছেন আরজেডি সাংসদ মিসা। এদিন শুনানির সময় সিবিআই-কে আদালত বলেছে, সমস্ত অভিযুক্তকে চার্জশিটের কপি সরবরাহ করতে হবে।উল্লেখ্য, জমির বিনিময়ে রেলে চাকরি মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। এই মামলার তদন্ত করছে ইডিও। সিবিআই-কে আদালত এদিন বলেছে, এই মামলার সমস্ত অভিযুক্তকে চার্জশিটের কপি সরবরাহ করতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হয়েছে আগামী ৮ মে।

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে তোপ অশ্বিনীর, বললেন তিনি নিজেকে সংবিধান ও আদালতের ঊর্ধ্বে মনে করেন

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এবার তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অশ্বিনী বৈষ্ণব। রাহুলের তীব্র সমালোচনা করে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, রাহুল গান্ধী নিজেকে সংবিধান, সংসদ ও আদালতের ঊর্ধ্বে মনে করেন। রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ কেড়ে নেওয়া প্রসঙ্গে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, ঔদ্ধত্যের জন্যই রাহুল গান্ধীকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি মনে করেন এই দেশ শাসন করা তাঁর জন্মগত অধিকার, আর তাই এই ধরনের অসঙ্গতি সৃষ্টি করছেন।বুধবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, যারা আমাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলছেন, তাঁদের স্মরণ করা উচিত কীভাবে ইউপিএ সরকারের সময়ে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র চলছিল। অশ্বিনী আরও বলেছেন, রাহুল গান্ধী ওবিসি সম্প্রদায়কে অপমান করেছেন, যখন আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, তখন তিনি বলেছেন আদালতও ভুল। রাহুল গান্ধী মনে করেন এই দেশ শাসন করা তাঁর জন্মগত অধিকার।

অবশ্যই বাংলো খালি করে দেবঃরাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃ সাংসদ পদাধিকার বলে পাওয়া দিল্লির সরকারি বাংলো খালি করে দেওয়ার জন্য রাহুল গান্ধীকে সোমবার নোটিস দিয়েছিল লোকসভার আবাসন সংক্রান্ত সমিতি। সেই নোটিসের প্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতা জানিয়ে দিলেন, তিনি বাংলো খালি করে দেবেন। গত মঙ্গলবার লোকসভার এম এস ব্রাঞ্চের ডেপুটি সেক্রেটারি মোহিত রাজনকে চিঠি লিখে বাংলো ছাড়ার বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন রাহুল গান্ধী।সোমবারই লোকসভার আবাসন সংক্রান্ত সমিতি রাহুল গান্ধীকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, আগামী ২৩ এপ্রিলের মধ্যে তুঘলক রোডের বাংলো খালি করে দেওয়ার জন্য। সেই নোটিসের প্রেক্ষিতে এবার পাল্টা চিঠি দিয়ে

লর্ডসের ব্যালকনির আদলে সেজে উঠেছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব

কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ কলকাতা ময়দানে তিন প্রধানের অন্যতম ক্লাব মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সাফল্যের নিরিখে এই ক্লাব ইস্টবেঙ্গল ও এটিকে মোহনবাগানের থেকে পিছিয়ে থাকলেও ক্লাব তাঁবুর সৌঃদর্যের দিক থেকে মোহন-ইস্টকে টেক্কা দিল। একেবারে লর্ডসের ব্যালকনির আদলে সেজে উঠছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। বলাবাহুল্য, ক্রিকেটের দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে ইংল্যান্ডের লর্ডস। বিশেষ করে এই লর্ডস স্মরণীয় হয়ে আছে ভারতীয়দের কাছে সৌরভ গাঙ্গুলির জন্য। একটা সময় ন্যাটওয়েস্ট ট্রফির ফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে এই লর্ডসের ব্যালকনিতে সেলিব্রেশন করেছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এবার সেই একটুকরো লর্ডস শহর কলকাতায়।ক্লাব সচিব ইশতিয়াক আহমেদ,সভাপতি আমিরুদ্দিন, ফুটবল সচিব ময়দানের প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কার্যকরী সমিতির জনপ্রিয় তারকা প্রাক্তন ফুটবলার রহিম নবির পরিকল্পনা ও অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে নতুন রূপে সেজে উঠছে রেড রোডের এই ক্লাব তাঁবু। আগেই অবশ্য সাজানো হয়েছে গোটা মাঠ। সেখানে প্রবেশের জন্য বানানো হযেছে টানেল। এছাড়াও ক্লাবের ভিতরে তৈরি হচ্ছে নতুন ড্রেসিং রুম, মিটিং রুম, কনফারেন্স রুম। এত কিছুর পরেও আরও অনেক পরিকল্পনা রয়েছে ক্লাব কর্তাদের। তবে সকলের আকর্ষণ ক্লাবের সেই ব্যালকনি। বর্তমানে ক্লাবের পারফরম্যান্স খুবই খারাপ। আগামী মরশুমে ক্লাব কর্তারা এই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ট্রফি জয়ের সেলিব্রেশন করতে পারেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩০ মার্চ ঃবৃহস্পতিবার, ১৫ চৈত্র মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩০মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৫ চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৫ চৈত্র মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ১৫ চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক মেঘলা আকাশ ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৫শতকরা এবং ৫১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার । জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৩৩মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা - ৫২ মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন। অর্থ প্রাপ্তি হবে।
বৃষভ রাশিঃ বিদ্যায় ভাগ্য ভালো হতে পারে। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন।
মিথুন রাশিঃবৈবাহিক জীবনে কিছু সসম্যা আসছে,প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান হতে পারে আজ।
কর্কট রাশিঃআপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমেই আপনি আপনার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে।
সিংহ রাশিঃসন্ধ্যাবেলায় একটু আরাম করুন। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।
কন্যা রাশিঃএকটা জায়গার পর নিজের ওপর চাপ দেবেন না এবং ঠিকভাবে বিশ্রাম নিন। শুভদিন
তুলা রাশিঃ কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। শুভ
বৃশ্চিক রাশিঃআজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন।
ধনু রাশিঃ বিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। বিবাহের যোগ।
মকর রাশিঃ উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চার প্রতি একনিষ্ঠ হোন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত।।
কুম্ভ রাশিঃআপনার বেপরোয়া আচরণের ফলে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। অর্থহীন কিছু কাজ করার আগে আপনার আচরণের প্রতিক্রিয়া চিন্তা করুন।
মীন রাশিঃ প্রতিবাদ না করাটা ভালো আজকের দিনে। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানষ কে, ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন

বন্দে ভারত রক্ষণাবেক্ষণ ডিপোর শুভ সূচনা, অত্যাধুনিক এই ইউনিটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মেইনটেনেন্স এর কাজ হবে

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৯ মার্চ ঃ বন্দে ভারত রক্ষণাবেক্ষণ ডিপোর শুভ সূচনা হলো। অত্যাধুনিক এই ইউনিটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মেইনটেনেন্স এর কাজ হবে। বন্দে ভারত রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো এবং স্বয়ংক্রিয় ইএমইউ কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্টের শুভ সূচনা হলো হাওড়ার ঝিল সাইডিংয়ে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অরুণ অরোরা এর উদ্বোধন করেন। পূর্ব রেলের ঝিল সাইডিং ডিপোতে এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মেনটেনেন্স ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। বুধবার সকালে এই ইউনিটের উদ্বোধন হয়। এদিন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অরুণ অরোরা বলেন, অত্যাধুনিক এই ইউনিটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মেইনটেনেন্স এর কাজ হবে। ত্রিতল বিশিষ্ট এই কোচিং কমপ্লেক্সে ট্রেন ঢোকার পর নিচের অংশ, মাঝে অংশ এবং উপরের অংশ বিভিন্ন তল থেকে দেখা যাবে। এদিন প্রথম পর্যায়ের কাজের উদ্বোধন করা হয়। খরচ হয়েছে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা। এরপর এই কোচিং কমপ্লেক্সের গতিশক্তি প্রকল্পে ফেজ টু এবং থ্রি পর্যায়ের কাজ হবে। খরচ হবে ১০৩ কোটি এবং ৬৪ কোটি টাকা। পূর্ব রেলের জিএম অরুণ অরোরা জানান, এটি পূর্ব রেলের সবচেয়ে লম্বা কোচিং কমপ্লেক্স যা আজ উদ্বোধন হলো। বন্দে ভারত ট্রেন ৩০ ডিসেম্বর, ২০২২-এ উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এই ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন। রেলের অধীন আরভিএনএল এই কাজ করেছে। এখানে ৩ লেভেলের অত্যাধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা সারা বিশ্বে ব্যবহার করা হয়। এখানে প্রথম দুটো ফেজে ১৪০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। দ্বিতীয় ফেজে জিএসিডি আসবে। এর জন্য ১০৩ কোটি টাকা। এটা আরও বাড়ানো হবে। এখানে আরও সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে। ৩ য় ফেজের খরচ হবে ৬৪ কোটি টাকা। এর আগে এখানে ১০ বা ১২ কোচ রক্ষণাবেক্ষণ করা হত। এবার ১৮ কোচ রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। এখানে প্রতিদিন বন্দে ভারত নিয়ে মোট ৫ টি ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। সাধারণভাবে ১ টি রেক পরিষ্কারের জন্য ৬ হাজার লিটার জল লাগে। অটোমেটিক কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্টে ৭২ কিলোলিটার জল লাগে। টাকার হিসেবে প্রতিটি রেকের জন্য ৩ হাজার ১০০ টাকা বাঁচে। বছরে খরচ কমে ২০ লক্ষ টাকা। তিনি আরও জানান, প্ল্যান্টের জন্য খরচ হয় ১.৮ কোটি টাকা। এটি পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থা। পরিষ্কার ব্যবস্থা উন্নত। বেশি কর্মীর প্রয়োজন নেই। প্রতিটি রেক প্রায় আধ ঘণ্টায় পরিষ্কার হয়ে যায়। ডানকুনির শেড এখানকার থেকে বেশি। এটা একটা নতুন কোচিং কমপ্লেক্স। এবং নতুন স্টেশন যেটা হাওড়া স্টেশনের সাহায্যকারী স্টেশন। আগামী পরিকল্পনা কম করে ৫০ টি বন্দে ভারত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পূর্ব রেলকে তৈরি রাখা হবে। প্রিভেন্টিভ মেইনটেনেন্স, পিরিয়োডিক মেইনটেনেন্স এবং প্রেডিকটিভ মেইনটেনেন্স এই ৩ ধরণের মেইনটেনেন্স হয়ে থাকে। সারা বিশ্বে প্রেডিক্টিভ মেইনটেনেন্স হয়ে থাকে। এখানে যখনই রেক ডিপোতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে তখনই ডিপো কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে তার ডেটা তৈরি রাখা। আগে ম্যানুয়ালি সব দেখে ঠিক করা হত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপার। এখন আগে থেকেই তৈরি থাকে ডিপো। এখন ৫ টা বন্দে ভারত আছে। ধীরে ধীরে তা বাড়বে। আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে কম করে ৫০ টি বন্দে ভারত চলবে। বন্দে ভারত নিয়ে সামাজিক সচেতনতা থাকা প্রয়োজন। এটা মানুষের সম্পত্তি দেশের প্রতিটি রাজ্যে বন্দে ভারতের প্রয়োজন। তবে কোথায় এই ট্রেন দেওয়া হবে তা সিদ্ধান্ত নেবে ভারত সরকারের রেল মন্ত্রক।

ডার্ক চকোলেট, ফলের রস খেয়ে যৌথ মঞ্চের ধর্ণা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ যৌথ মঞ্চে ডার্ক চকোলেট, ফলের রস খেয়ে বুধবার ধরনা দেন ডিএ আন্দোলনকারীরা। তাঁরা পাশেই তৃণমূলের ধর্ণার সময় মাইক বন্ধ রাখাতে পুলিশের অনুরোধ নাকচ করে দেন। মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, অতীতকে ফিরিয়ে এনেছি আমরা। সেই কারণে ডার্ক চকোলেট, ফলের রস খেয়ে ধর্ণা দিচ্ছি। তবে জল পান করব না আমরা। এই রাজ্যের কার্মচারীদের কাছ থেকেও কেউ অনুপ্রেরণা নিচ্ছেন তা বোঝা যাচ্ছে। ১৪ তলা ছেড়ে সরকারি কর্মচারিদের কাছ থেকে কেউ অনুপ্রেরণা নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন ধর্ণা দিতে। ভাস্কর ঘোষ বলেন, সরকারি কর্মীদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ণার সময় মাইক বন্ধ রাখার অনুরোধ পুলিশের। তবে আন্দোলনকারীরা সেই অনুরোধ নাকচ করেছে। আমরা হাইকোর্টের নির্দেশিকা পালন করে চলব। আমরা আমাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাব। নিত্যদিনের মতোই আমাদের মাইক বাজবে। শহিদ মিনার চত্বরে তৃণমূলের ছাত্র ও যুব সংগঠনের সভাস্থল ও ডিএ-র দাবিতে আন্দোলনকারীদের ধর্ণা মঞ্চের মাঝে টিনের ব্যারিকেড বসানো হয়ই। বসানো হয়েছে নজর মিনার। সভার অনুমতি দেওয়া হলেও একাধিক শর্ত দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই শর্ত অনুযায়ী, সব ব্যবস্থা করা হয়েছে সভাস্থলে। সভা শুরুর আগেই অকুস্থল পরিদর্শন করেছেন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিল সেনাবাহিনীও। যেভাবে সভাস্থল ঘিরে দেওয়া হয়েছে, তাতে জয় হয়েছে বলেই মনে করছেন যৌথমঞ্চের সদস্যরা। ৪২ দিন ধরে লাগাতার অনশন করছিলেন ডিএ আন্দোলনকারীরা। একের পর এক আন্দোলনকারী অসুস্থ হয়ে পড়ায় শেষমেশ অনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। তবে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, প্রয়োজনে ফের তাঁরা অনশনে বসতে পারেন।

কল্যাণী থানার ওসির বিরুদ্ধে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ কল্যাণী থানার ওসি অনির্বাণ বসুর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৩ এপ্রিল। ওইদিন সিআইডিকে তদন্তের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। সেই রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হলে আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেবে বলেও বুধবার জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। ওসির বিরুদ্ধে মূল মামলাটি করেন কল্যাণী পুরসভার ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর লক্ষ্মী ওঁরাও। বিভিন্ন সূত্র থেকে তাঁর কাছে অভিযোগ আসে, ঈশ্বর গুপ্ত সেতুতে চলাচলকারী বিভিন্ন যানবাহন থেকে ওসির নির্দেশে সিভিক ভলান্টিয়াররা নিয়মিত টাকা তোলেন। কাউন্সিলর খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন, ওই টাকা তোলার জন্য কল্যাণীতে বালির দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাচ্ছে। গত ৮ অক্টোবর কাউন্সিলর আচমকাই ওই সেতু পরিদর্শনে গিয়ে তিনি চার সিভিক ভলান্টিয়ারকে টাকা তোলার সময় হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তাঁদের কাছ থেকে নগদ ৮০০ টাকা এবং একটি হিসেবের খাতাও পাওয়া যায়। তিনি বিষয়টি জেলার পুলিশ সুপারকে জানান। অভিযোগ, তার পরও পুলিশের ওই ‘তোলাবাজি’ বন্ধ হয়নি। গত জানুয়ারি মাসে কাউন্সিলর তথ্য জানার অধিকার আইন অনুযায়ী পুলিশ সুপারের কাছে জানতে চান, তার অভিযোগের ভিত্তিতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? পুলিশ সুপার কল্যাণী থানার কাছে এই ব্যাপারে রিপোর্ট তলব করেন। এসপির এই ভূমিকায় অসন্তুষ্ট হয়ে কাউন্সিলর হাইকোর্টে মামলা করেন। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা বলেন, একজন কাউন্সিলর যখন অভিযোগ করছেন, তখন বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এতে পুলিশের গাফিলতি আছে বলেই আদালত মনে করছে।

ঠাকুরপুকুর ইএসআই হাসপাতালের হস্টেলে ছাত্রীর দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ ঠাকুরপুকুর ইএসআই হাসপাতালের হস্টেলে মেডিক্যাল পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য । ঘর থেকে উদ্ধার সুইসাইড নোট। ছাত্রী আত্মঘাতী হয়েছেন বলেই মনে করা হচ্ছে। কী কারণে আত্মঘাতী হলেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রীর নাম জ্যোতি গর্গ। বছর বাইশের ওই ছাত্রী আগ্রার বাসিন্দা। ঠাকুরপুকুর ইএসআই হাসপাতালে মেডিক্যালের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া তিনি। বেশ মেধাবী ছাত্রীই ছিলেন জ্যোতি। শেষবার সেমেস্টারে দশম স্থান দখল করেছিলেন। বুধবার সকাল নটা বেজে গেলেও জ্যোতির ঘরের দরজা বন্ধই ছিল। শুরু হয় ডাকাডাকি। তবে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি তাঁর। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। হস্টেলের ঘরের দরজা খুলে তাজ্জব হয়ে যায়। দেখেন ঘরে ঝুলছেন জ্যোতি। তাঁর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, জ্যোতির ঘর থেকে একটি সুইসাইড নোটও পাওয়া গিয়েছে। ওই নোটে কী লেখা রয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। আত্মহত্যার কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপ নাকি অন্য কিছু, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। দুঃসংবাদটি ছাত্রীর বাড়িতেও জানানো হয়েছে। আত্মহত্যার কারণ জানতে তাঁর পরিজনদের সঙ্গেও কথা বলবেন তদন্তকারীরা।

বজ্রপাতে মৃত্যু যুবকের

শান্তিরবাজার(ত্রিপুরা), ২৯ মার্চঃ ত্রিপুরার বিলোনিয়া থানাধীন মোহিনী নগর এডিসি ভিলেজের রাজবন পাড়ায় বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক যুবকের । মৃতের নাম অমল কৃষ্ণ ত্রিপুরা (২৩)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার। এদিন সকালে অন্যান্য দিনের মতো রাবার বাগানে কাজ করাতে গিয়েছিল অমল। সেখানে কাজ করার সময় বজ্রপাতে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে সে। সাথে সাথে এলাকাবাসীও পরিবারের লোকজন অমলকৃষ্ণকে নিয়ে আসে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে । সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। চিকিৎসক বলেন ঘটনাস্থলেই অমলকৃষ্ণ ত্রিপুরার মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য অমলকৃষ্ণ ত্রিপুরার মৃতদেহ বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে এসে মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ঘটনায় তাঁর পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

১ এপ্রিল থেকে প্রতি মঙ্গলবার সুন্দরবনের দরজা বন্ধ পর্যটকদের জন্য

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ২৯ মার্চ ঃ চালু হতে চলেছে সপ্তাহে একদিন বন্ধ সুন্দরবন। আগামী এপ্রিল মাস থেকে প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার সুন্দরবন ভ্রমণ পর্যটকদের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দফতর। গত ১০ মার্চ রাজ্যের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) দেবল রায় এই বিষয়ে একটি নির্দেশিকা ও সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পকে পাঠিয়েছেন। নির্দেশিকা অনুযায়ী, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর অজয়কুমার দাস ব্যাঘ্র প্রকল্পের সমস্ত রেঞ্জারকে নির্দেশিকা পাঠিয়ে দিয়েছেন । ১ এপ্রিল থেকে এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের নিজস্ব কাজকর্মের ক্ষেত্রে সুবিধার জন্যই এই পদক্ষেপ বলে বন দফতর সূত্রে জানা গেল। আগে সপ্তাহের সাত দিনই পর্যটকেরা সুন্দরবন ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছেন। যদিও করোনা পরিস্থিতিতে এখানে দীর্ঘ দিন পর্যটন বন্ধ ছিল। মুখ্য বনপাল বলেন, রাজ্যের সমস্ত বড় অভয়ারণ্যে সপ্তাহে এক দিন করে পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ থাকে। এবার থেকে সুন্দরবনেও সেই নিয়ম চালু হচ্ছে। এতে সুন্দরবনের অভয়ারণ্যের নিজস্ব কাজকর্ম করতে সুবিধা হবে। ইতিমধ্যে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সজনেখালি রেঞ্জ, বসিরহাট রেঞ্জ, ন্যাশনাল ফরেস্ট (ইস্ট) ও ন্যাশনাল ফরেস্ট (ওয়েস্ট)-সহ সব রেঞ্জকে এই বিষয়ে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। তবে পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকলেও মঙ্গলবার স্থানীয় মানুষের যাতায়াতে কোনওরকম বিধি নিষেধ থাকছে না সুন্দরবনে। জঙ্গলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও এটা জরুরি। তবে নতুন নিয়মে কিছুটা আশাহত হলেও খুশি সুন্দরবনের পর্যটকেরা।

মীনাক্ষী মুখার্জির নেতৃত্বে ডিওয়াইএফআই এর জেলা পরিষদ অভিযান হাওড়ায়, রাস্তায় বসেই প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ মার্চ ঃ মীনাক্ষী মুখার্জির নেতৃত্বে ডিওয়াইএফআই এর জেলা পরিষদ অভিযান হাওড়ায়। পুলিশ ব্যারিকেড করে মিছিল আটকালে রাস্তায় বসেই প্রতিবাদ বিক্ষোভকারীদের। ১০০ দিনের কাজের দুর্নীতি, আবাসন যোজনায় দুর্নীতি, শূণ্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে জনগণের পঞ্চায়েত গড়তে পশ্চিমবঙ্গের ডিওয়াইএফআই এর সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জির নেতৃত্বে জেলা পরিষদ অভিযান হলো হাওড়ায়। বুধবার বিকেল তিনটে নাগাদ হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রায় হাজার খানেক কর্মী সমর্থক নিয়ে মিছিল শুরু হয়। এরপর ওই মিছিল হাওড়া মাছ বাজার, বাঙ্গালবাবু ব্রিজ, হাওড়া ময়দান হয়ে বঙ্কিম ব্রিজের নীচে আসে। সেখানেই পুলিশ ব্যারিকেড করে তাদের আটকে দিলে ডিওইএফআই কর্মীরা ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন। পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। পরে রাস্তায় বসেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এবং পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মীনাক্ষী সহ বাম যুব নেতৃত্ব। আন্দোলনের জেরে বন্ধ হয়ে যায় বঙ্কিম ব্রিজে নিচের রাস্তা। ডিওয়াইএফআই এর রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জি বলেন, ধর্মতলায় যাত্রাপালা চলছে। গোটা হাওড়া জুড়ে দুর্নীতি চলছে। পুলিশ আমাদের আটকাচ্ছে। পুলিশ চোরেদের কাছে ব্যারিকেড করতে পারে না। আন্দোলনকারীদের কাছে ব্যারিকেড করে। আনিসকে, সুদীপ্তকে খুন করা হয়েছে। নাটকবাজেরা ধর্মতলায় নাটক করছে। আর বেকার যুবকেরা আন্দোলন করছে। এটাই বাংলার ভবিতব্য। জেলা পরিষদ ঠিক করবে তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে থাকবে নাকি দুর্নীতিকে বালিশ করে রাতে ঘুমোবে। যদি দুর্নীতিকে বালিশ করে ঘুমোয় তাহলে ডিওয়াইএফআই রাস্তায় থাকবে। ওদের হাতে সরকার। সরকারের ভাইপো মুখ দেখাতে লজ্জা পাচ্ছে। তাই ব্যারিকেড করেছে। মোদী মমতার যাত্রা পালা চলছে। এদিন কেউ পুলিশের ওপর চড়াও হয়নি। মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে। পুলিশকে পুলিশের কাজ করতে বলেছেন আমাদের কর্মীরা।

হিন্দমোটরের কোতরং ঘোষপাড়ার ব্যানার্জি বাড়ির অন্নপূর্ণা পূজো ছাব্বিশে পড়ল

শুভঙ্কর দে, হুগলি, ২৯ মার্চ ঃ বুধবার অন্নপূর্ণা পূজো চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে মা অন্নপূর্ণার পূজা হয়। এই সময় আবার বাসন্তী পূজোর অষ্টমী পূজা হয়। হিন্দমোটরের কোতরং ঘোষপাড়ার ব্যানার্জি বাড়ির অন্নপূর্ণা পূজো এবার ছাব্বিশ বছরে পড়লো। ব্যানার্জি বাড়ির এই পুজোকে ঘিরে একটি কাহিনীও আছে বলে জানা গিয়েছে। এই বাড়ির বড় ছেলে অপূর্ব ব্যানার্জি জানালেন, আমার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখন থেকে তিনি অন্নপূর্ণা পূজো করতেন। বাবা পরলোক গমন করার পরে এক বছর পূজো বন্ধ থাকে তারপরে আবার পূজো আবার শুরু হয়। তিনি আরো বলেন, আমরা যতটা জানি আজ থেকে ২৬ বছর আগে আমার বাবা কাশি- বেনারস বেড়াতে গিয়েছিলেন সেখানে তিনি অন্নপূর্ণা মায়ের মন্দিরে গিয়েছিলেন গিয়ে তিনি মা অন্নপূর্ণাকে দেখে অভিভূত হয়ে যান সেখানে তার ভাবের উদয় হয়। তিনি তারপর বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়ি এসে অন্নপূর্ণা মায়ের আরাধনা করেন সেই থেকে আজও অন্নপূর্ণা পূজা হচ্ছে এই ব্যানার্জি বাড়িতে। মাকে অন্নভোগ দেওয়া হয়, হোম যজ্ঞ করে মায়ের পূজো হয়। প্রচুর ভক্তরা এসে মায়ের ভোগ নিয়ে যান। এই বাড়ির গিন্নি অপূর্ব বাবুর মা বলেন তিনি ২৬ বছর আগে কাশিতে বেড়াতে গিয়ে অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়েছিলেন তারপর বাড়ি এসে সিদ্ধান্ত নিলেন অন্নপূর্ণা পুজো করবেন সেই থেকে পূজো হয়ে আসছে। এক বছর আর্থিক সমস্যা হয় কিন্তু মায়ের আশীর্বাদে ভালোভাবেই পূজো হয়। ব্যানার্জি বাড়ির বড় মেয়ে সোমা মুখার্জি জানালেন বাবা অন্নপূর্ণা পূজোর প্রচলন করেন ২৬ বছর আগে। অন্নপূর্ণা মা খুব জাগ্রত, প্রত্যেক বছর আমরা পুজো করে যাব। অপূর্ব ব্যানার্জি শিক্ষকতা করেন। তিনি ইংরেজি বিষয়ে পড়ান। তিনি বলেন মা খুব জাগ্রত। আমরা প্রত্যেক বছরই মায়ের পুজো করে যাব তিনদিন ধরে আমাদের গান বাজনা চলে। সব আত্মীয়- স্বজন আসে। সবই মায়ের দয়ায়।

প্রত্ন-নিদর্শন পাচার হওয়া থেকে রক্ষার্থে উদ্যোগ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্ধার হওয়া প্রত্ন-নিদর্শন পাচার বা বেহাত হওয়ার হাত রক্ষা করতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। রাজ্যের কোনও জেলা থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক কোনও নির্দশন উদ্ধার হওয়া মাত্রই রাজ্যর প্রত্নতাত্ত্বিক অধিকর্তাকে তা জানাতে হবে বলে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব শান্তনু ঘোষ জেলাশাসকদের চিঠি দিয়ে এই নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন জেলায়, রাস্তা তৈরি, কূপ খনন, পুকুর সংস্কারের কাজ করতে গিয়ে নানা ধরনের প্রত্ন-নির্দশন উদ্ধার হয়েছে। আইন অনুযায়ী মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত এইধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মালিকানা সরকারের। এব্যাপারে সচেতনতার অভাব এবং প্রশাসনিক গাফিলতির কারণে অনেক সম্পদ বেহাত নিয়ে যাওয়ার তথ্য সামনে এসেছে। তা আটকাতেই এই উদ্যোগ।

ক্যানিংয়ে চুরি, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ২৯ মার্চ ঃ গৃহস্থের বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের সঞ্জয়পল্লী গ্রামে। ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা এক বৃদ্ধার গলা থেকে সোনার হার সহ নগদ প্রায় দেড় হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুস্কৃতীরা। ঘটনার পর থেকে এলাকার সাধারণ মানুষও যথেষ্ট আতঙ্কিত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে খাওয়া দাওয়া করে বাড়ির মালিক রাজা সিনহা সহ পরিবারের সকলেই ঘুমিয়েছিলেন। সেই সুযোগে রাতের অন্ধকারে ছাদের দরজা ভেঙে দুস্কৃতিরা বাড়িতে ঢোকে। যে ঘরে রাজার বৃদ্ধ মা প্রতিমা সিনহা ঘুমিয়ে ছিলেন সেই ঘরে ঢুকে প্রতিমার গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নেয় দুস্কৃতিরা। এরপর বাড়ির আলমারি খুলে সেখানেও টাকা ও সোনাদানার জন্য বিস্তর খোঁজাখুজি করে। সেখান থেকে পাওয়া ষোলশো টাকা ও সোনার হারটা নিয়ে পালিয়ে যায় দুস্কৃতীরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই বিষয়ে বুধবার ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন রাজা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কাউকেই আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা সহ কিছু জেলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ চৈত্রের শুরু থেকেই গরমে হাঁসফাঁস দশা। রাস্তায় বেরলেই নাভিশ্বাস উঠছে আমজনতার। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের খবর অনুযায়ী, বুধবার সন্ধ্যা থেকেই শহরের কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি শুরু হয়। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। কলকাতার পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরেও রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। আলিপুর হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বুধবার কলকাতার কিছু অংশে হতে পারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সন্ধ্যা থেকে উত্তর ২৪ পরগনায় বৃষ্টি শুরু হয়ে চলতে পারে এক থেকে দু'ঘণ্টা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। হাওড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কিছু অংশেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। ঘণ্টায় গতি হতে পারে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। জানা গেছে, শুক্রবার থেকে ফের বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি চলবে। মালদা ও দুই দিনাজপুরের নিচের দিকে জেলাগুলিতে বুধবার শুষ্ক আবহাওয়া জারি থাকবে। শুক্রবার ঝড়- বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়ার সম্ভাবনা। এদিকে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর - পশ্চিম ভারতে। একটি অক্ষরেখা বিহার থেকে ওড়িশা পর্যন্ত রয়েছে। সেটি ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে গেছে। মধ্যপ্রদেশের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে।

আইসিডিএস সেন্টারে নিম্নমানের খাবার, বিক্ষোভ এলাকার মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২৯ মার্চ ঃ আইসিডিএস (ICDS) সেন্টারে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ এলাকার মহিলা ও অভিভাবকদের । ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে। কুলতলি ব্লকের গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর কৈখালি এলাকায় । অভিযোগ ১০৫ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারে নিয়মিত খাবার দেওয়া হয় না। যিনি দায়িত্বে রয়েছেন সেই বাসন্তী সর্দারের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়মিত সেন্টারে না আসার। তিনি সপ্তাহে মাত্র তিনদিন আসেন বলে অভিযোগ। এলাকার বাসিন্দা সন্ধ্যা নস্করের অভিযোগ শিশুদের প্রতিদিন খাবার দেওয়া হয় না। আবার যেদিন দেওয়া হয় সেদিনের খাবারও নিম্নমানের দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আরেক অভিভাবক বলেন, সরকারের থেকে খাবারের প্রয়োজনীয় সবজি দেওয়া হলেও তা শিশুদের পাতে দেওয়া হচ্ছে না। একই অভিযোগ আরেক বাসিন্দারও । তিনি বলেন পুরো ডিমের বদলে হাফ ডিম দেওয়া হচ্ছে । খিচুড়িতে সবজি না দিয়ে শুধুমাত্র পাতলা ডাল ও চাল দেওয়া হয়। এই কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আইসিডিএস কর্মী বাসন্তী সর্দার বলেন তাঁর মা মারা যাওয়ায় তিনি বাড়ি গিয়েছিলেন। এলাকার মহিলারাই রান্নার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁরাই এই রান্না করেছেন বলে পাল্টা অভিযোগ করেন বাসন্তী সর্দার। তবে ছুটি না নিয়েই তিনি কেন অনুপস্থিত তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেন নি বাসন্তী দেবী। এই বিষয়ে কুলতলি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বীরেন্দ্র অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ডায়েরিয়ার প্রকোপ দেখা দিল গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বালিবেলা এলাকায়

বনস্পতি দে, গোঘাট, ২৯ মার্চ ঃ ডায়েরিয়ার প্রকোপ দেখা দিল আরামবাগ মহকুমার গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বালিবেলা এলাকায়। এর জেরে অসুস্থ হয়েছেন প্রায় ৪০ জন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গোঘাট স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও বেশ কয়েকজন আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর ফলে গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবায় রয়েছেন আশা কর্মীরা। কিন্তু নেই কোনও চিকিৎসক। প্রশ্ন উঠেছে চিকিৎসা সংক্রান্ত আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও। যদিও বুধবার খবর পেয়ে এলাকায় যান গোঘাট ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন পাল। তার উদ্যোগেই পুকুরে চুন ও এলাকায় ছড়ানো হয় ব্লিচিং পাউডার। জানা গিয়েছে, গোঘাটের কুমুড়সা পঞ্চায়েতের বালিবেলা মাঝি পাড়া এলাকায় কয়েকদিন ধরে ডায়রিয়ায় অসুস্থতার সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। একের পর এক ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পরে এলাকার মানুষ। তার পরেই এলাকায় যান আশা কর্মী ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। গ্রামের মানুষের অভিযোগ, গ্রামে মাত্র একটা পানীয় জলের টিউবওয়েল রয়েছে। তাই বাধ্য হয়েই পুকুরের জল ব্যবহার করতে হয় অন্যান্য কাজে। সেখান থেকেই ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত বলে মনে করছি আমরা। যদিও ঘটনার পর এলাকায় গিয়ে ব্লিচিং পাউডার ও চুন দিয়ে পুকুর পরিস্কার করার পাশাপাশি একদিনের মধ্যে আরও একটি টিউবওয়েল করে দেওয়ার আশ্বাস দেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন পাল। তিনি বলেন, এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আমরা সব কিছু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা শুরু করেছি। কিছুদিনের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান করা হবে। গ্রামে এখন অসুস্থ রোগী থাকলেও নেই কোনও চিকিৎসক। আশা কর্মীরা দিচ্ছেন স্বাস্থ্য পরিষেবা। আর তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে। উল্লেখ্য, মশাবাহিত রোগ ছাড়াও বর্ষায় যে রোগটি সবচেয়ে বেশি থাবা বসায় তা হল ডায়রিয়া। বাইরের খাবার, অপরিশোধিত জল থেকে ডায়রিয়ার প্রকোপ বাড়ে। চিকিৎসা শুরু হতে দেরি হলে মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে ডায়রিয়া। ডায়রিয়ার ঝুঁকি কমাতে চিকিৎসকরা তাই বাড়তি সচেতনতা মেনে চলার কথা বলেন। কিন্তু বালিবেলা এলাকায় এই চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েই উঠছে সব থেকে বড় অভিযোগ। এত বড় রোগ থাবা বসিয়েছে এলাকায়, অথচ কেন এখনও এলাকায় কোনও চিকিৎসককে পাঠানো হল না সেই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। যদিও প্রশাসনের তরফে খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসক পাঠানোর কথা বলা হয়েছে।

চিকিৎসকের মোবাইল চুরি, গ্রেফতার ৩

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ২৯ মার্চ ঃ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে চিকিৎসকের দুটি মোবাইল ফোন হাতিয়ে নিয়ে পালালো রোগী ও তার পরিজনরা। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসক ও তার সহযোগীদের তৎপরতায় উদ্ধার হয় সেই মোবাইল ফোন দুটি। ঘটনায় দুই অভিযুক্ত সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ কার্তিক নাসিপুরি হাসপাতালের ১২ নম্বর ঘরে চিকিৎসা করছিলেন। সেখানে চিকিৎসা করার সময়, আচমকাই টেবিলের উপর রাখা চিকিৎসকের দুটি মোবাইল ফোন হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় এক রোগী ও তার পরিজনরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই চিকিৎসক উপলব্ধি করেন তাঁর ফোন নেই। সাথে সাথেই সেখানে থাকা তাঁর সহযোগীদের বিষয়টি জানালে তড়িঘড়ি তাঁরা অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেন। সহযোগী চন্দন বিশ্বাস ও অমিতাভ ঘোষকে সাথে নিয়ে অভিযুক্তদের খুঁজতে খুঁজতে ক্যানিং স্টেশনে পৌঁছান তাঁরা। সেখানেই তখন তাঁরা দেখেন আপ ক্যানিং বারাসাত লোকালে উঠে তখন বসে রয়েছে অভিযুক্তরা। সাথে সাথেই তাঁদেরকে জেরা শুরু করলে অভিযুক্ত যুবক সাজিদ শেখ ও মীরা লস্কররা প্রথমে অস্বীকার করেন চুরির ঘটনা। পরে তাঁদের কাছে তল্লাশি করে উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া মোবাইলগুলি। ট্রেনে তাদেরকে সহযোগিতা করছিল নাদিম সর্দার নামে আরও একজন। তিনজনকেই রেল পুলিশের সহযোগিতায় আটক করা হয়। পরে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। চন্দন, অমিতাভরা বলেন, ডাক্তারবাবু নিজের খেয়ালে চিকিৎসা করছিলেন। রোগীদের ভিড়ও ছিল কিছুটা। সেই সুযোগেই ওই মহিলা ও যুবক মোবাইল দুটো নিয়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায়। আমরা দ্রুত স্টেশনে এসে ওদেরকে ধরি। প্রথমে অস্বীকার করছিল চুরির কথা। পরে ওদের কাছে তল্লাশি করতেই উদ্ধার হয় ডাক্তারবাবুর ফোন।

কলকাতা থেকেও চলবে ‘ভারত গৌরব স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেন’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ ভারতীয় রেল বুধবার পাঁচটি তীর্থস্থান পরিদর্শনের জন্য কলকাতা থেকে ‘ভারত গৌরব স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেন’ চালু করার ঘোষণা করেছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে ভারত গৌরব স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেনে ইএমআই সুবিধাও পাওয়া যাবে। আইআরসিটিসি কলকাতা জোনাল অফিসের সিনিয়র সুপারভাইজার কিঙ্কর রায়চৌধুরী বুধবার বোলপুরে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন যে ‘ভারত গৌরব স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেন’ ২০ মে কলকাতা থেকে ছেড়ে যাবে। এই বিশেষ ট্রেনটি পর্যটকদের পাঁচটি জ্যোতির্লিঙ্গে নিয়ে যাবে - ওমকারেশ্বর, মহাকালেশ্বর, সোমনাথ, নাগেশ্বর, শনি শিংনাপুর সহ স্ট্যাচু অফ ইউনিটি এবং সিরডি সাইবাবা। কলকাতা ছাড়াও ট্রেনটি ব্যান্ডেল জংশন, বর্ধমান জংশন, বোলপুর- শান্তিনিকেতন, রামপুরহাট জংশন, পাঁকুড়, সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর, মুজাফফরপুর, পাটলিপুত্র ইত্যাদি স্টেশনে থামবে। তিনি বলেন, এই বিশেষ ট্রেনের যাত্রা হবে ১১ রাত ১২ দিন। ট্রেনটিতে শীতাতপ নিযন্ত্রণ সহ মোট ৬৫৬ টি আসন রযেছে। এছাড়া পর্যটকদের জন্য তিনটি বিশেষ প্যাকেজও প্রস্তুত করা হযেছে। ছাড় দেওয়া আসন অনুযায়ী জনপ্রতি ভাড়া ২০ হাজার ৬০ টাকা, ৩১ হাজার ৮০০ টাকা এবং ৪১ হাজার ৬০০ টাকা। রেল পর্যটনের প্রসারের জন্য এই প্যাকেজে ৩৩ শতাংশ ছাড়ও দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, ভারতীয় রেল এই ট্রেনে ভ্রমণকারী পর্যটকদের টিকিটের জন্য তিন থেকে ১৮ মাসের ইএমআই সুবিধা দিচ্ছে।

আবার ইডি অফিসে অয়নের পত্নী কাকলি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ বুধবার কলকাতার ইডি দফতরে যান নিয়োগকাণ্ডে ধৃত অয়ন শীলের স্ত্রী কাকলি শীল। দুপুরে তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছান। যদিও তাঁকে ইডির তরফে ডেকে পাঠানো হয়েছে, না তিনি অয়নের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন, তা স্পষ্ট নয়। এর আগে গত শনিবারও তিনি ইডি অফিসে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছিলেন, স্বামীর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন না। একই সঙ্গে স্বামীর প্রযোজিত সিনেমায় তাঁর স্বামীর ‘ঘনিষ্ঠ’ শ্বেতা চক্রবর্তীর অভিনয় নিয়েও তিনি অনেক পরে জানতে পেরেছেন বলে দাবি করেন তিনি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১১৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ চৈত্র, ১৪২৯

সম্পাদকীয়

বাংলার নাট্য প্রতিভা

বাংলার নাট্য প্রতিভা নিয়ে কথা বলতে গেলে দুই জনের নাম আগেই উঠে আসে একজন হলেন উৎপল দত্ত এবং আর একজন হচ্ছেন শম্ভু মিত্র। উৎপল দত্ত ছিলেন একেবারে বিদ্রোহী মানসিকতার মানুষ। তিনি শেক্সপিয়ার নাট্য চিন্তাকে প্রসারিত করেন। আর শম্ভু মিত্র বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ঘরোনার নাট্য ব্যক্তিত্ব। তিনি আবার রবীন্দ্রিকও বটে। তাঁর কন্যা শাঁওলি মিত্র আবার নাট্য জগতে আলোড়ন ফলে দিয়েছিলেন 'নাথবতী নাথবতী' করে। আসলে নাট্য জগত নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন কেন হল তা নিয়ে বলতে গেলে জানার দরকার যে আমরা এমন একজন নাট্যকারকে নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি যিনি একটি সময়ে বাংলার নাট্য জগতকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন সকলের প্রিয় উৎপল দত্ত। তাঁর জন্মদিনের একদিন আগেই সারা বিশ্ব জুড়ে নাট্য দিবস পালিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজকে তাকে স্মরণ করার কেউ অবশিষ্ট নেই। তাঁকে প্রায় লোকেরা ভুলে গিয়েছে। নাটক আজকে কিন্তু বাঙালির শিল্প চেতনা থেকে বলতে গেলে বাদ পরতে শুরু করেছে। নাটক দেখতে এখন আর ভিড় হয় না। কিন্তু একটি সময়ে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের সময়ে উৎপল দত্তের নাটক মানেই ছিল মারমার কাটকাট। রাজ্য সরকার তখন তাঁর নাটক প্রদর্শনী করতে দেবে না। মিনার্ভা থিয়েটারে হবে না উৎপল দত্তের নাটক। তাই সেখানে দর্শকেরা সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিশাল পুলিশ বাহিনী। উৎপল দত্তকে মিনার্ভা চত্বরে প্রবেশ করতে দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তার কারণ তাঁর পরিচালিত 'ব্যারিকেট' নাটক দর্শকদের দেখানো চলবে না। সরকার বিরোধী কথা সেখানে রয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধ কোনও নাটক প্রদর্শন করা চলবে না। দর্শকেরা একেবারে ক্ষিপ্ত বলা যেতে পারে। সারা রাত ধরে লাইন দিয়ে টিকিট কেটেছে দর্শকেরা ব্যারিকেট দেখবে বলে। আর সকাল হতেই সরকারি ফতোয়া জাারি হওয়া শুরু হল। নাটক দেখাানো চলবে না। টিকিট সবাইকে ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে উৎপল দত্ত নিরাশ হলেও তিনি কিন্তু প্রতিবাদী হয়েছিলেন। তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করেনি বটে। কিন্তু সেদিন তিনি নাটক দেখাতে পারেননি। এই রকম অবস্থা ছিল বাংলার নাটক। তখন সিনেমা দেখার চেয়ে নাটক দেখতে দর্শকদের ভিড় বেশি ছিল। তারপরে রয়েছে শম্ভু মিত্রের নাটক। সেটাও আবার বাংলার নাট্য সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল দিক বলা যেতে পারে। বাংলা নাটকের ইউরোপীয়ান ঘরানাকে নিয়ে এসে উৎপল দত্ত সমৃদ্ধ করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন লিটিল থিয়েটার গ্রুপ। শেক্সপিয়ার এবং ব্রেখটের নাটক উপস্থাপনা করার ব্যবস্থা করলেন। এপিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। বহু লোক বলতে শুরু করে দিয়েছিল যে উৎপল দত্তের নাটকগুলি মার্কসীয় চিন্তাধারার নাটক। উৎপল দত্ত বলতেন প্রতিবাদী নাটককে যদি মার্কসীয় নাটক বলে কেউ সন্তুষ্ট হয় তাহলে তাঁর বলার কিছুই নেই। নাটক সব সময়ে প্রতিবাদী হওয়ার খুবই প্রয়োজন। নাহলে কিন্তু সরকারের বন্ধ করা চোখ খুলবে না। উৎপল দত্ত প্রতিবাদ করতে পারতেন এবং জানতেন। তিনি কবি নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথের বড় ভক্ত ছিলেন। আবার তিনি মাইকেলের নাটক মেঘনাদ বধ কাব্যকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। তাঁর 'দাঁড়াও পথিক বর' বলে মাইকেল সমৃদ্ধ নাটক লিখে জনগণের মধ্যে সাড়া ফেলে দেয়। আসলে নাটক লিখ তে হবে এমনকভাবে তার মধ্যে প্রাণের অনুভব যাতে সবাই করতে পারে। দর্শকেরা যদি নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রাণ স্পর্শ না পেল তাহলে কিন্তু সেটা নাটক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলো না।

লাদাখ সমস্যা কবে মিটবে?

লাদাখ সমস্যা কবে মিটবে তা কেউই বলতে পারছে না। চিন ভারত সীমান্ত সমস্যা হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠে নি। এটা হচ্ছে বহুকালের সমস্যা। ভারতের বহু সমস্যার মধ্যে সীমান্ত সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে দিতে দেখা দিয়েছে। পাক সীমান্ত সমস্যার পাশাপাশি চিন সীমান্ত সমস্যাও ভারতকে জর্জরিত করে রেখে দিয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে চিন ভারত সমস্যার সমাধান করতে। পাকিস্তানকে জব্দ করতে গেলে চিন সমস্যার সমাধান করা অতি শীঘ্রই প্রয়োজন। না হলে পাকিস্তানকে জব্দ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে। চিনকে পাশে রেখে পাকিস্তানকে শায়েস্তা করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার সেটা পরিস্কার। কাশ্মীর সমস্যা যেভাবে ভারতের অর্থনীতিকে ক্ষততে পরিণত করে ফেলছে তাতে বাধ্য হয়ে কাশ্মীরকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। একটি জম্মু-কাশ্মীর এলাকা এবং দ্বিতীয়টি হল লাদাখ এলাকা। লাদাখ দিয়ে পাকিস্তান ঢুকবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু লাদাখকে ভারত কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে ফেলায় মুশকিলে পড়ে গেল পাকিস্তান। সেই কারণে তারা এখন চিনকে উস্কানি দিয়ে ভারতের লাদাখ অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে রাখলো যাতে ভারত পাক অধিকৃত কাশ্মীরের দিকে বেশি নজর দিতে না পারে। লাদাখ সমস্যা বৃদ্ধি করার পেছনে যে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের হাত রয়েছে সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। ফলে ভারত এখন চেষ্টা করছে চিনকে পাশে রেখে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই করতে। পাকিস্তান ভারতকে ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছিল। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বারবার একটি কথা বলে চলেছিলেন যে অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তানকে ফেরত দিতে হবে। এতদিন ধরে কাশ্মীরকে নিয়ে যেভাবে তাস খেলা হচ্ছিল সেটা এবারে বন্ধ করে দিল মোদি সরকার। ফলে পাকিস্তান আগে যেরকম কাশ্মীরকে সমানে রেখে বিদেশ নীতি গ্রহণ করে রাষ্ট্রপুঞ্জে শোরগোল ফেলে দিত সেটা করতে পারছে না। ফলে পাকিস্তান যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। তারা এখন চাইছে চিনকে উস্কে দিয়ে ভারতকে জব্দ করতে। পাশাপাশি তালিবানদের উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। এদিকে রাশিয়া চেষ্টা করছে ভারত চিন সীমান্ত সমস্যার সমাধান হোক।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি।।।।

বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনা

স্বামী বিবেকানন্দ সবাইকে সাবধান করতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরুপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সাব সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে শক্তিশালী হতে হবে। না হলে একেবারে পরাস্ত হয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে। ভারতবর্ষ সভ্যতায় প্রাচীন।

বাংলার প্রথম প্রতিবাদী নাটকের ধাক্কায় ব্রিটিশ সরকারের গদি টলমল

রবীন্দ্রকুমার শীল

ইস্ট ইন্ডিয়ার গদি একেবারে টলমল হয়ে গিয়েছিল বাংলায় রচিত প্রথম প্রতিবাদী নাটকের প্রভাবে। ইংরেজ কোম্পানি বুঝতে পারে নি বাংলার একজন অনামি নাট্যকারের এই রকমভাবে জোরালো প্রতিবাদ করে সব কিছুকে একেবারে রুখে দেবে। এটাই ছিল বাংলার প্রথম সার্থক প্রতিবাদী নাটক। এর আগে বাংলা ভাষায় প্রতিবাদের সুর শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেই সব প্রতিবাদ দিয়ে কোনও রকম রাজনৈতিক ঝড় বইতে থাকেনি। কিন্তু বাংলায় প্রথম রাজনৈতিক শক্তির উত্থানপতন নির্ভর করেছিল এই নাটকের ওপরে ভিত্তি করে। ব্রিটিশ সরকার নাটক রচয়িতা থেকে শুরু করে যারা বাংলা নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ কাজে লিপ্ত ছিলেন তাদেরকেও রেহাই দেয়নি। ইংরেজ কোম্পানি তাদের পিঠ বাঁচাতে বাধ্য হয়ে আদালত দিয়ে নাটক প্রকাশকের সঙ্গে যুক্ত থাকা সব ব্যক্তিদের দোষী সব্যস্ত করে প্রকাশকের জরিমানা করা হয়েছিল। বাংলায় তখন ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানি ব্যবসা চলছে। তাদের মদতে সাহেবরা বাংলার কৃষক থেকে শুরু করে জনগণের ওপরে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই সময়ে কোম্পানির তরফে অত্যাচারী ইংরেজ কর্তারা বাংলায় এসে উপস্থিত হলেও তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন বহু উদার চিন্তা ভাবনার পরিপূর্ণ যাজক সম্প্রদায়। তাঁরা যদি ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। কিন্তু পরে দেখতে পাওয়া গেল তাঁরা বঙ্গবাসীদের ভালোবাসতে শুরু করে দিয়েছেন। তাঁরা বাংলার জনগণকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য স্কুল গড়তে শুরু করেছেন। এই সব উদারচেতা সাহেবদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জেমস লং, হেভিড হেয়ার, উইলিয়াম কেরি এবং স্যার উইলিয়াম জোন্স, বেথুন প্রভৃতি। এনারা প্রত্যেকেই বাংলার শিক্ষা মানকে বৃদ্ধি করার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। এদের জন্য বাংলায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হওয়ার পর ব্রিটেনের রানি হাতে ভারতের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছিল। রানি ভিক্টোরিয়া শাসন ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছিলেন তখন। বাংলা সাহিত্য শক্তিশালী হতে শুরু করে দিয়েছিল। বাংলায় বহু ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলার শিক্ষিত সমাজের চোখকে একেবারে উন্মুক্ত করতে সাহায্য করেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার শিক্ষার ওপরে জোর দিতে শুরু করেন। আর একদিকে বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বেথুন সাহেব। তিনি তো মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করলেন। সেখানে বিদ্যাসাগরের বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার মেয়েদের স্কুলকে তদারকি করতে শুরু করে দিয়েছেন। ফলে বাংলায় তখন শিক্ষার উন্নতি পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছে। ঠিক সেই সময় এসে উপস্থিত হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি যুক্তি দিয়ে 'মেঘনাদ বধ' (১৯৬১) কাব্য রচনা করে ফেলেছেন। তিনি সেই কাব্যে নারী শক্তির কথাকে উচ্চারণ করেছেন এবং নারী শক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বীর মেঘনাদ বধ যে একটি রামায়ণের সবচেয়ে কাপুরুষচিত অন্যায় হত্যা তাকে যুক্তি দিয়ে উপস্থাপিত করলেন মাইকেল। তার ফলে বাংলার রক্ষণশীলপন্থীদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হল। রক্ষণশীলপন্থীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন 'মেঘনাদ বধ' কাব্যকে একেবারে পরিহার করে চলতে হবে। সনাতন হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে গেলে 'মেঘনাদ বধ' কাব্য পাঠ করা চলবে না। কিন্তু গিরিশ ঘোষ থেকে শুরু করে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কারপন্থীরা 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের সমর্থন করতে শুরু করে দেওয়ার ফলে রক্ষণশীলপন্থীদের মনোস্কামনা পূর্ণ হয়নি। ছিক সেই সময়ে বাংলার প্রতিবাদী নাটক এসে উপস্থিত হয়ে বাংলার ইংরেজ শাসকদের আসন একেবারে নড়বড়ে করে দিল। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র লিখে ফেললেন 'নীলদর্পন' নাটক। এই প্রতিবাদী নাটক রচিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের এক বছর পরেই বাংলায় নীল বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। নীল চাষীরা এই বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিল। তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করেছিল ইরেজ শাসকেরা। কলকাতা থেকে নাটকটি প্রকাশ করা হয়নি। তার একটি মাত্র কারণ ছিল কলকাতায় ইংরেজ প্রভাব প্রতিপত্তি বেশি। সেই কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল ঢাকা থেকে এই নাটকটি প্রকাশ করা হবে। নাটকটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সংবাদপত্রে ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল। জানা যায় দীনবন্ধু মিত্রে 'নীলদর্পন' প্রতিবাদী নাটকটিকে বিলাতের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাইকেল ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। আর তা প্রকাশ করেছিলেন ফাদার জেমস লং সাহেব। নাটকটি বিলাতে সাড়া

পেলে দিয়েছিল। বাংলায় ইংরেজ নীলকর সাহেবরা কি অমানুষিক অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছিল তা নিয়ে ব্রিটেন পার্লামেন্টে আলোচনা পর্যন্ত শুরু হয়ে যায়। ব্রিটিশ শাসকেরা নেটিভদের এই ধরনের উদ্যত্তকে সহ্য করতে পারেনি।

১৮৬১ সালে ১৯ জুলাই রেভরেন্টা লং সাহেবের বিরুদ্ধে মানহানিকর মামলা রুজু করলো। আদালত চত্বর পুরো রেভরেন্ট জেমস লং প্রতি সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ ছিল। পাদরি লং সাহেবকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। সেই টাকা দিয়েছিলেন কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয়। এই নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অভিনেতা অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফির (নীল রোপনকারী মিস্টার উড) অভিনয় দেশে ক্রুদ্ধ হয়ে পায়ের চটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'নীলদর্পন'কে 'আঙ্কেল টমস কেবিন' (১৮৫২) নাটকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই নাটকটি রচনা করেছিলেন হ্যারিয়েট বিচার স্টো। আমেরিকার দাস প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নাটক। এই নাটকটি যেমন আমেরিকার প্রশাসনের আসনকে একেবারে কম্পিত করে দিতে সমর্থ হয়েছিল ঠিক একই রকমভাবে বাংলায় 'নীলদর্পন' নাটকটি ইংরেজ শাসকদের আসনকে নড়িয়ে দিয়েছিল। 'নীলদর্পন' নাটককে কেন্দ্র করে আদালতে পরবর্তী চার বছর ধরে মামলা চলেছিল। ১৮৫৯ সালে বাংলায় হাজার হাজার কৃষকেরা নীল বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য কৃষি আন্দোলন। ১৮৬০ সালে সারা বাংলায় জুড়ে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৮৬০ সালে ইন্ডিগো কমিশন তৈরি হয়। কমিশন গঠিত হওয়ার ফলে নীল চাষিদের ওপর অত্যাচার কমতে থাকে। ১৮৩০ সালের রিপোর্ট অনুসারে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল প্রায় এক হাজারে বেশি নীল কারখ না বাংলায় ছিল। বাঙালি লেখক হরিশ চন্দ্র মুখার্জি তাঁর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় নীল চাষিদের দুর্দশার কথা লিখতে শুরু করেছিলেন। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে সমর্থন করে এই পত্রিকাতে নীল চাষিদের মানবিক মুক্তি দেওয়ার কথা উচ্চারিত হতে থাকে। নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী চৌগাছা গ্রামের বাসিন্দা বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং দিগম্বর বিশ্বাস ১৮৫৯ সালে। বাংলার অধিকাংশ জেলাতে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কালনায় বর্ধমানের শ্যামল মণ্ডল বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি একটি 'মৃত্তিকা' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন যেখান নীল চাষীদের দুর্দশার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। বিদ্রোহী চাষিরা একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় নীল চাষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করে ছিল। ইতিহাসবিদ যোগেশ চন্দ্র বাগল এবং রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন এটা সম্পূর্ণ ইতিবাচক অহিংসা আন্দোলন ছিল। এই আন্দোলনের ফলে ইণ্ডিগো কমিশন গঠন করা হয় ১৮৬০ সালে। সেই সময়ে কমিশন এর রিপোর্টে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যেটি লিখেছিলেন ই, ডব্লিউ, এল টাওয়ার। তিনি লিখে ছেন, বিনা রক্তপাতেই ইণ্ডিগোর প্রভাব বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে ঝড় তুলতে শুরু করে দিয়েছিল। নবাব বাহাদুর আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) 'ইণ্ডিগো কমিশন' গঠন নীলকরদের দমন পীড়ন বন্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ১০ এপ্রিল ১৮২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জেমস লং এর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দ্বার তিনি প্রভাবিত হন। ফাদার জেমস লং ১৮১৪ সালে আয়ারল্যাণ্ডের ব্যান্ডনতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪০ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। নীলকর চাষিদের দুর্দশা নিয়ে নাটকটিকে ইংরেজি ভাষায় 'দ্য ইণ্ডিগো প্লান্টিং ইন মিরর' (বাংলায় 'নীলদর্পন') প্রকাশ করার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। কলকাতার হাইকোর্ট তখন সুপ্রিম কোর্ট হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১ জুন ১৮৬১ সালে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। এই মামলা চলেছিল ২৪ জুলাই ১৮৬১ সাল পর্যন্ত। মিস্টার পিটারসন এবং মিস্টার কাউ এই মামলা পরিচালনা করেছিলেন। মিসচার এগলিনটন এবং মিস্টার নিউমার্চ আসামির পক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্যার এমএল ওয়েলস বিচারক হিসাবে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। লং সাবেহকে এক মাসের কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। জুলাই থেকে আগস্ট মাস একমাস কারা ভোগও করেন। দ্য ইণ্ডিগো প্লান্টিং মিরর ' (১৮৬১) বইটির ভূমিকায় লেখক লিখেছেন-''আমি নীলকরদের হাতে ''দ্য ইণ্ডিগো প্ল্যান্টিং মিরর'' উপস্থাপনা করছি; এখন প্রত্যেকে নিজের চেহারা দেখে স্বার্থপরতার দাগ কপাল থেকে মুছে ফেলুক, তার বদলে তার ওপর কল্যাণের চন্দনের গুঁড়ো রাখুক, তাহলে আমি কি আমার শ্রম সফল, সৌভাগ্য মনে করব? অসহায় শ্রেণীর রায়টদের জন্য, এবং ইংল্যাণ্ডের সম্মান রক্ষার জন্য। ওহ, ইন্ডিগো চাষীরা! আপনার নৃশংস আচরণ ইংরেজ জাতির উপর একটি দাগ এনেছে, যা সিডনি, হাওয়ার্ড, হল এবং অন্যান্য মহান ব্যক্তিদের চিরস্মরণীয় নাম দ্বারা অনুগ্রহ করে ছিল। অর্থের প্রতি আপনার আকাঙ্খা কি এতই প্রবল যে সেই বৃথা সম্পদের প্ররোচনায় আপনি ব্রিটিশ জনগণের দীর্ঘ অর্জিত ও বিশুদ্ধ খ্যাতিতে মরিচার মতো গর্ত তৈরি করতে ব্যস্ত? '' বাংলা নাটকের সুচনা কালেই প্রথম জোরালো প্রতিবাদ নাচক বাংলার নাটক জগতে দেখতে পাওয়া গেল তাতে বাংলা নাটক জগত সমৃদ্ধ হল বলা যেতে পারে। বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করতে তৎকালীন মাইকেল থেকে শুরু করে দীনবন্ধু মিত্র এবং গিরিশ ঘোষ বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবে। মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক জনপ্রিয় নাটক হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। তারপরে তাঁর প্রহসন 'বুড়ো সালিকের ঘাঁড়ে রোঁ' প্রহসন নাটক হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। এরপরেই নাম এসে পরে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাম। তিনি প্রথম নীল চাষিদের দুর্দশার কথাকে লিপিবদ্ধ করে গেলেন নাটকের মাধ্যমে। তারপরে এসেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনারাও বাংলা নাটককে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। গীতিনাট্য তৈরি করেছিলেন কবিগুরু। ছোট নাটক নাটিকাও রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনা। রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাংলা নাটকের বিভিন্ন দিক প্রকাশ পেতে শুরু করলো। তারপরে এসেছেন শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এবং সুকুমার রায়। তারা শিশু সাহিত্য ভিত্তিক নাটক রচনা করার দিকে মনে দিতে শুরু করলেন। তবে প্রতিবাদী নাটক লিখে জনপ্রিয় হয়েছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। তাঁর নাম সেই সময়ে সুদূর বিলাতের রাজ দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিল।

ভারত চিন কুটনৈতিক সম্পর্ক

পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির ভেঙে দেওয়ার পরই ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নেবে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে কাশ্মীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভারত সরকার দ্বিধাবোধ করতে থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে একেবারে কাশ্মীরটাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। কাশ্মীর ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হল এবং লাদাখকেও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে কাশ্মীর নিয়ে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করে চলছিল তারা এবারে বেশ মুশকিলে পড়ে গেল। কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হওয়াতে পাকিস্তানের বিদেশ নীতি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এখন আর কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান কোনও কথা বলতে পারে না। আমেরিকাও এখন পাকিস্তানের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ফেলেছে। ফলে পাকিস্তানের চিন ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। পাকিস্তান জানে যে আমেরিকা তাদেরকে এখন বিশ্বাস করে না। পাকিস্তানকে জঙ্গি মদতপুষ্ট রাষ্ট্র বলে সবাই গ্রহণ করে নিতে চায়। সন্ত্রাসবাদীদের মদতপুষ্ট রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত হতে শুরু করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তান জঙ্গি দমন করতে পারেনি। পাকিস্তানে নামে গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সেখানে সেনারা দেশ পরিচালনা করে থাকে। সেনা প্রধানরা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হন। সেনাদের দ্বারা পাকিস্তানের প্রশাসন পরিচালিত হয়। এমনকী বহু ক্ষেত্রে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইরা পাক প্রশাসনকে পরিচালনা করে থাকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির কূটনীতিতে পাকিস্তান বেশ বিপাকে। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ সরিফের সঙ্গে কূটনীতি সম্পর্ককে ভালো করতে গিয়ে পাক নেতারা তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। গালওয়ান উপত্যকায় ১৬ টি চিনা সেনা ছাউনি দেখতে পাওয়া গিয়েছে। যেসব স্থান আগে ভারতের ছিল সেই সব স্থান চিনা সেনারা অধিকার করে বসে গিয়েছে। উপগ্রহ চিত্র থেকে পরিস্কার দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে চিন সেখানে পাকা রাস্তা তৈরি করছে এবং সেনা প্রস্তুতি বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। গালওয়ান নিয়ে যখন ভারতীয় সেনারা ব্যস্ত তখন পাকিস্তান আবার সীমান্ত এলাকা সেনা বাহিনী বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবার সেনা বাহিনী বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান যে কোনও সময়ে বিক্ষিপ্ত আক্রমণ করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আসলে ভারতকে অস্থির করতে এবং চাপে রাখতে কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে চিন এবং পাকিস্তান। ভারতের এই চরম মুহূর্তে আমেরিকা কতখানি সাহায্য করতে বা বোঝা খুবই মুশকিল। যদিও এখন আমেরিকার তাদের সেনাদের ভারত মহাসাগর এবং চিন সাগরে মোতায়েন করতে শুরু করে দিয়েছে। জাপান বরাবরই ভারতের পাশে থেকেছে। তাছাড়া ভারতের জাপানের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন ভালো অবস্থায় রয়েছে। ভারত আক্রান্ত হলে জাপান ছেড়ে কথা বলবে না সেটা পরিস্কার বুঝতে পারছে চিন সরকার।

দিল্লির রাজপথে ছদ্মবেশে খলিস্তানপন্থী অমৃত পাল

দিল্লির রাজপথে খলিস্তানপন্থী নেতা অমৃত পালকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বলে পুলিশের গোয়েন্দারা মনে করছে। তারা বলেছে যে কিছুদিন আগে দিল্লির রাজপথে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল অমৃত পালকে। এবারে পুলিশ তার দুটো ছবি প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে অমৃত পাল ছদ্মবেশে খোদ দিল্লির রাস্তা ধরে হাঁটছেন। গোয়েন্দা সংস্থা দাবি করেছে যে অমৃত পালের সঙ্গে পাকিস্তাানের আইএসআইয়ের যোগ রয়েছে। এদিকে অকাল তখত থেকে বল হয়েছে নির্দোষদের শাস্তি দেওয়া চলবে না। এদিকে এক শ্রেণি অমৃত পালকে একন নির্দোষ বলে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। শিখ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিরা অমৃত পাল একেবারে নির্দোষ বলে গ্রহণ করছে। তার সঙ্গে পাকিস্তানের আইএসআইয়ের কোনও যোগ নেই বলে ঘোষণা দিতে শুরু করেছে। আসলে অমৃত পাল এর গোষ্ঠী রাজনৈতিকক্ষমতা দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। তার ফলে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটা এখন একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে।। হঠাৎ করে অমৃত পাল জনপ্রিয় হওয়ার পিছন রহস্যটা কি তা জানার চেষ্টা করছে পাঞ্জাব পুলিশ। এদিকে পুলিশের পিছনে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছেন অমৃত পাল। দিন কয়েক আগে তাঁকে দিল্লির রাজপথে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। একেবারে ভিন বেশে তিনি তখন ঘুরে বেড়া ছিলেন। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে চোখে রোদ চশমা এবং পরনে ডেনিম রংয়ের জ্যাকেট পরে রাস্তায় চলেছেন। সঙ্গে রয়েছে দুইজন সঙ্গী। তাদের মুখে মাস্ক রয়েছে। হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র হয়ে দিল্লিতে ঢুকেছিলেন অমৃত পাল। তিনি দিল্লিতে আছেন না অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়েছেন তা পুলিশ বলতে চায়নি। ইদানিং আর একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে দেখতে পাওয়া গেল মাথায় মেরুন রংয়ে পাগড়ি এবং জ্যাকেট পরে রয়েছেন অমৃত পাল। হাতে পানীয় জলের বোতাল এবং রোদ চশমা। এই ছবিতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে একটি মোটর সাইকেলে অমৃত সিং এবং পাপালপ্রীত দুই জনে মিলে একটি ভ্যানে তুলছিলেন। তদন্তকারীদের অনুমান বাইকটি পাংচার হয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকেদের সাহায্য নিয়ে সেটাকে ভ্যানে তোলা হয়েছিল। তবে বাইকের নম্বর পাওয়া গিয়েছিল কিনা তা জানায় নি পুলিশ। এমনকী ভ্যানের নম্বর পুলিশ পেয়েছিল কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি। সেই সময়ে এই ছবিটি তালা হয়েছিল। সেটার তারিখ ছিল ১৯ মার্চ। গোয়েন্দা সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে অমৃত পালের সঙ্গে পাকিস্তানের আইএসআইয়ের যোগ রয়েছে। তদন্তকারীরা বলেছেন যে পাকিস্তানের প্রাক্তন সেনা প্রধান করম জাভেদ বাজওয়ার ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে অমৃত পালের সহযোগী দলজিৎ কালসির।

সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠলো দেবী অন্নপূর্ণার মধ্যে

কৌশিক দাস

দেবী পার্বতী ভিক্ষারত শিবকে অন্নপ্রদান করেছেন। তাই তিনি অন্নপূর্ণা। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে অন্নপূর্ণার পুজো করা হয়। শান্তিপুর ধামে মাঘীপূর্ণিমা ও বৌদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে দেবী অন্নপূর্ণার আরাধনা করা হয়। এছাড়াও বাংলার সর্বত্র সার্বজনীন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান দেবী অন্নপূর্ণা। নবদ্বীপ ধামে রাস পূর্ণিমা তিথিতে অন্নপূর্ণা পুজো হয়। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী, অন্নপূর্ণার পুজো করলে গৃহে অন্নাভাব থাকে না। দক্ষিণামূর্তি সংহিতা গ্রন্থে চতুর্ভূজা এবং পদ্ম, অভয, অঙ্কুশ ও দান হস্তা অন্নপূর্ণার বর্ণনা রয়েছে। কৃষ্ণানন্দ রচিত তন্ত্রসার গ্রন্থে এই পুজোর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। কাশীতে অন্নপূর্ণার একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। এই মন্দিরে অন্নপূর্ণা পুজো ও অন্নকূট উৎসব প্রসিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে অন্নপূর্ণা পুজোর বিশেষ প্রচলন রয়েছে। অন্নপূর্ণা পুজো কালী ও জগদ্ধাত্রী পুজোর মতোই তান্ত্রিক পুজো।চৈত্রের শুক্লপক্ষের বাসন্তীপুজোকেই আসল দুর্গাপুজো হিসাবে ধরা হয়। তারপরদিনই রয়েছে দেবী অন্নপূর্ণার পুজো। কথিত আছে, দেবী অন্নপূর্ণা ক্ষুধার্ত মহাদেবকে অন্নদান করছেন স্মিতহাস্যে। পুরাণ মতে চৈত্রমাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে কাশীতে আভির্ভূতা হয়েছিলেন দেবী। সেই সূত্রে এই তিথিতেই মহাসড়ম্বরে পুজো হয়। আগমবাগীশের তন্ত্রসার গ্রন্থে অন্নপূর্ণা পুজোর বিশদ বিবরণ রয়েছে। অন্নদার মাহাত্ম্যগাথা নিয়ে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রচনা করেছিলেন 'অন্নদামঙ্গলকাব্য'। লৌকিক মতে, দেবী অন্নপূর্ণার পুজো বঙ্গদেশে প্রচলন করেছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্বসুরী ভবানন্দ মজুমদার। দেবী অন্নদার কৃপা প্রাপ্ত হয়ে ভবানন্দ মজুমদার জাহাঙ্গীরের কাছে রাজা উপাধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু অন্নদা মঙ্গলকাব্যে দেখা যায়, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁয়ের কাছে নির্ধারিত দিনে কর বা রাজস্ব মেটাতে না পেরে দুর্গাপুজোর সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হন। সেই সময়ে দেবী অন্নপূর্ণা রাজাকে দর্শন দিয়ে তাঁর মূর্তি পুজো করতে বলেছিলেন। নদিয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণার পূজা প্রসারে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তা অনস্বীকার্য। তবে এই পুজো মূলত সীমাবদ্ধ ছিল জমিদারমহলে ও ধনাঢ্য পরিবারে। পুরাণ কাহিনি থেকে জানা যায় কাশীতে অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন। আগে এই পুজো কাশীতে হতো না। এখন প্রশ্ন হল, আদিতে তা হলে অন্নপূর্ণা কোথায় পূজিতা? আসলে অন্নপূর্ণা শস্যদেবী। পেটের জ্বালা বড়ো জ্বালা। জনশ্রুতি হল এই দেবীর পুজো করলে অন্নকষ্ট দূর হয়। আমাদের সমাজ জীবনে মাঝে মাঝেই নেমে আসে আকাল বা দুর্ভিক্ষের অশনিসংকেত। তার বলি হয় গরিব মানুষই। সুপ্রাচীন কাল থেকেই রাঢ় বাংলায় নবান্ন উৎসবের সময় এই অন্নপূর্ণার পুজো হয়ে আসছে। আজও গ্রামে গ্রামে নতুন ফসল তোলার পরই দেবীর হাতে ধানের পাকা শিষের গুচ্ছ দিয়ে পুজো হয়। কাশীর অন্নপূর্ণার সঙ্গে যার গভীর মিল রয়েছে। কাশীর মন্দিরেও শুধু পাকা ধানের গুচ্ছ বা শষ্য দিয়ে দেবীর পুজো অর্চনা হয়। সুতরাং কোনও সন্দেহ যে, নেই দেবী অন্নপূর্ণা মূলত রাঢ়বঙ্গের দেবী। এক সময় এই দেবীর পুজো কাশীতে নিয়ে গিয়েছিলেন বাঙালিরাই। আচার্য সুকুমার সেনের মতে দেবী অন্নপূর্ণা গ্রিক ও রোমান দেবী 'অন্নোনা'র রূপান্তর। খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের রোম সম্রাট টিটাসের রাজত্বকাল্রে একটি মুদ্রায় এই অন্নোনার মূর্তি খোদিত আছে। দেবীর বামহাতে শিঙ্গা আর ডানহাতে তুলাদণ্ড। অনেকেই অবশ্য আচার্য সেনের এহেন অভিমত মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের মতে এই শস্যদেবী আসলে শাকম্ভরীর মতো একান্তই ভারতীয় দেবী, যার উৎস রয়েছে হরপ্পা সভ্যতায়। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ভারতীয় অন্নপূর্ণার সঙ্গে গ্রিক রোমান অন্নোনার মিল আসলে এই শষ্যদেবীর পৌরাণিকতাকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে। বঙ্গদেশে সাধারণ মানুষ অন্নপূর্ণার পুজো করেন অগ্রহায়ণ মাসের নবান্নের সময়। এটি প্রাচীন পুজো যা পরবর্তীকালে কাশীতে অনুপ্রবেশ করেছিল প্রবাসী বাঙালিদের হাত ধরেই। কাশী প্রত্যাগত অর্বাচীন অন্নপূর্ণা পুজো চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে হয় মূলত জমিদার বা বনেদি বাড়িতে। পুজো হয় শাক্তমতে। নবান্নের সময় এই অন্নপূর্ণা পুজোয় আদৌ বলি বা ষোড়শোপচারে পূজা হয় না। মূলত শ্রমজীবী মানুষেরাই এই দেবীর পুজো নিয়ে আসেন। অন্যদিকে চৈতি অন্নপূর্ণার পুজো বনেদি বাড়িতে বা জমিদার মহলের। অন্নপূর্ণার প্রাচীন মন্দির বলতে ব্যারাকপুরে রয়েছে। রানি রাসমণির কন্যা জগদম্বা এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। শেওড়াফুলি রাজবাড়িতেও অন্নপূর্ণা দেবী পূজিত হন। এ ছাড়া কলকাতা ও অন্যান্য স্থানে সাবেকি পুজো হয়ে আসছে। মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার কাগ্রামে জমিদার রায়চৌধুরী পরিবার। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার অম্বিকালাল চৌধুরীর স্ত্রী রামাসুন্দরী দেবী।একবার দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে অন্নপূর্ণা পূজা এনেছিলেন। সেই পুজো আজও নিয়মনিষ্ঠায় জাঁকজমকে চলে আসছে। এ ছাড়াও কলকাতার বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত বাড়িতে ঘটা করে দেবী অন্নদার পুজো শুরু হয়েছে। যে দেবী অন্ন দান করেন, তাঁর সামনে আজও প্রণত সমস্ত মানুষ। শ্রেণিবিশেষে পুজোর রকমসকম বদলে গেলেও, ভক্তির সূত্রে বাঁধা পড়েছেন সকলেই।

আদিবাসী দম্পতি হত্যার ঘটনায় বারখাস্ত ১৭ সিভিক ভলেন্টিয়ার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ মার্চ ঃ বীরভূম জেলার সিউড়ি সদর মহকুমার সাঁইথিয়া থানার ভ্রমরকোল গ্রাম পঞ্চায়েতের নোয়াপাড়া গ্রামে এক আদিবাসী দম্পতিকে ডাইনি অপবাদে পিটিয়ে মেরে ফেলার ঘটনায় জল অনেকটাই ঘোলা হয়েছে। এই ঘটনায় রীতিমত প্রশ্নের মুখে পড়েছে জেলার পুলিশ-প্রশাসন। কেননা এই ঘটনা যে ঘটতে চলেছে তা নিয়ে পুলিশের কাছে আগে থেকে কোনও খবর এসে পৌঁছায়নি। অথচ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড যে রীতিমত পরিকল্পনা মাফিক ঘটানো হয়েছে তা আর বলার অবকাশ রাখে না। আর সেই ঘটনার জেরেই এবার জেলা পুলিশ-প্রশাসনের তরফে সাঁইথিয়া থানার অধীনে থাকা আমোদপুর পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত ১৭জন সিভিক ভলেন্টিয়ারকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এত বড় ঘটনা সত্ত্বেও ওই ১৭জন সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাছে কেন কোনও তথ্য ছিল না, এই অভিযোগেই তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ফলে তাঁরা পরবর্তী নোটিস না পাওয়া পর্যন্ত কাজে যোগ দিতে পারবেন না। ঊর্ধ্বতন অফিসারদের ওই ঘটনা সংক্রান্ত কোনও তথ্যই তাঁরা জানাননি বলেই তাঁদের এই শাস্তি বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, নোয়াপাড়া গ্রামে বেশ কয়েকজন মিলে বৃদ্ধ দম্পতি পেন্দা হেমব্রম ও পার্বতী হেমব্রমকে পিটিয়ে খুন করা হয়। ডাইনি অপবাদ ও বারণ করা সত্ত্বেও গ্রামে পচুই মদ বিক্রি করায় তাঁদের পিটিয়ে খুন করা হয়। এখনও পর্যন্ত দম্পতিকে পিটিয়ে মারার ঘটনায় মোট ৭জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে এলাকা একেবারে থমথমে। গ্রামের ওই পাড়ার অনেকেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন। বাইরের কারও সঙ্গে কেউ কোনও কথা বলতে চাইছেন না। পাড়ায় একটি ক্যাম্প করেছে পুলিশ। সিভিক পুলিশদের সাময়িক বরখাস্তের ঘটনা প্রসঙ্গে জেলার পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আমাদের কাছে আরও আগে তথ্য পৌঁছলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যেত। কিন্তু সময়মতো সঠিক তথ্য আসেনি। তাই কিছুদিনের জন্য মোট ১৭জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এই কয়েকদিন তাঁরা কেউই কাজে যুক্ত থাকবে পারবে না। উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরেই আমোদপুর পুলিশ ফাঁড়িকে সাঁইথিয়া থানা থেকে আলাদা করে পূর্ণাঙ্গ একটি থানার রূপ দেওয়ার দাবি রয়েছে। আদিবাসী দম্পতিকে পিটিয়ে খুনের ঘটনার পরে সেই দাবি আরও জোরালো হয়ে উঠেছে।

বাসন্তী পূজা উপলক্ষে বুধবার বামনগোলা ব্লকের গাঙ্গুরিয়া শ্রী শ্রী সারদা আশ্রমে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়। আশ্রমের সম্পাদক মহারাজ স্বামী মহারাজ আত্মপ্রাণনন্দ জানান, এই মিশনে একুশ বছর ধরে এই বাসন্তী দুর্গাপুজা হয়ে আসছে। আজ মহা অষ্টমী উপলক্ষে কুমারী পুজো করা হল। মালদার পানকড়ি গোস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণের মেয়েকে এ বছর পূজা করা হয়। বিভিন্ন রীতি মেনে এই পুজো করা হয়েছে। পুজোর শেষে বহু ভক্তের ভিড় দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। -নিজস্ব চিত্র।

বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্কে রাজি না হওয়ায় হবু স্ত্রীকে খুন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ বিয়ের আগে হবু স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিল হবু বর। কিন্তু তাতে রাজি হননি হবু স্ত্রী। সেই ক্ষোভেই নাদিমা খাতুন নামে ওই যুবতীকে খুন করা হয়েছিল। জলপাইগুড়ির রায়গঞ্জ হত্যা মামলার তদন্তে নেমে এমনই তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় হবু বর মউমিনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা এই তথ্য জানতে পেরেছে। ধৃত নিজেই এ কথা স্বীকার করেছে। পাশাপাশি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর পুকুর থেকে মৃতের মোবাইল এবং ওড়না উদ্ধার করা হয়েছে। নাদিমা খাতুন নামে ওই যুবতীর দেহ উদ্ধার হয়েছিল গত বৃহস্পতিবার। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটা অঞ্চলে রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, মউমিন নামে এক যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। তারপরেই নাদিমার মৃত্যু হয়। এলাকার একটি পুকুর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রথম থেকেই পুলিশের অনুমান ছিল এটি খুনের ঘটনা। তবে কী কারণে খুন তা প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি পুলিশ। তদন্ত নামে পুলিশ মউমিনকে গ্রেফতার করে। এরপর জেলায় ধৃত মউমিন খুনের কথা স্বীকার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রমাণ লোপাট করার জন্য নাদিমার ওড়না এবং মোবাইল ফোন পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিল মউমিন। যাতে মনে হয় জলে ডুবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায় নাদিমাকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। তারপরে তাঁকে পুকুরের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিশ মউমিনের মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে জানতে পারে, বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার রাত পর্যন্ত হবু বউয়ের বাড়ির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছিল সে। বিয়ের আগে নাদিমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে চেয়েছিল মউমিন। কিন্তু সেই প্রস্তাবে রাজি হননি নাদিমা। জানা গিয়েছে, ঘটনার রাতে নাদিমাকে ফোন করে দেখা করতে বলেছিল মউমিন। তখন নাদিমাকে আবারও শারীরিক সম্পর্কের প্রস্তাব দেয় মউমিন। তাতে রাজি না হওয়ায় রাগের মাথায় মউমিন নাদিমাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে, পুলিশ হেফাজতে রয়েছে ধৃত মউমিন। নাদিমার ওড়না এবং মোবাইল পাঠানো হয়েছে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য। সেগুলি হাতে পেলে আদালতে জমা দেবে পুলিশ।

বগটুইয়ে ইমাম বৈঠক জিম্মির

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৯ মার্চ ঃ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বগটুইয়ের সভার পর চলতি মাসে কলকাতায় দলীয় বৈঠকে বগটুইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় নানুরের কাজল সেখ এবং সৈয়দ সিরাজ জিম্মিকে। এব্যাপারে কোর কমিটির সদস্য বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, দল সৈয়দ সিরাজ জিম্মি ও কাজল সেখকে দায়িত্ব দিয়েছে। এই দু'জনেই বগটুইয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। তারপরই জিম্মি সাহেব তৎপরতার সাথে ইমামদের সাথে বৈঠক সারলেন। রামপুরহাট মহকুমা ইমাম মোয়াজ্জেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক তথা চামড়া গুদাম পাড়া মসজিদের ইমাম সফিকুল ইসলাম বলেন, জিম্মি সাহেব আমাদের সঙ্গে সম্প্রতি একটি ঘরোয়া বৈঠক করেছেন। বিজেপির লক্ষ্য এলাকায় অস্থিরতা তৈরি করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা। সৈয়দ সিরাজ জিম্মির উদ্যোগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছিল। কিন্তু একুশে মার্চ বগটুইয়ে শুভেন্দু অধিকারীর সভার পর যাতে এলাকা শান্তিতে থাকে এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাচাড়া না দিতে পারে সেজন্য আমরা আলোচনা করেছি। জিম্মি সাহেব জানান, দলের তরফে বগটুইয়ের জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই উদ্যোগ নিয়ে অনেক কিছু করেছেন। এলাকার মানুষ কৃতজ্ঞ। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের সাহায্য নিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথা চাড়া দিতে চাইলে মানুষ তা প্রতিরোধ করবে। শান্তির লক্ষ্যে ইমাম সাহেবদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াও, প্রতিবারের মতো এবারও বগটুইয়ে গণ ইফতারের পরিকল্পনা আছে। দলের তরফে আপদকালীন সময়ে বগটুইয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা ও পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সমস্ত সুব্যবস্থা করা হয়। ফ্রী কোচিং দেওয়া হয়। সবাই ভালো ফলও করে। দলের শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবার বগটুইয়ে পড়ুয়াদের নিয়ে কেরিয়ার গাইড বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে বগটুইকে দেখতে চাই।

মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড প্রদান

দেবনাথ মোদক, ইন্দপুর, ২৯ মার্চ ঃ মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড দেওয়া হলো ইন্দপুর অঞ্চলের আবেদনকারী চাষিদের। বুধবার ইন্দপুর ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির তরফে ব্লক অফিসে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ইন্দপুরের বিডিও সৌমেন দাস, জয়েন্ট বিডিও অনুশ্রী মশাট, ইন্দপুর ব্লকের এফইও ত্রিপর্ণা পাহাড়ি, ইন্দপুর পঞ্চায়েত সমিতি পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ রেজাউল খান, সহসভাপতি শম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন আধিকারিকগন। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা যায় এদিন ইন্দপুর অঞ্চলের প্রায় শতাধিক মৎস্য চাষীদের হাতে যারা মাছ ধরা, মাছ বিক্রি, মৎস্য পেশায় যুক্ত তাদের হাতে মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, বিগত দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে আবেদন জানিয়েছিলেন এইসব মাছ চাষী ও বিক্রেতারা। সেই সমস্ত আবেদনকারীদের হাতে আজ কার্ড তুলে দেওয়া হয়।

'মা' ক্যান্টিন চালু

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৯ মার্চ ঃ মাত্র ৫ টাকায় ডিম ভাত তরকারি। এবার শিল্পশহর দুর্গাপুর সিটিসেন্টার বাসস্ট্যান্ডে চালু হল 'মা' ক্যান্টিন। বুধবার ওই ক্যান্টিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রশাসক অনিন্দিতা মুখার্জি, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাইস চেয়ারম্যান কবি দত্ত প্রমুখ। প্রসঙ্গত, দুর্গাপুর সিটি সেন্টার বাসস্ট্যান্ডে রাজ্যের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভুম, মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়ি ছাড়াও ধানবাদ, টাটা, পুরী, ভুবনেশ্বর, হাজারিবাগ, রাঁচিগামী বাস যাতায়াত করে। স্বাভাবিক ভাবেই আন্তঃরাজ্য এই বাসস্ট্যান্ড যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন। এছাড়াও সিটি সেন্টারে রয়েছে মহকুমা আদালত ছাড়াও নানান সরকারি, বেসরকারী অফিস। সেই সুবাদে বিভিন্নধরনের বহু মানুষের যাতায়াত রয়েছে। লাগামছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধিতে ফুটপাথের হোটেলের খাবারের দামও বেড়েছে। যা সাধারন নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের নাগালের বাইরে। সম্প্রতি সেই সব মানুষের সুবিধার্থে সিটিসেন্টারের প্রাণকেন্দ্র বাসস্ট্যান্ডে সস্তায় গুনগত ভাল মানের খাবারের ক্যান্টিন চালুর উদ্যোগ নেয়। জানা গেছে সপ্তাহের সোম থেকে বৃহস্পতি সিটি সেন্টার বাসস্ট্যান্ডে ও শুক্র, শনি, রবি দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চালু থাকবে এই ক্যান্টিন। খাবারের জন্য প্রতিদিন সকাল ন'টা থেকে দেওয়া হবে কুপন। প্রতিদিন ১০০ টি করে কুপন বিলি করা হবে। প্রতিদিন দুপুর একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত কুপনের বিনিময়ে খাবার দেওয়া হবে। মা ক্যান্টিনে থাকবে ডিম ভাত তরকারি। সঙ্গে লংকা-পেঁয়াজও। আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মাস পাঁচেক আগে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন একটি মা ক্যান্টিন চালু করার। সেই মতো পরিকল্পনা করে ই-টেন্ডার করা হয়। মূলত গরিব মানুষের সুবিধার্থেই এই মা ক্যান্টিন চালু হল।

ছাত্রীর মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৯ মার্চ ঃ কদিন নিখোঁজ থাকার পর ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করা হল আসানসোলে। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃত ছাত্রীর নাম কোয়েল হাঁসদা। তাঁর বাড়ি আসানসোলের হিরাপুর থানার অন্তর্গত নিউটাউন এলাকায়। ২২ বছর বয়সি ওই তরুণী আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ওই তরুণী। দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলেও তিনি না ফেরায় চিন্তা করতে শুরু করেন তাঁর বাড়ির লোকজন। তাঁর ফোনটিও সুইচড অফ করা ছিল। বাড়ি এবং আশেপাশের এলাকায় খোঁজাখুঁজি করলেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার সকালে হিরাপুর থানায় একটি মিসিং ডায়েরি করেন তাঁর বাড়ির লোকজন। এরপর মঙ্গলবার রাত ১০টা নাগাদ নিউটাউন ১২ নম্বর রাস্তা থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করেন স্থানীয় লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় তাঁর বাড়ির লোক এবং পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। বুধবার দেহটির ময়নাতদন্ত করা হয়। তরুণীর বাবার দাবি, মেয়েকে পরিকিল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। তবে কী কারণে তরুণীকে খুন করা হতে পারে, সে বিষয়ে কিছু বলতে পারেননি তিনি। ঘটনার প্রতিবাদে আদিবাসী সম্প্রদায়ের তরফে হিরাপুর থানার সামনে জমায়েত করে রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে। দোষীদের ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন তাঁরা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তরুণীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে কিনা, তা তদন্ত করে দেখছেন তাঁরা।

বাটখারার গুনমান খতিয়ে দেখতে বাঁকুড়ায় বিশেষ অভিযান

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৯ মার্চ ঃ ওজনে কারচুপি রুখতে এবার পথে নামলেন বাটখারা পরিমাপক দফতরের আধিকারিকরা। বুধবার সকালে বাঁকুড়া জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা শহরের মাচানতলা এলাকার ফল সহ অন্যান্য দোকানগুলিতে অভিযান চালান। এদিনের অভিযানে ওই এলাকায় দু'টি ইলেকট্রনিক্স বাটখারা বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি নির্দিষ্টহারে জরিমানা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাটখারা পরিমাপক দফতরের এই উদ্যোগে খুশি সংশ্লিষ্ট ক্রেতারাও। আবির বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ক্রেতা জানান, সঠিক পরিমাপে জিনিস পাওয়া প্রত্যেক ক্রেতার অধিকার। আর তা নিশ্চিত করতে এই অভিযান যথেষ্ট ভালো পদক্ষেপ বলে তিনি মনে করছেন। ইলেকট্রনিক্স পরিমাপক যন্ত্র 'রিনিউ' না থাকায় এদিন জরিমানার মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ী মঙ্গল দাস। তাঁর দাবি, তার ব্যক্তিগত 'ভুলে'র কারণেই বাটখারা রিনিউ করানো হয়নি। তবে ভবিষ্যতে এই ভুল আর হবে না বলেই তিনি জানান। বাটখারা পরিমাপক দফতর, বাঁকুড়া-১ আধিকারিক চন্দন কুমার সাহু জানান, এই ধরণের অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলে, আগামী দিনেও চলবে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং. সিডি/ই-অকশন/এসএমইউ/০১/২০২২, তারিখ: ২৭.৩.২০২৩। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. [illegible] তারিখ: ২৮.৩.২০২৩। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

(HWH-474/2022-23)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট: www.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Bidhannagar Municipal Corporation

i) NIT No 1052/PHE(C)BMC(4th Call), Dated - 29.03.2023
ii) NIT No 1053/PHE(C)BMC(4th Call), Dated - 29.03.2023
iii) NIT No 1054/PHE(C)BMC(4th Call), Dated - 29.03.2023
iv) NIT No 1055/PHE(C)BMC(4th Call), Dated - 29.03.2023

e-Tender has been invited for RENOVATION OF COMMUNITY TOILET at different location within ward no. 2, 3, 4, 7, 31, 36, 37, 38 under BMC.

For details, please follow, Tender Id i) 2023_MAD_500743_1 to 4, ii) 2023_MAD_500775_1 and 2, iii) 2023_MAD_500826_1, iv) 2023_MAD_500787_1 to 4 in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board.

Last date of Bid submission - 06/04/2023 up to 3.00 p.m.

Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

নং. ডব্লুবি-এইচএমসি/ টিএন/ ইডি / এস ও ডি/ ৬০ /২০২২-২০২৩ তারিখ ২৭.০৩.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিস

প্রস্তাবিত ফর্মে ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করছেন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এস ও ডি), হাওড়া পৌরনিগম নিকাশী নালা নবীকরণ, ভাঙার কাজ ও নির্মান এবং উদ্ভূত কাজ ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশানে রবীন সংঘ ক্লাব ডিপিএস অধীন বিভিন্ন ওয়ার্ড হাওড়া পৌর নিগমের প্রতিষ্ঠিত, সম্পদশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে একই ধরণের কাজে। অনুসারী বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিস ও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিভাগে/ www.wbtenders.gov.in। দরপত্র জমা বন্ধের তারিখ ঃ ১৭.০৪.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। কোনরূপ কারণ উল্লেখ না করে কোন আবেদন গ্রহণ ও বাতিল করার অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে এইচএমসি কর্তৃপক্ষের।

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

৩৮৫(২) /২২-২৩ ২৯.০৩.২০২৩

Union Bank of India

অনুবিধি ৪
(ধারা-৮(১)
অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ক্যামাক স্ট্রিট শাখা
গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১/১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ

যেহেতু ঃ

নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ক্যামাক স্ট্রিট শাখা,** গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১/১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ (দ্বিতীয়) আইন, ২০০২ (অ্যাক্ট নং. ৫৪ সাল ২০০২) এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত রয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করে দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ ০২.০১.২০২৩ জানানো যায় **গ্রাহক শ্রী সঞ্জীব কুমার দে (গ্রাহক ও বন্ধকদাতা)**, ১/৮৪, নাকতলা, কলকাতা-৭০০০৪৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত পরিশোধ করতে হবে নোটিসে উল্লেখিত রাশি যা হল **টাকা. ৩,০৩,৯১১.৬৪ (তিন লক্ষ তিন হাজার নয়শত এগারো টাকা চৌষট্টি পয়সা মাত্র)** উল্লেখিত নোটিস গ্রহণের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

গ্রাহক বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত করা যায় গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা ন্যস্ত রয়েছে তার ওপর অধীন ধারা ১৩ (৪) উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ **২৭ মার্চ, ২০২৩ তারিখে।**

গ্রাহককে বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে ওই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** দাবী করবে **টাকা. ৩,০৩,৯১১.৬৪ (তিন লক্ষ তিন হাজার নয়শত এগারো টাকা চৌষট্টি পয়সা মাত্র)** সুদ সহকারে।

গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) অধীন ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি যার পরিমাপ তিন কাঠা কিছু কম বা বেশি যার অংশ সিএস প্লট নং. ৯৬ মৌজা-নাকতলা, জেএল নং. ৩২, এলও ৮৪ নাকতলা জি এস কলোনি নং. ১, থানা-যাদবপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা সঙ্গে অংশ আকারে দ্বিতল বাড়ি এবং অংশ আকারে একতলা বাড়ি রয়েছে সেখানে যার প্রিমিসেস নং. ৩৮৪/৯২, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, যার সাধারণ পরিচিতি ১/৮৪ কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশান **শ্রী সঞ্জীব কুমার দে নামাঙ্কিত (সম্পত্তির মালিক শ্রী সঞ্জীব কুমার দে** আসল বিক্রয় কোবলা অনুসারে যার বুক নং -১ ০৫৭৪৮ সাল ২০১০, সম্পাদিত হয়েছে ০৯.০৭.২০১০)

তারিখ ঃ ২৭.০৩.২০২৩,
স্থান ঃ কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং-২৩/ ২১ তারিখ ঃ ২৮.০৩.২০২৩

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ, (একটি আইএসও ৯০০১ঃ২০১৫ শংসাপত্র প্রাপক সংস্থা) আহ্বান করছেন উল্লেখিত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	ক্ষুদ্র বিবরণ	পরিমান	টেন্ডার খোলার তারিখ
১	২০২২২১৮৫বি	ব্রেক শু ৭০ মিমি	১০১১৯টি	২৪.০৪.২০২৩
২	৩০২৩১৬৫৪	ইনজেকশান মোল্ডেড থার্মোপ্লাস্টিক পলিয়েস্টার ইলাস্টোমার (হাইট্রেল) এক্সেল বক্স ফ্রন্ট কভার	১৯০৪টি	১৯.০৪.২০২৩
৩	৩০২২১৫৮০এইচ	বগি সেন্টার পিভোট টপ	৫০০টি	১৭.০৪.২০২৩
৪	৩০২৩১৭৪০	এয়ার ব্রেক হোস কাপলিং	২০০০টি	১৭.০৪.২০২৩
৫	৩০২৩২৬৪৬	সেকেণ্ডারি সাসপেনশান প্যাড	৩০০টি	১৯.০৪.২০২৩
৬	৯০২৩২০২০	অ্যালুমিনিয়াম চেকার্ড শিট	৬০০০কেজি	১৯.০৪.২০২৩
৭	৩০২৩১৬৪৬	প্রোটেক্টিভ টিউব	৬২০০টি	১৯.০৪.২০২৩

দ্রষ্টব্য ঃ ১. সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী উপরোক্ত টেন্ডারের পাওয়া যাবে এবং ডাউনলোড করা যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট থেকে https://www.ireps.gov.in। 470/23(P)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

সংশোধনী ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে জনসমক্ষে ঘোষণায়

তাঁতিয়া সানজাউলিপার্কিংস প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN-U70109WB2010PTC155717)

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে সমাধান শুরুর তারিখ ফর্ম-এ উল্লেখ অনুসারে পড়তে হবে ২৩-মার্চ-২০২৩। আরও, দাবী জমার শেষ তারিখ হল ০৬-এপ্রিল-২০২৩ এবং বন্ধের আনুমানিক তারিখ হল ১৯-সেপ্টেম্বর-২০২৩।

তারিখ ঃ৩০-০৩-২০২৩ স্বাক্ষর /-
স্থান ঃ মুম্বই রবি বাগরি, আইআরপি
আইবিবিআই রেজি নং.ঃ IBBI / IPA-001 / IP- P00789/ 2017-18 / 11344
রেজি ঠিকানা ঃ ওক্টাকেস্ট কমপ্লেক্স, উইং-ই, ১৪০১, লোখন্ডওয়ালা টাউনশিপ, কান্দিভালি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০১০১
রেজি ইমেল ঃ ravibagriyahoo.com

Notice Inviting Quotation

E-NIQ-04/2022-23 vide Memo no. 612/BNK/BCW Dt.27/03/2023 issued by the undersigned. Details may be seen at office notice board of the undersigned.

Sd/-
Project Officer-cum-District Welfare Officer
BCW & TD, Bankura.

Govt. of West Bengal
Office of The Block Development Officer
Singur Development Block
Singur, Hooghly
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for **tender reference no: 3571/BDO, Singur, Dated. 29.03.2023.** for Construction of 1 No. "I.C.D.S. Centre" under Singur Development Block, Singur Hooghly. Last date for the online Bid submission is **12/04/2023 up to 06:00 pm.** Detail will be available at the website. **www.wbtenders.gov.in (Tender ID 2023_ZPHD_500432_1).**

Sd/- Block Development Officer
Singur Development Block
Singur, Hooghly

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড,
এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ-মুম্বই, আইডিবিআই টাওয়ার, ডব্লুটিসি কমপ্লেক্স, কাফ প্যারেড, কোলাবা, মুম্বই-৪০০০০৫

ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের বিষয়ে জনসমক্ষে ঘোষণা

ক্র নং.	প্রোমোটার / ডিরেক্টর / জামিনদারদের নাম এবং ঠিকানা	ছবি
১.	শ্রী মনোজ কুমার জৈন ৭, আয়রন সাইড রোড, কলকাতা-৭০০০১৯	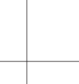
২.	শ্রীমতি রেখা মনোজ জৈন ৭, আয়রন সাইড রোড, কলকাতা-৭০০০১৯	
৩.	সেঞ্চুরি আবাসন প্রা.লি. ৩৯, শেক্সপিয়ার সরণী, প্রেমলতা বিল্ডিং, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৭	
৪.	নেপচুন প্লাজা মেকার প্রা.লি. ৩৯, শেক্সপিয়ার সরণী, প্রেমলতা বিল্ডিং, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৭	
৫.	প্রকাশ এন্ডাউভোরাস প্রা. লি. ৩৯, শেক্সপিয়ার সরণী, প্রেমলতা বিল্ডিং, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৭	
৬.	স্মৃতি ফুড পার্ক প্রা.লি. প্রতাপ মার্কেট, ২য় ফ্লোর, পোস্ট-একতিয়াশাল, শিলিগুড়ি-৭৩৫০০২, পশ্চিমবঙ্গ	
৭.	সুরাজ আবাসন প্রা.লি. ১১এ, রাউডন স্ট্রিট, রাউডন চেম্বার, ৪ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ	
৮.	তুশিতা বিল্ডার্স প্রা.লি. ৩৯, শেক্সপিয়ার সরণী, প্রেমলতা বিল্ডিং, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৭	

এতদ্বারা জনসাধারণকে বৃহত্তরভাবে অবহিত করা হচ্ছে যে জৈন ইনফ্রা প্রজেক্টস লিমিটেডের উল্লিখিত প্রোমোটার / জামিনদাররা আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে মূল, সুদ এবং অন্যান্য অর্থের কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন। জৈন ইনফ্রা প্রজেক্টস লিমিটেড প্রোমোটার / ডিরেক্টর / জামিনদারদের মূল বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে হবে টাকা. ১,৫৯,৭৭,৭২,৪৮৩.২৯ (একশ উনষাট কোটি সাতাত্তর লাখ বাহাত্তর হাজার চারশত তিরাশি টাকা উনত্রিশ পয়সা) সুদ ও অন্যান্য চার্জ সহ টাকা. ৮,৪৭,৮২,৮৮,৯২৭.৯২ (আটশত সাতচল্লিশ কোটি বিরাশি লক্ষ অষ্টআশি হাজার নয়শত সাতাশ টাকা বিরানব্বই পয়সা) ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত একসাথে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পক্ষে তাদের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন ঋণ নথির পরিপ্রেক্ষিতে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ। জনস্বার্থে অবহিত করা হয় এবং সতর্ক করা হয় যে, কোন ব্যক্তি জামিনদারদের সম্পত্তির কোন লেনদেন করবেন না কারণ তাদের কাছ থেকে বিপুল পাওনা আদায়যোগ্য।

দ্রষ্টব্য-পরিসংখ্যান এবং শব্দে বকেয়া কোনো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, শব্দে উল্লিখিত বকেয়া প্রাধান্য পাবে।

স্বা /-
তারিখ ঃ ৩০.০৩.২০২৩ অনুমোদিত স্বাক্ষর
স্থান ঃ মুম্বই আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., (এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, মুম্বই)

CORRIGENDUM NOTICE
ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

"Notice Inviting e-Quotation No.-"
WBMAD/UM/627/e-Quotation/2022-23,
Dated: 13.03.2023,

(The actual name of work will be 'Supply and delivery at site of 12 numbers of Two wheeled Trailers with compartments in place of Supply and delivery at site of 12 numbers of four wheeled Trailers with compartments & last date of submission is extended **up to 08.04.2023, 11.00 hour,** Bid opening date is **10.04.2023 11.00 hours,** Other terms condition & Specifications will remain unchanged). Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

Office of the RAGHABPUR GRAM PANCHAYAT
Vill-Bongabari, Post-V.Nagar,
Purulia-II Panchayat Samity, Purulia

Notice Inviting **e-Tender No:-WBPUR/RGP/P-II/NIT(e)-05/2022-23** of The Pradhan, Raghabpur Gram Panchayat, having different works in the e tender portal as per given schedule. Date of uploading of N.I.T. & other Documents(online) (Publishing Date): **29.03.23.** Documents download/sell start date (online) **29.03.23 from 11.00 A.M.** Documents download/sell end date (online) **06.04.2023 Up to 11.00 A.M.** Bid submission start date (Online) **29.03.2023 from 11.00 A.M.** Bid Submission closing (online) **06.04.2023 up to 11:00 A.M.** Bid Opening date for Technical Proposals **08.04.2023.** For details please contact Gram Panchayat Office.

Sd/- Pradhan
Raghabpur Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity

OFFICE OF THE GB SONATALA GRAM PANCHAYAT
Udaynarayanpur, Howrah
E-Tender Notice No.-NIET-10/GBSGP-2022-23

E-Tender are hereby invited by the Prodhan, GB Sonatala Gram Panchayat for the work of REPAIR OF TUBE WELL AND RESINKING AND PROVIDING PLATFORM WITH SOCK PIT AT ALL SANSAD, PS-UDAYNARAYANPUR, DIST-HOWRAH. Period of Completion: 60 days. Document downloading (online) starts from **30.03.2023 at 11:30 am up to 08.04.2023 2:00pm.** Bid submission (online) **from 30.03.2023 11.40 am. Up to 10.04.2023 at 2.00 pm.** Bid opening date (online) on **12.04.23 at 11.30 am.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Garh Bhawanipur Sonatala Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পিপি শেডের ব্যবস্থা এবং স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকার উন্নয়ন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. [illegible] তারিখ: ২৭-০৩-২০২৩। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

MIRAE ASSET Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
April 02, 2023	11.00 A.M.	IAP Webinar: https://us06web.zoom.us/j/83526028295

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098.
1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি ঃ শেখ হাসিনা

শ্যামল সান্যাল ঢাকা,বাংলাদেশ ২৯ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন, 'বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আত্মমর্যাদা নিয়ে চলতে পারি, মাথা উঁচু করে চলতে পারি সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী জাতি আমরা, সেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই আমরা এই বাংলাদেশকে গড়ে তুলব। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলব।'বুধবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় ভূমি সম্মেলন২০২৩ ও ভূমি মন্ত্রণালযের ৭টি প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, 'বাংলাদেশে ২০১৩ থেকে যে অগ্নিসন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল একেবারে সাধারণ মানুষ, বাসে, লঞ্চে, ট্রেনে যাচ্ছে তাদেরকে পেট্রল বোমা মেরে হত্যা করা হতো। বিএনপিজামায়াত এসময় ৭০টি সরকারি অফিস ও ছয়টি ভূমি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিল। ভূমি অফিস পুরানোর কী লক্ষ্যে থাকতে পারে জানি না। তবে তখন একটা নির্দেশ দিতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম, যেসব এলাকায় ভূমি অফিস পেড়ানো হয়েছে এবং যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদেরকে ধরে তারা যে জমিতে বাস করে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিতে হবে। কারণ তারা ভূমি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে তাদের কাছে

নিজের জমিরও কোনো ডকুমেঃট নেই। ওগুলো আমরা ভূমিহীনদের মাঝে বণ্টন করে দেব। এই কথা বলার পর কিন্তু ভূমি অফিস পোড়ানো বন্ধ হয়েছিল।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্ব দরবারে যেন আমরা আত্মমর্যাদা নিয়ে চলতে পারি, মাথা উঁচু করে চলতে পারি সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী জাতি আমরা, সেই বিজয়ী জাতি হিসেবেই আমরা এই বাংলাদেশকে গড়ে তুলব। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলব।'তিনি বলেন, 'ভূমি নিয়ে মানুষের যে সমস্যা সেটা নিরসনে আমি প্রথমবার সরকারে এসে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১ প্রণয়ন করি। সেইসঙ্গে জনসংখ্যা বাড়ছে, নগরায়ন হচ্ছে, উন্নয়ন হচ্ছে, খাদ্যে উৎপাদন বাড়ছে, তাছাড়া জমির ব্যবহারও যেন একটা নীতিমালার মধ্যে এনে ভূমিগুলোকে যথাযথ ব্যবহার করা যায়, অহেতুক ব্যবহার না হয়, ফসলি জমি যেন নষ্ট না হয় পাশাপাশি উন্নয়নও যেন বাধাগ্রস্ত না হয় সেসব বিবেচনা করে আমরা ব্যবহারভিত্তিক ল্যান্ড জমিসহ ভূমি বিষয়ক সরকারি উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহারনীতি ২০০১ এ অন্তর্ভুক্ত করি। আর নীতিমালার মাধ্যমে আমরা ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত ২৮টি মৌলিক বিষয়কে আমরা সংযোজন করি।'শেখ হাসিনা বলেন, '২০০৮ নির্বাচনে আমরা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ করে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছিলাম, আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের জীবনমান উন্নত করব। ভূমিসেবাকে জনগণের দোরগড়ার পৌঁছে দেওয়ার জন্য নানামুখি উদ্যোগ আমরা হাতে নিই। ২০১৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর আমি ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে ২৯টি নির্দেশনা প্রদান করি। যাতে জনগণ সেবা পেতে কোনো রকম হয়রানি বা ভোগান্তির শিকার না হয় এবং ভূমি সেবা যেন সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালাইজড করা সম্ভব হয়।'

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনারের দায়িত্বে কে. অরুল জোথি

মালিগাঁও, ২৯ মার্চ ঃ ২৪ মার্চ, ২০২৩ তারিখে শ্রী কে. অরুল জোথি উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ইন্সপেক্টর জেনারেল কাম প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার (আইজিকামপিসিএসসি) হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষার ১৯৯৫ ব্যাচের একজন আধিকারিক। আইজিকামপিসিএসসি হিসাবে তিনি উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ এবং সিকিম সহ সমস্ত উত্তরপূর্ব রাজ্যের রেলওয়ের সম্পদ, ট্র্যাক এবং ফিক্সচার, রোলিং স্টক, সিগন্যালিং গিয়ার এবং রেলওয়ে ভবন ও স্টেশন চত্তর, বুকিং অফিস, প্রশাসনিক মুখ্য কার্যালয় ইত্যাদির মতো স্থাপনাগুলির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন।

শ্রী জোথির অনেক জোনাল রেলওয়েতে ফিল্ডে কাজ করার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি মুগলসরাই, দানাপুর, মালদা, শিয়ালদহ এবং সেকেন্দ্রাবাদের মতো অনেক স্পর্শকাতর এলাকায় কর্মরত ছিলেন। এর আগে ২০১৭-২০১৯ সালে তিনি উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল কাম চিফ সিকিউরিটি কমিশনার হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেছিলেন। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আইজিকামপিসিএসসি হিসাবে যোগদানের আগে, তিনি ইয়েলাহাঙ্কা, বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত রেল হুইল ফ্যাক্টরির আইজিকামপিসিএসসি হিসাবে কাজ করেছিলেন।

আদমি প্রকল্পের অধীনে চন্দ্রমল্লিকা ফুলের চাষ

দুরন্ত বার্তা, পালশি, ২৯ মার্চ ঃ পলাশি রেলস্টেশন থেকে চার কিমি দূরের একটি গ্রাম হলো বড় চাঁদঘর। এই গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা হলো চাষ বাস। গাঁদা ফুলের চাষ এই গ্রামের মানুষ বংশ পরম্পরাই করে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের আদমি প্রকল্পের অধীনে ২০২২-২৩ অর্থবষে 'নদীয়া জেলা প্রকল্প পরিচালন শাখার সহযোগিতায় এই বড় চাঁদঘর গ্রামে বারো বিঘা জমিতে চদ্রমল্লিকা ফুলের চাষ করা হয়। ২০২০ সালে নদীয়া জেলা প্রকল্প পরিচালন শাখার উদ্যোগেই এই বড় চাঁদঘরের চাষীদের সেচের জলের অভাব মেটাতে এখানে দুটি পুকুর খনন করে বর্ষার জলকে ধরে রেখে বছরের বাকি সময়ে চাষের জলের সুবংদোবস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। ওই দুটি পুকুর থেকে যারা জল নিয়ে চাষ করে উপকৃত হবেন তাদের নিয়ে গঠন করা হয়েছিল বড় চাঁদঘর নেতাজি জল ব্যবহারকারী সমিতি। এই সমিতির বারো জন চাষী তাদের একবিঘা

করে জমিতে আদমি প্রকল্পের অধীনে চন্দ্রমল্লিকা ফুলের চাষ করেন। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মত তারা চন্দ্রমল্লিকা ফুলের চাষ করে এলাকাতে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। দূর দূর গ্রাম থেকে মানুষ এসে দেখে যাচ্ছেন বারো বিঘার চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বাগান। নদিয়া জেলা প্রকল্প পরিচালন শাখার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী সলিল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ফুল বিক্রির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে চাষীদের যোগাযোগ করিয়ে দেন যাতে চাষীরা তাদের উৎপাদিত ফুল বিক্রি করা নতুন নতুন জায়গা খুঁজে পান। রাজ্য প্রকল্প পরিচালন শাখার সহযোগিতায় চাষিরা তাদের উৎপাদিত ফুল রাজ্যের বাইরে ও পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। চাষিরা খুবই আশাবাদী এবং তারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই বিশেষ উদ্যোগে অংশীদার হতে পেরে গর্বিত। এই বারো জন ফুলচাষির ফুল চাষ দেখে এই গ্রামের মানুষের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী গ্রামের অনেক মানুষ এই চন্দ্রমল্লিকা ফুলের চাষ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। বড় চাঁদঘর নেতাজি জল ব্যবহারকারী সমিতির এই উদ্যোগ নতুন আলোর দিশা দেখাতে শুরু করেছে গোটা বড় চাঁদঘর গ্রামকে।

পূর্ব রেল হাওড়া ঝিল সাইডিং-এ বন্দে ভারত কোচ রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো খুলেছে

২৯ মার্চ ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩০.১২.২০২২ তারিখে হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করে দ্রুতগতির রেল যোগাযোগের নতুন যুগের সূচনা করেছেন। হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা হওয়ার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কারণ এই ট্রেনটি ডুয়ার্স এবং দার্জিলিং হিমালয় অঞ্চলে পর্যটনকে সহজতর করে। বন্দে ভারত রেকগুলি হল আধাহাই স্পিড ট্রেনগুলির ধারণা, ডিজাইন এবং দেশীয়ভাবে বিকশিত, কোচগুলি অত্যাধুনিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য, বিশ্বমানের সুবিধার ফিটিং এবং আধুনিক নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সাথে সজ্জিত। একটি আধুনিক কোচ রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা তৈরি করার জন্য, শ্রী অরুণ অরোরা, জেনারেল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ২৯.০৩.২০২৩ তারিখে হাওড়ার ঝিল সাইডিং-এ একটি বন্দে ভারত কোচ রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো খুলেছেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতায়, পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক বলেন যে হাই স্পিড হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন দেশের পূর্বাঞ্চলে প্রথম এবং হাওড়া বিভাগে এই ধরনের রেক বজায় রাখার জন্য পূর্ব রেল গর্বিত। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে হাওড়ায় বিশেষায়িত বন্দে ভারত রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো খোলার লক্ষ্য সম্মানিত যাত্রীদের বিশ্বমানের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করা। হাওড়ার এই রক্ষণাবেক্ষণ ডিপোতে, বন্দে ভারত রেকগুলি ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পূর্ব রেলের বিভিন্ন ইউনিটের বিশেষজ্ঞদের একটি সমন্বিত এবং নিবেদিত দল দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। এই ঝিল সাইডিং কোচিং ডিপোটি RVNL (রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড) দ্বারা দুই ধাপে পরিবর্ধন করা হয়েছে এবং এখন ৩টি স্তরের রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা সহ সমস্ত আবহাওয়ায় ৪২৫ মিটার দীর্ঘ শেড সহ আঠারো (১৮) কোচ দৈর্ঘ্যের রেক বজায় রাখতে সক্ষম।

উত্তর পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী চন্দ্র বীর রমনের সামনে পিআইএম (প্রেম) এর সভায় এনই রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রী কেএল গুপ্তা তার পরামর্শ দিচ্ছেন।

নতুন অর্জন, চিরেকা একদিনে ১২টি লোকোমোটিভ তৈরি করেছে

চিত্তরঞ্জন, ২৯ মার্চ ঃ চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস (চিরেকা), বিশ্বের বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ তৈরির ক্ষেত্রে সেরা এবং ভারতীয় রেলের মানচিত্রে অগ্রগামী, প্রধান উপাদানগুলির সরবরাহে সমস্ত বাধা থাকা সত্ত্বেও আরেকটি ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছে। এই নতুন অর্জনের আওতায় আজ ২৮শে মার্চ, ২০২৩ তারিখে, অন্য যেকোন কর্মদিবসের চেয়ে ভালো পারফরম্যান্স করে একটি মাত্র কর্মদিবসে ১২টি বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ তৈরি করে একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, মহাব্যবস্থাপক শ্রী সতীশ কুমার কাশ্যপের নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় চিরেকার দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তাকর্মচারীদের প্রচেষ্টায় এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এই চমৎকার পারফরম্যান্সের জন্য চিরেকা পরিবারের সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে মিঃ কাশ্যপ একই চেতনা নিয়ে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স চালিয়ে যাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

মেট্রো স্টাফ একজন অস্বচ্ছল মহিলা যাত্রীকে সাহায্য করল

২৯ মার্চ ঃ ২৮.০৩.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৮,৫০ টায়, একজন কর্তব্যরত মহিলা আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরা এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রায় ১৯ বছর বয়সী একজন মহিলা যাত্রীকে অসুস্থ বোধ করতে দেখেন। তার অবস্থা দেখে তারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে এনে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে মহিলা আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীদের সহায়তায় প্রায় ১৯,০৫ টায় তাকে এসএসকেএম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইতিমধ্যে, স্টেশন কর্মীরা তার দেওয়া মোবাইল নম্বরে তার বাবার সাথে যোগাযোগ করে এবং তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। মাঝে মাঝে তার বাবা হাসপাতালে এসে তাকে হেফাজতে নেন। যাত্রীর সমস্ত জিনিসপত্র তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি এবং তার বাবা সদয় সহযোগিতা এবং সাহায্যের জন্য মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কোর ৪২৮৩ আরকেএম বিদ্যুতায়নকে অতিক্রম করে নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে

২৯ মার্চ ঃ মিশন মোডে ডিসেম্বর'২৩-এর মধ্যে ব্রডগেজ রুটের ১০০ বিদ্যুতায়নের দিকে নিরলস অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে, কোর আজ ২০২১-২২ আর্থিক বছরে তার আগের সেরা ৪২৮৩ আরকেএম বিদ্যুতায়নকে অতিক্রম করে একটি নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে। কোর ভারত জুড়ে ২৯,০৩,২০২৩ তারিখে রেকর্ড ৪৭৮ আরকেএম সেকশনের বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। বছরের শেষের দিকে, ৩১শে মার্চ ২০২৩ এর আগে বিধিবদ্ধ পরিদর্শনগুলি যাতে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করার জন্য কাজগুলি সমাপ্তির কাছাকাছি রয়েছে এমন বিভাগে ব্যস্ত কার্যকলাপ চলছে। ২৯,০৩,২০২৩ পর্যন্ত ৪৩৮৭ আরকেএম বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে যার মধ্যে ১৫২৭ আরকেএম শুধুমাত্র মার্চ মাসেই সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বাকি দুই দিনে, অতিরিক্ত ৪০০ আরকেএম বিদ্যুতায়নের আশা করা হচ্ছে। এর সাথে, এটা নিশ্চিত যে কোর ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বিদ্যুতায়নের একটি অপরাজেয় রেকর্ড তৈরি করবে। মহাব্যবস্থাপক, শ্রী প্রমোদ কুমার এই বড় অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভাদোহিতে ট্রাক্টর-অটো সংঘর্ষ

ভাদোহি(উত্তরপ্রদেশ), ২৯ মার্চ ঃ উত্তরপ্রদেশের ভাদোহিতে মঙ্গলবার রাতে ট্রাক্টরঅটো মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ জন মারা যান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি অটোতে চেপে ৫ জন জ্ঞানপুরে আসছিলেন।

Name Change

I, BIMLA HALDER(old name) D/o SOUMEN HALDER resident of 29B, Jamnagar Road, PO-Entally, Kolkata-700014 WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as) BIMALA HALDER vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/03/2023. BIMLA HALDER and BIMALA HALDER-both are same and one identical person.

Name Change

I, JAMAL SHEIKH (old name) S/o ANOYAR SEKH resident of SINGHAJULI, PO-SAMUDRAGARH, PURBA BARDHAMAN, PIN-713519WB, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHAHJAMAL SEKH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/03/2023. JAMAL SHEIKH and SHAHJAMAL SEKH both are same and one identical person.

Name Change

I, MONICA SARKAR (old name) W/o LATE NARAYAN CHANDRA SARKAR resident of H-3, Purbachal Co-Op. Housing Society, Sec-3, Salt Lake, Kolkata-700097 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MANIKA SARKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/03/2023. MONICA SARKAR and MANIKA SARKAR both are same and one identical person.

Name Change

I, SUJATA GHOSH (old name) W/o SOUMEN GHOSH resident of 42A/1-X, Raja Santosh Road, Alipore, Chetla, Kolkata-700027WB, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUJATA MANDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/03/2023. SUJATA GHOSH and SUJATA MANDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, MOTIN SHEIKH(old name) S/o SK MAHAMUD resident of Vill-Hijolggorah, PS-Jamuria, Dist-Paschim Barddhman, Pin-713362 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SK MATIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/03/2023. MOTIN SHEIKHand SK MATIN both are same and one identical person.

Name Change

I, SHUSHIL PAUL (old name) S/o ANIL PAUL resident ofVill-Chakgurdaha Harisava, Shyamnagar, North 24 Parganas, Pin-743127WB, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUSHIL PAUL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/03/2023. SHUSHIL PAUL and SUSHIL PAUL both are same and one identical person.

Name Change

I, ABHIJIT DAS (old name) S/o ARABINDA DAS resident of NEKBATIA, PO-NEKBATIA, PS-DANTAN, WEST MEDINIPUR, PIN-721426 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AVIJIT DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/03/2023. ABHIJIT DAS and AVIJIT DAS both are same and one identical person.

Name Change

I, VINEETA RUNGTA(old name) W/o KAPIL AGRAWAL resident of GULMOHAR, 2ND FLOOR, FLAT-2F, 4, CHAKRABERIA LANE, PS-BALLYGUNGE, KOLKATA-700020WB, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) VINEETA AGRAWAL(DOB-10th May, 1982), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/03/2023. VINEETA RUNGTA and VINEETA AGRAWAL both are same and one identical person.

Name Change

I, SUBHASH DE alias MINTU DEY (old name) S/o SUSHIL DEY resident of Kalitala, PO-Laskarpur, PS-Narendrapur, Baruipur-700153 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUBHASH DEY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/03/2023. SUBHASH DE, MINTU DEY and SUBHASH DEY both are same and one identical person.

Name Change

I, MD SHAMIM KHAN (old name) S/o HABIBULLA KHAN resident of 18Z/3, Topsia Road, PO & PS-Tiljala, Kolkata-700039WB, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHAMIM KHAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/03/2023. MD SHAMIM KHAN and SHAMIM KHAN both are same and one identical person.

Name Change

I, PRAVABATI KALA (old name) W/o MADAN MOHAN KALA resident of MONOHARCHAK, CONTAI, EAST MEDINIPUR-721401, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) PRABHABATI KALA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/03/2023. PRAVABATI KALA and PRABHABATI KALA both are same and one identical person.

Name Change

I, SkAlamgir, S/o – SkAnamot Ali, residing at Chyandel Para, Bidchhala, P.O.- Rajbati , P.S- Burdwan DistPurba Burdwan, Pin – 713104 declare that in my all educational documents my father's name has been recorded as SkAnamot instead of his actual name SkAnamot Ali as mentioned in my Aadhar Card and his own Aadhar Card. That my father SkAnamot Ali and SkAnamot both are same and one identical person vide affidavit dated 29.03.23 sworn before the court of the Executive Magistrate, Purba Burdwan.

Name Change

I, SUBHARA SARKAR (old name) W/o MRINAL KANTI KARMAKAR resident of Vill-PurbaSimla, PO-Simla Durgapur, PS-Baduria, North 24 Parganas-743401, WB, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUBHRA SARKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/03/2023. SUBHARA SARKAR and SUBHRA SARKAR both are same and one identical person.

Name Change

I, JOYSHRI GHOSH (old name) W/o SIDDHARTHA GHOSH resident of SP SHUKHOBRISHTI SPARSH, FL No- K/35/0401, RAJARHAT, NEW TOWN, AA-III, (N) 24 PGS-700135WB, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) JOYSHRI GHOSH MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/03/2023. JOYSHRI GHOSH and JOYSHRI GHOSH MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, NISHIKANTA BISWAS (old name) S/o LATE MANIK BISWAS resident of Vill-Kujabagi Sardarpara, PO-Gadpukuria, PS-Bagdah, Dist-24 Parganas(North), Pin-743710, WB, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) TRINATH BISWAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/03/2023. NISHIKANTA BISWAS and TRINATH BISWAS both are same and one identical person.

চলুন বেড়িয়ে আসি

তিস্তার পাশে কাঞ্চজঙ্ঘার দেখার সুযোগ, চলে আসুন ভালুখোপ গ্রামে

পয়লা বৈশাখ আসছে। গরম বাড়বে। তারপরেই স্কুল ছুটি পড়বে। শুরু হয়ে যাবে গরমের ছুটি। কোথায় বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা করছেন কি। এখনও যাঁরা ঠিক করে উঠতে পারেননি তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে ভালুখোপ। একেবারে পাহাড়ি গ্রাম। তিস্তা আর কাঞ্চনজঙ্ঘাকে একসঙ্গে দেখা যায় এই গ্রাম থেকে। ভালুখোপ অদ্ভুত একটা নাম ভালুখোপ। অনেকেই বাববেন ভাল্লুক থাকে নাকি। না সেরকম নয়। এখানে ভাল্লুক দেখা যায় না ঠিকই তবে যেটা দেখা যায় সেটা কোনওদিন ভোলার নয়। এমনই সুন্দর একটি গ্রাম এটি। দার্জিলিংকালিম্পংয়ের শহুরে জট কোলাহল থেকে একটু দূরেই রয়েছে এই গ্রাম। একদিকে খাত জুড়ে বয়ে গিয়েছে তিস্তা নদী আর আকাশের দিকে চাইলেই কাঞ্চনজঙ্ঘা। একেবারে ১৮০ ডিগ্রি ভিউ পাওয়া যায় এই গ্রাম থেকে। পাইনের জঙ্গলে ঢাকা গ্রাম গ্রামের পরিবেশ এতটাই মনোরম যে ফিরতে মন চাইবে না। ৫৩০০ ফুট উচ্চতায় রয়েছে গ্রামটি। এর আরেকটি সৌন্দর্য পাইন গাছের জঙ্গল। বলা হয় হিমালয়ান পাইনের হাওয়া খেলে নাকি সর্দিকাশি সেরে যায়। নিরিবিলি জঙ্গলে ঘেরা গ্রামটি পায়ে পায়ে হেঁটে দেখতে মন্দ লাগবে না। যাঁরা একটু নিরিবিলিতে সময় কাটাতে পছন্দ করেন তাঁদের জন্য আদর্শ জায়গা ভালুখোপ। হেঁটে হেঁটে দিনভর জঙ্গলের পথে পথে ঘুরে বিকেলে হোমস্টের বারান্দায় বসে ধোঁয়া ওঠা চায়ে চুমুক দেওয়া যেতে পারে এ এক আলাদা আনন্দ। এখান থেকে আরও অনেক জায়গায় যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। ডেলো পাহাড়, গুটি কয়েক বাড়ি। রয়েছে হোমস্টেও। সেখানে মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারলে এর থেকে ভাল ছুটি কাটানো যায় না। কীভাবে যাবেন শিয়ালদহ বা হাওড়া থেকে যেতে হবে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। সেখান থেকে গাড়িতে দার্জিলিং অথবা কালিম্পং থেকে গাড়িতে চলে আসা যায় ভালুখোপে। আবার

সিলেরি গাঁও, ইচ্ছেগাঁও, ক্যাকটাস গার্ডেন, দূরপীন মনেস্ট্রি। রয়েছে একাধিক ভিউ পয়েন্ট। সেখান থেকে একাধিক রূপে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখার সুযোগ রয়েছে। এখানে গেলে স্বর্গসুখ বলেই মনে হবে। কোনও ভাবেই সেটা এতটাই সুন্দর এখানকার প্রকৃতি। ছোট্ট একটা গ্রামে হোম স্টেতে বলে রাখলে তারাও গাড়ি পাঠিয়ে দেয় সোজা এনজেপিতে। কাজেই আর দেরি না করে এখনই ঠিক করে ফেলুন এবারে গরমের ছুটিতে কোথায় যাবেন। কোন ডেস্টিনেশনে যাবেন আপনারা।দেখবেন এই ছুটি ভালো ভাবে কাটবে।

জানেন কোথায় আছে কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্রের বাড়ি? কলকাতার কাছেই দেউলটিতে

সপ্তাহান্তে ঘরের কাছে কয়েক ঘণ্টা মন ভাল করার জায়গা। শহরের কোলাহল থেকে একটু দূরে। এমন জায়গা অনেকই আছে। তবে রূপনারায়ণের পাড়ে দেউলটি তার মধ্য অন্যতম। এর আরেকটি বিশেষত্ব রয়েছে। এই দেউলটিতে রয়েছে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি শরৎকুঠি। ঘরের কাছে ঘোরাঘুরি মার্চ মাস সব অফিসেই উইকেন্ডের চাপ। তার মাঝেই সপ্তহান্তে কয়ে ঘণ্টার জন্য বেড়িয়ে আসতে কার না মন চায়। হোটেল রেস্তোরাঁ থেকে একটু দূরে যেতে যাঁরা পছন্দ করেন। তাঁদের জন্য ঘরের কাছাকাছি একাধিক জায়গা রয়েছে বেড়ানোর। তবে রূপনারায়ণ নদীর পাড়ে রয়েছে একটি মনোরকম জায়গা। তার নাম দেউলটি। রূপনারায়ণে হাওয়া খেতে খেতে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। শীতকালে এখানে অনেকে পিকনিক করতেও আসেন। শরৎকুঠি অনেকেই হয়তো জানেন না এই দেউলটিতেই রয়েছে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। যার নাম শরৎকুঠি। যত্ন সহকারে এই বাড়িটিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। জীবনের শেষ ১২ বছর এই বাড়িটিতেই ছিলেন তিনি। এখানে বসেই তিনি রচনা করেছেন পথের দাবি, বিপ্রদাস, রামের সুমতি সহ একাধিক উপন্যাস রচনা করেছেন। একেবারে রূপনারায়ণের পাড়েই রয়েছে সেই বাড়িটি। একটা সময়ে বাড়ির একেবারে পাশেই বয়ে যেত সেই নদী। কীভাবে যাবেন দেউলটি কিন্তু একবেলার মধ্যেই বেড়িয়ে নদীর পাড়ে বসার জায়গা রয়েছে। সেখানে বসে অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। নদীর পাড়ে সবজির ক্ষেতও রয়েছে। বাড়িতেই রয়েছে মিউজিয়াম লালরঙের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা রয়েছে পুরো বাড়িটি। টালির চাল রয়েছে বাড়িটিতে। সেখানে তাঁর ব্যবহৃত

আসা যায়। হাওড়া স্টেশন থেকে খড়গপুর লাইনের লোকাল ট্রেনে চেপে নামতে হবে দেউলটি স্টেশনে। সেখান থেকে টোটোয় করে নামতে হবে শরৎ মোড়ে। বাড়ির পথেই রয়েছে একটি পুকুর। তাঁর বাড়ির সামনে দিয়ে গিয়েছে নদীর পাড়ে যাওয়ার রাস্তা। এই সব জিনিস রয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত সব জিনিস। রয়েছে একটি চরকাও। রয়েছে ইজি চেয়ার। রয়েছে একটি ঠাকুরও। ময়ুর পুষতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এখন আর সেটা নেই। তবে খাঁচাটা রয়ে গিয়েছে। লেখকের ভাইয়ের ছেলে এখনও বাড়িটি সংরক্ষণ করে যান।

বড়দাকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের রন্ধনশালা -র দ্বার উদ্ঘাটন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের সহযোগিতায়, বরদাকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের জন্য নবনির্মিত রন্ধন শালা -র শুভ দ্বার উদ্ঘাটন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব। প্রসঙ্গত শিলিগুড়ির মাননীয় মহা নাগরিকের হাত দিয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুলের রন্ধনশালার উদ্ঘাটন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল কাউন্সিলার প্রতুল চক্রবর্তী এবং এমএমআইসি শ্রাবনী দত্ত ছাড়াও উক্ত স্কুলের সমস্ত শিক্ষক এবং ছাত্ররা। প্রসঙ্গত মিড ডে মিলে স্কুলের শিক্ষার্থীদের পুষ্টিকর খাওয়ার দেওয়া হবে। এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবে খুশি ওই স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

অষ্টমীর স্নানে মজলো ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকার পুণ্যার্থীরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৯ মার্চ ঃ অষ্টমীর স্নানে মজলো ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকার পুণ্যার্থীরা। সংশ্লিষ্ট ব্লকের জটেশ্বর এলাকার বীরকিটি নদীর অষ্টমীর স্নানের ঘাটে সকাল থেকে পুণ্যার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরের সন্ন্যাসী তলায় বাসন্তী পুজোর পাশাপাশি অন্নপূর্ণা পুজোরও আয়োজন হয়। বুধবার সকালে বীরকিটি নদীতে অষ্টমীর স্নানে উপচে

পড়ে ভিড়। জানা গিয়েছে, এদিন সকাল থেকেই পুণ্যার্থীরা ভিড় জমাতে শুরু করেন জটেশ্বরের সন্ন্যাসীতলা পূজা মন্ডপ প্রাঙ্গণে। সকাল থেকেই জিলিপি, মিষ্টি, বেলুন, দই, চিঁড়ে সহ নানা পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন দোকানদার। জানা গেছে, ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পুণ্যার্থী এখানে ভিড় জমান। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দীর্ঘ বহু বছর ধরে এই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে এই বাসন্তী পুজো হয়ে আসছে। তবে এবছর পাড়ার মহিলাদের উদ্যোগে এই পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। ষষ্ঠী থেকে শুরু করে দশমী পর্যন্ত ধুমধাম করে চলে মায়ের আরাধনা। নবমীর সন্ধ্যা বেলায় ঢাক-ঢোল সহকারে বাসন্তী মায়ের আরতি দেখতে ভিড় জমান বিভিন্ন প্রান্তের বহু মানুষ।

যাদের আজীবন সদস্যপদ রয়েছে তাদের জন্য কার্ড স্টেডিয়াম কমিটির

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ নতুনভাবে সেজে উঠবে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে এই স্টেডিয়ামে যাদের আজীবন সদস্যপদ

রয়েছে তাদের ফের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করছে স্টেডিয়াম কমিটি, তবে এবার সেই কার্ড পেতে দিতে হবে পরিচয় পত্র। বুধবার, শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে একটি সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানান শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেন, এর আগে যেই স্টেডিয়াম কমিটি ছিল সেই সময় যাদের আজীবন সদস্যপদ রয়েছে তাদের যেকোনো অনুষ্ঠানের জন্য কার্ড দেওয়া হতো। তবে, তখন প্রয়োজন ছিল না কোনো পরিচয় পত্রের এবং যে কেউ এসে সেই কার্ড নিয়ে যেতে পারতো। তবে, এবার থেকে সেই পদ্ধতিতে বদল আনছে বর্তমান স্টেডিয়াম কমিটি। এবার থেকে যার নামে কার্ড রয়েছে তাকে পরিচয়পত্র দিয়ে সেই কার্ড সংগ্রহ করে নিতে হবে। আগামী ৪ এপ্রিল এই স্টেডিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানের জন্য ৩১, ১ ও ২ তারিখ সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত কার্ড দেওয়া হবে। স্টেডিয়ামের ফসিন গেটের থেকে এই কার্ড সংগ্রহ করা হবে বলে মেয়র জানান। এর পাশাপাশি তিনি আরো জানান, এপ্রিল মাসের দুটো বেসরকারি অনুষ্ঠান হওয়ার পরে, এই মাঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অনুষ্ঠান ছাড়া কোন বেসরকারি অনুষ্ঠান হবে না। শুধু খেলার জন্য ব্যবহৃত হবে এই মাঠ।

মৌন মিছিল প্রানী বন্ধু , প্রাণী সেবী, প্রাণী মিত্রা ও এআই ওয়ার্কার্সদের

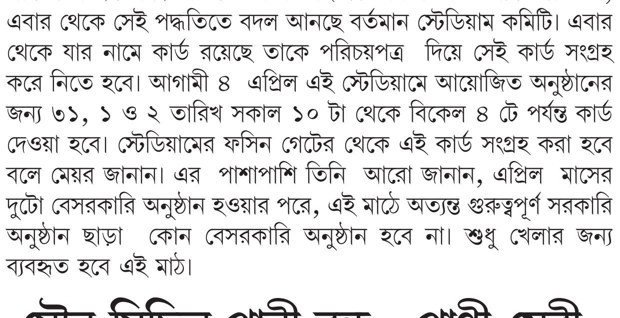

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ জেলার প্রতিটি ব্লক অফিসে কালো ব্যাচ পড়ে মৌন মিছিল প্রানী বন্ধু , প্রাণী সেবী, প্রাণী মিত্রা ও এআই ওয়ার্কার্সদের। তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে গৃহপালিত পশুদের জন্য ভ্যাকসিন করানো হতো। এবং সেই ভ্যাকসিনের পূর্বে এক ধরনের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। আর কাজ শেষ হওয়ার পরে এক ধরনের মূল্য দেওয়ার অর্ডার। তারই এই ধরনের যুক্তি তারা মানতে নারাজ। তারই প্রতিবাদে জেলা জুড়ে প্রাণী ওয়ার্কার্সরা আজ বিভিন্ন ব্লকে প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কালো ব্যাচ পড়ে প্রতিবাদ এবং মৌন মিছিল করেন। তাদের দাবি এই সমস্যার সমাধান না হলে আন্দোলন নেওয়া হবে না।

পানীয় জলের সমস্যা, তৎপর পঞ্চায়েত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ এলাকায় সোলার সিস্টেমে চালিত পানীয় জল প্রকল্প উদ্বোধন করা হলো বুধবার। এদিন এই নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মাটিগাড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণ সরকার। এছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপপ্রধান রেখা মল্লিক সহ পঞ্চায়েতের সদস্যরা। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রধান কৃষ্ণ সরকার বলেন, মাটিগাড়ার পেলকুজোত এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পানীয় জলের সমস্যা ছিল। সেই সমস্যা সমাধান করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের শিলান্যাসের অনুষ্ঠান হতেই সুর চড়ালো বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাপাড়া এবং বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাণীনগর এলাকা সহ অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকার পাড়া এলাকায় রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের শিলান্যাসের অনুষ্ঠান হতেই সুর চড়ালো বিজেপি। এদিন তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন জলপাইগুড়ি বিজেপি শহর পর্যবেক্ষক সৌজিত সিংহ। রাস্তা নির্মাণের জন্য সাধারণ মানুষের দাবিকে বাস্তব রূপ দেওয়ায় একটি মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানালেন অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। উপস্থিত ছিলেন অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুনীতা চন্দ লোহার, পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জীব কর্মকার, রাজেশ মন্ডল সহ অন্যান্যরা। মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকার রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের শিলান্যাস করা হয় মঙ্গলবার। পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের মোট ১২ হাজার কিলোমিটার নতুন ও পুরানো রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বালাপাড়া এলাকার পাশাপাশি বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রাণীনগর সংলগ্ন বেশ কিছু রাস্তা সহ অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন নয়াপাড়া থেকে সরকারপাড়া ও গোমস্তাপাড়ায় হচ্ছে

তিন কিলোমিটার নতুন রাস্তা। পাশাপাশি চৌরঙ্গী মোড়, রামকৃষ্ণপল্লী, বৈরাগীপাড়া, ডাঙাপাড়া, আনন্দনগর সহ জলপাইগুড়ির অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ হচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাজের শিলান্যাস করা হয়। রাস্তা নির্মাণের মানুষের দাবিকে বাস্তব রূপ দেওয়ায় একটি মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। এত টাকা আসবে কোথা থেকে। বর্তমান সরকার মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।

রাজ্যের সাধারণ মানুষের প্রাপ্য ও বিভিন্ন দাবি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন বাম নেতারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ রাজ্যের সাধারণ মানুষের প্রাপ্য ও বিভিন্ন দাবি নিয়ে এবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন বাম নেতারা। রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৭ এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচি নিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা বামফ্রন্ট। এই নিয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন বামফ্রন্টের জেলা আহ্বায়ক সলিল আচার্য। উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টে বিভিন্ন নেতারা। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ শুরু করেছে। সাধারণ মানুষের প্রতি তীব্র বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন সলিল আচার্য। বলেন, বামপন্থীদের আন্দোলনে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ছে। তাঁর অভিযোগ, আরএসএস ও বিজেপি সম্মিলিতভাবে রাজ্যে অশান্তির বাতাবরণ তৈরির প্রচেষ্টায় লিপ্ত। শাসক তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিভিন্ন নেতা মন্ত্রীরা বর্তমানে কেউ জেলে কেউ বেলে রয়েছেন। এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরুদ্ধে জেলা জুড়ে আন্দোলনের নামার কথা জানান তিনি। ৭ এপ্রিল পর্যন্ত জেলাজুড়ে হাট, বাজার ও জনবহুল এলাকায় সভা, মিছিল কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্টের জেলা আহ্বায়ক সলিল আচার্য বলেন, রাজ্যের জনগণকে সরকারি প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া বিল প্রদান, আধার ও প্যান কার্ডের লিঙ্ক করাতে হাজার টাকা জরিমানার সরকারি ফতোয়া প্রত্যাহার, আলুর সহায়ক মূল্য ১০ টাকা করার দাবি, কৃষকদের আলু সংরক্ষণের নিশ্চয়তা, কৃষি ঋণ মুকুব করার দাবি তোলা হয়। এছাড়া রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করায় কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী-অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও সরব হন তিনি।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পচা ডিম, অভিযোগ শুনতে এসে বন্দী সুপারভাইজার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ মার্চ ঃ পচা ডিম দেওয়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার ভিজিট করতে এসে তালা বন্দী হলেন সুপারভাইজারও। ভিলেজ পুলিসের তৎপরতায় রক্ষা পেলেন তিনি। এই নিয়ে বুধবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেন্দ্রপুর-৩ অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের কর্মী বিনতি দাসের বিরুদ্ধে শিশুদের পচা ডিম ও অনিয়মিত খাবার দেওয়ার অভিযোগ তুলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও রাঁধুনীকে সেন্টারে তালা বন্দি করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন স্থানীয় অভিভাবকেরা। সংবাদমাধ্যমে সেই খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসেন সুপারভাইজার রুমি মন্ডল ও সিডিপিও আব্দুল সাত্তার। বুধবার সকালে সুপারভাইজার রুমি মন্ডল ওই সেন্টারটি ভিজিট করতে আসলে অভিভাবকেরা অভিযোগ জানাতে তার কাছে ছুটে যায়। অভিযোগ ওঠে সুপারভাইজার অভিভাবকদের অভিযোগ না নিয়ে নিজের মতো করে সেন্টার ভিজিট করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে অভিভাবকেরা সুপার ভাইজার, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং রাঁধুনিকে এক ঘরে আটকে রেখে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ভিলেজ পুলিস অনির্বাণ ঝা ও সিডিপিও আব্দুল সাত্তার। ভিলেজ পুলিসের তৎপরতায় রক্ষা পান সুপারভাইজার। এরপর সিডিপিও আব্দুল সাত্তার অভিভাবকদের কাছ থেকে সরাসরি অভিযোগ শোনেন এবং অভিযোগের ভিত্তিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বিনতি দাসকে এই সেন্টার থেকে ট্রান্সফার করিয়ে দেন। সুপারভাইজার রুমি মন্ডল জানান, অভিভাবকদের অভিযোগ শোনার জন্যই তিনি সেন্টারে এসেছিলেন। কিন্তু স্থানীয় অভিভাবকেরা তাঁকে অভিযোগ শোনার কোনো সুযোগই দেননি। উপরন্তু তারাই তাঁকে তালা মেরে আটকে রাখেন। সিডিপিও আব্দুল সাত্তার জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে এই সেন্টার থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর থেকে শিশুরা নিয়মিত খাবার পাবেন বলে জানান তিনি।

খড়গপুর আইআইটি-র ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ খড়গপুর আইআইটি'র ছাত্র ফয়জল আহমেদের মৃত্যু নিয়ে রহস্যয় ক্রমেই বাড়ছে। এবার মৃতদেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। আইআইটি ছাত্রের মৃত্যুতে এতদিন আত্মহত্যার কথা বলছিল পুলিশ। আগেও আদালতে এজন্য পুলিশকে তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল। আদালত ফের ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেওয়ায় অসমের ডিব্রুগড়ে দেহ কবর থেকে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ এপ্রিল। খড়গপুর আইআইটি'র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ফয়জল আহমেদ অসমের তিনসুকিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। হস্টেলে থাকতেন তিনি। হস্টেলের ঘর থেকে দুর্গন্ধ বের হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দেন। তারপর পুলিশ এসে বিকৃত অবস্থায় পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে। এরপরেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে খড়গপুর টাউন থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। তারপরেই অসমের তিনসুকিয়া থেকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে এসে ছেলেকে খুনের অভিযোগ করেছিলেন ফয়জলের বাবা -মা। ময়নাতদন্তের ভিডিও দেখে খুব স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তাই দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের করার পরামর্শ দিয়েছেন প্রবান ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ অজয় গুপ্তা। আগে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় আইআইটির ডিরেক্টরের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা প্রশ্ন করেছিলেন, ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় আদৌ কোনও অনুশোচনা আছে আপনার? নিজের সন্তান হলে কেমন মনে হত? ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা ঘটলে তার দায়বদ্ধতা আপনার উপর বর্তাবে বলে শুনানিতে জানিয়েছিলেন বিচারপতি।

তৃণমূলের সভার জন্য এল এল বি পরীক্ষা স্থগিত রাখার অভিযোগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৯ মার্চ ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এলএলবি দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। এই বিষয়ে মঙ্গলবার বিকালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। তারপরই ভারতের ছাত্র ফেডারেশনে পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার তরফ থেকে বুধবার অভিযোগ করা হয় । শুধুমাত্র শাসকদলের সভা থাকার জন্যই পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। এদিন এই বিষয় নিয়ে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন এস এফ আই এর পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয় রাজবাটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের কাছে। এদিন তারা আরও অভিযোগ করেন এর আগেও ২১ জুলাই ও ২৮ আগস্ট তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক সভার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ঠিক একই রকম আজও অর্থাৎ ২৯ মার্চ শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সভা থাকার জন্য পুনরায় এই পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও পরীক্ষার স্থগিত রাখার কোন নির্দিষ্ট কারণ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই অভিযোগ তুলে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার পক্ষ থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অনির্বাণ রায় চৌধুরী জানিয়েছেন, এর আগেও ২১ জুলাই ও ২৮ শে আগস্ট তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক সভার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা স্থগিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এর জন্য সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের। কারণ সঠিক সময় পরীক্ষা না হয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফলাফল ঘোষণা করতে পারছে না। আর অন্যদিকে শাসক দলে অঙ্গুলী হেলনের পরিবর্তন করছে নির্ধারিত পরীক্ষার সূচিও যার ফলে সমস্যার শিকার হচ্ছেন সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। আমরা ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার তরফ থেকে এই ঘটনা তীব্র নিন্দা করছি।

কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৯ মার্চ ঃ বেলচা ও কোদাল নিয়ে শ্রমিক দিনমজদুর সাথে নিয়ে মহকুমা শাসকের প্রশাসনিক ভবনের সামনে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ করলো তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। সৈয়দ সিরাজ জিম্মি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জনসাধারণের হক আদায় করতে ধর্ণায় বসেছেন। তেমনি আমরাও মহকুমা শাসকের প্রশাসনিক ভবনের সামনে বসেছি। কেন্দ্র সরকার একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনার টাকা আঁটকে দিয়েছে। এই টাকা সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা। মোট এক লক্ষ পনেরো হাজার কোটি টাকা রাজ্যের প্রাপ্য। কিন্তু কেন্দ্র রাজনীতি করতে সেই টাকা আঁটকে রেখেছে। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়বো।

গঙ্গা মেলায় অগণিত মানুষের ঢল জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ মার্চ ঃ আজ থেকে শুরু হলো জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের দুরামারির রাঙ্গাতিতে গঙ্গা অষ্টমী স্নানের মেলা। পাঁচ দিনব্যাপী চলবে এই মেলা। বুধবার মেলা শুরুর দিন ভোর বেলা থেকে কাতারে কাতারে ভক্তরা স্নান করতে আসতে শুরু করেছে। গঙ্গা অষ্টমী স্নান কে ঘিরে নদীর চরে বসেছে আনন্দ মেলা। আর এই আনন্দ মেলা রকমারি দোকানের সাথে নাগরদোলানা, ব্রেকডেন্স সহ কচিকাঁচাদের জন্য খেলনা, সামুদ্রিক দোকান। তবে মেলার নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ। মেলা কমিটির সম্পাদক প্রবীণ মির্ধা বলেন পাঁচ দিন ব্যাপী এই মেলায় দুরদুরন্ত থেকে প্রচুর মানুষ আসেন জেলার দূরান্তরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।

বিদ্যুৎহীন গ্রামে সোলার লাইট দিল বিএসএফ

দুরন্ত বার্তা, চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ মার্চ ঃ কাঁটাতারের বেড়াবন্দি চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙ্গিটাড়ি হাড়িকামাত বিদ্যুৎহীন এই গ্রামে ১৪ টি সোলার লাইট দিল বিএসএফ। বুধবার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত চৌকিতে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সোলার লাইট দেওয়া হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি অজয় সিং সহ অন্য বিএসএফ কর্তারা। স্থানীয়দের বক্তব্য, সোলার লাইটের ব্যবস্থা হওয়ায় রাতের বেলা তাঁদের সুবিধা হবে। বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন সোলার লাইট ছাড়াও সীমান্তের ভোটবাড়ি গ্রামের একটি যোগা টিমের হাতে কম্পিউটার, যোগা সামগ্রী, চ্যাংরাবান্ধার একটি নৃত্যগোষ্ঠীর হাতে নাচের বাদ্যযন্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে তাঁদের আরও পরিকল্পনা রয়েছে।

বুকে ব্যথা, হাসপাতালে ভর্তি জিতেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৯ মার্চ ঃ কম্বলকাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া জিতেন্দ্র তিওয়ারি জেলের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বুধবার হঠাৎই তাঁর বুকে ব্যথা শুরু হয়। জেল কর্তৃপক্ষ দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান বিজেপি নেতাকে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট বা সিসিইউতে ভর্তি করানো হয়েছে। আসানসোল বিশেষ সংশোধনাগার থেকে বুধবার সন্ধ্যায় আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় জিতেন্দ্রকে। সংশোধনাগার সূত্রে খবর, সন্ধ্যাবেলা জেলের আধিকারিকদের জিতেন্দ্র জানান, তাঁর বুকে ব্যথা করছে। আগে থেকেই তাঁর পেট এবং বুকের সমস্যা ছিল। হঠাৎই অসুস্থতা বোধ করলে জেলের চিকিৎসককে প্রথমে খবর দেওয়া হয়। তিনি পরীক্ষা করে জিতেন্দ্রকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এর পরেই পুলিশি নিরাপত্তায় ঘিরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান জেল কর্তৃপক্ষ।

পরিবহন ব্যবস্থা, রাজ্য কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালো সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ মার্চ ঃ পরিবহন ব্যবস্থার উপর পুলিশি হয়রানি এবং ১৫ বছরের পুরনো গাড়িকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালো সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সিটু । বুধবার দুপুরে সিটু সমর্থিত পরিবহন শ্রমিকেরা মালদা শহরের একটি বিশাল রেলি করে। এর পরই জেলা প্রশাসনিক ভবনে জেলা শাসকের কাছে একটি ডেপুটেশন দেয়। সেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পরিবহন ব্যবস্থার উপর যে নির্দেশ লাগু করা হয়েছে তার চরম বিরোধিতা করা হয়। মালদার সিটু নেতা নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন, কেন্দ্র সরকার ২০১৯ সালে পরিবহন রোড ট্রান্সপোর্ট এবং সেফটি বিলের নামে যে আইন নিয়ে এসেছে, তা আগামীতে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে চরম দুর্দশা পরিণত হবে। এখন বলা হচ্ছে ১৫ বছরের পুরনো গাড়ি কোনরকম ভাবেই চলতে দেওয়া হবে না। মালদায় সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের যানবাহন প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার চলাচল করে। অধিকাংশ গাড়ি ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে হলে বাতিল করে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। তাতে পরিবহন শ্রমিক থেকে সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রত্যেকের মধ্যেই তার বিরূপ প্রভাব পড়বে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের আরটিও দপ্তর থেকে যখন তখন জরিমানা অথবা অযথাই টাকা আদায় করা হচ্ছে। এই বিষয় নিয়ে এদিন এই বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মিরাবেল এগ্রো ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাইভেট লিমিটেড

[illegible] ১০০ % [illegible]

ক্র. নং.	জেনেরিক নাম	পণ্যের বিবরণ	
১	মিরাবেল NPK 20:20:20 ১০০ % [illegible]	মোট নাইট্রোজেন	ঃ ২০.০ %
		P_2O_5 [illegible]	ঃ ২০.০ %
		K_2O [illegible]	ঃ ২০.০ %
		[illegible]	ঃ ১০০.০ %
২	মিরাবেল NPK 0:16:16 ১০০ % [illegible]	P_2O_5 [illegible]	ঃ ১৬.০ %
		K_2O [illegible]	ঃ ১৬.০ %
		ক্যালসিয়াম (চেলেটেড ফর্ম)	ঃ ২.০ %
		ম্যাগনেসিয়াম (চেলেটেড ফর্ম)	ঃ ২.০ %
		বোরন B হিসাবে	ঃ ০.৫০ %
		সালফার S হিসাবে	ঃ ২.০ %
৩	মিরাবেল NPK 00:15:15 ১০০ % [illegible]	P_2O_5 [illegible]	ঃ ১৫.০ %
		K_2O [illegible]	ঃ ১৫.০ %
		ম্যাঙ্গানিজ Mn হিসাবে	ঃ ১২.০ %
		Zn হিসাবে জিঙ্ক	ঃ ২.৫ %
		S হিসাবে সালফার	ঃ ১২.০ %
		[illegible]	ঃ ১০০.০ %
৪	মিরাবেল NPK 00:20:13 ১০০ % [illegible]	P_2O_5 [illegible]	ঃ ২০.০ %
		K_2O [illegible]	ঃ ১৩.০ %
		Zn হিসাবে জিঙ্ক	ঃ ১০.০ %
		ম্যাগনেসিয়াম Mg হিসাবে	ঃ ২.০ %
		B হিসাবে বোরন	ঃ ০.৫ %
		S হিসাবে সালফার	ঃ ৬.০ %
		[illegible]	ঃ ১০০.০ %
৫	মিরাবেল NPK 00:12:18 ১০০ % [illegible]	P_2O_5 [illegible]	ঃ ১২.০ %
		K_2O [illegible]	ঃ ১৮.০ %
		Ca-EDTA [illegible]	ঃ ২.০ %
		ম্যাগনেসিয়াম Mg হিসাবে	ঃ ৪.০ %
		বোরন B হিসাবে	ঃ ০.২ %
		Cu হিসাবে তামা	ঃ ১.০ %
		ম্যাঙ্গানিজ Mn হিসাবে	ঃ ১.০ %
		Zn হিসাবে জিঙ্ক	ঃ ২.৫ %
		S হিসাবে [illegible]	ঃ ৬.০ %
৬	মিরাবেল NPK 00:14:18 ১০০ % [illegible]	P_2O_5 [illegible]	ঃ ১৪.০ %
		K_2O [illegible]	ঃ ১৮.০ %
		বোরন B হিসাবে	ঃ ১.০ %
		Cu হিসাবে তামা	ঃ ১.০ %
		ম্যাঙ্গানিজ Mn হিসাবে	ঃ ২.০ %
		Zn হিসাবে জিঙ্ক	ঃ ২.৫ %
		Fe-EDTA [illegible]	ঃ ২.৫ %
		S হিসাবে [illegible]	ঃ ৫.০ %
৭	মিরাবেল NPK 00:16:16 ১০০ % [illegible]	P_2O_5 [illegible]	ঃ ১৬.০ %
		K_2O [illegible]	ঃ ১৬.০ %
		ক্যালসিয়াম (চেলেটেড ফর্ম)	ঃ ২.০০ %
		ম্যাগনেসিয়াম (চেলেটেড ফর্ম)	ঃ ২.০০ %
		Zn হিসাবে জিঙ্ক	ঃ ১.০০ %
		বোরন B হিসাবে	ঃ ০.১০ %
		S হিসাবে সালফার	ঃ ২.৫০ %
৮	মিরাবেল NPK 00:10:21 ১০০ % [illegible]	P_2O_5 [illegible]	ঃ ১০.০ %
		K_2O [illegible]	ঃ ২১.০ %
		বোরন B হিসাবে	ঃ ০.৫ %
		Cu হিসাবে তামা	ঃ ১.০ %
		ম্যাঙ্গানিজ Mn হিসাবে	ঃ ৪.০ %
		Zn-EDTA [illegible]	ঃ ৩.৫ %
		Fe-EDTA [illegible]	ঃ ২.০০ %
		Mo হিসাবে [illegible]	ঃ ০.০০১ %
		S হিসাবে [illegible]	ঃ ৭.০০ %
৯	মিরাবেল NPK 13:40:13 ১০০ % [illegible]	N হিসাবে মোট নাইট্রোজেন	ঃ ১৩.০ %
		P_2O_5 [illegible]	ঃ ৪০.০ %
		K_2O [illegible]	ঃ ১৩.০ %

[illegible]

তারিখ ঃ ২৯.০৩.২০২৩

[illegible]

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C)/Br-VII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: **KMC/EEC/VII/65/62/22-23/BS (2nd Call)**

Name of work: **Repairing of bustee passage at Palm Avenue, Tiljala Lane, Shamsul Huda Road and its surrounding area in Ward No.-65.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,91,862.77**. Earnest Money: **₹ 5,850.00**. Period of Completion: **45 days**. Last Date and Time of submission of bid: **13.04.2023 up to 12 noon.** Tender will be opened on **17.04.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **31.03.2023 at 6.55 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (C)/Br-X, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No.: **EE(C)/BX/96/35/2022-23/D**
Name of work: **Restoration of Asphaltum Road disturbed by W/S Deptt. near Premises 84B, Ibrahimpur Road, 1/37/1, Bijoygarh etc. in Ward No.-96, Br-X.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,39,818.34**. Earnest Money: **₹ 4,800.00**. Period of Completion: **60 days**.

2. NIT No.: **EE(C)/BX/89/39/2022-23/R**
Name of work: **Restoration of Asphaltum Road near Prem.No. 37A, P.B. Shah Road & IPS passages at 70C Izzatullah Lane etc. in Ward No.-89, Br-X.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 1,16,486.42**. Earnest Money: **₹ 2,330.00**. Period of Completion: **90 days**.

3. NIT No.: **EE(C)/BX/100/43/2022-23/D**
Name of work: **Restoration of Asphaltum Road disturbed by W/S Deptt. due to laying of pipe line at 251/A/65, 251A/30, N.S.C. Bose Road etc. in Ward No.-100, Br-X.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 2,18,497.43**. Earnest Money: **₹ 4,370.00**. Period of Completion: **45 days.**

4. NIT No.: **EE(C)/BX/99/26/2022-23/D**
Name of work: **Restoration of Asphaltum and Concrete road disturbed by W.S. Dept. near Premises No. 4/59, 2/108, Vidyasagar, 59/2, Jorabagan, 23/J/1, Raipur Mondal Para Road etc. in Ward-99, Br-X.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,94,637.58**. Earnest Money: **₹ 9,900.00**. Period of Completion: **120 days**. Last Date and Time of submission of bid: **13.04.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 1 to 4). Date and Time of opening of bid: **18.04.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **31.03.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: **KMC/IX/071/092/2022-2023/D (1st Call)**
Name of work: **Restoration of I.P. footpath at 32/1A, 38, 38/1A, Suhashinni Ganguly Sarani, 11/1/B, 22A, Bijoy Bose Road and different places disturbed by CESC and Natural Wear & Tear in Ward No.-71.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,97,088.67**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

2. NIT No.: **KMC/EEIX/074/077/2022-2023 (1st Call)**
Name of work: **Restoration of I.P. passage at 42A, Raja Santosh Road, 3, 17, 47F, 44/18, Durgapur Lane, Aftab Mosque Lane etc. disturbed by P.U. Agency in Ward No.-74.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,97,950.00**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **60 days**. Last Date and Time of submission of bid: **13.04.2023 – 11 a.m.** (for Sl.No. 1 & 2). Tender will be opened on: **17.04.2023 – 11 a.m.** (for Sl.No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **31.03.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 & 2).

1218/22-23

মেসির হ্যাটট্রিকে গোলের সেঞ্চুরি, আর্জেন্টিনা জিতল ৭-০ ব্যবধানে!

জাদুকরী ফুটবলে মুগ্ধতা ছড়ালেন লিওনেল মেসি। দেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে স্পর্শ করলেন আন্তর্জাতিক ফুটবলে গোলের তিন অঙ্ক। সেখানেই না থেমে উপহার দিলেন দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিক। আগ্রাসী ফুটবলে কুরাসাওকে গোল বন্যায় ভাসাল কাতার বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়নরা।

বুয়েনস আইরেস, ২৯ মার্চঃ সান্তিয়াগো দেল এস্তেরোর মাদ্রে দে সিউদাদেসে ভারতীয় সময় বুধবার সকালে প্রীতি ম্যাচে ৭-০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা। তাদের অন্য চার গোলদাতা নিকোলাস গনসালেস, এনসো ফের্নান্দেস, আনহেল দি মারিয়া ও গনসালো মনতিয়েল। ডিসেম্বরে বিশ্বকাপের ফাইনালে ফ্রান্সকে হারিয়ে শিরোপা জয়ের পর এ মাসেই প্রথম মাঠে নামে লিওনেল স্কালোনির দল। গত শুক্রবার পানামাকে ২-০ গোলে হারানোর পর এবার তারা প্রতিপক্ষকে কোনো সুযোগই দেয়নি। ম্যাচ শুরুর তৃতীয় মিনিটেই নিশ্চিত গোলের সুযোগ নষ্ট হয় আর্জেন্টিনার। ডান দিক থেকে সতীর্থের গোলমুখে বাড়ানো বলে কেবল একটা টোকা দেওয়ার দরকার ছিল মার্তিনেসের, কিন্তু তালগোল পাকান তিনি। ১০ মিনিট পরই সেঞ্চুরি হয়ে যেতে পারতো মেসির। তবে বক্সের ঠিক বাইরে থেকে তার জোরাল শট ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে ফেরান কুরাসাও গোলরক্ষক। পরের দুই মিনিটে আরও দুটি ভালো আক্রমণ করে র‌্যাঙ্কিংয়ের দুই নম্বর দলটি কিন্তু মার্তিনেস কিংবা গনসালেস, কেউ শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। মেসির শততম গোলের জন্য অপেক্ষা অবশ্য দীর্ঘ হয়নি। ২০তম মিনিটে জিওভানি লো সেলসোর পাস বাঁ পায়ে ধরে বক্সে একজনের বাধা এড়িয়ে ডান পায়ের শটে দলকে এগিয়ে নেন পিএসজি তারকা। তিন মিনিট পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করে তারা। হেরমান পেস্‌সেইয়ার হেড গোললাইনে প্রতিহত হওয়ার পর ফিরতি বল হেডেই জালে পাঠান ফিওরেন্তিনা ফরোয়ার্ড গনসালেস। প্রতিপক্ষের প্রবল চাপ সামলে পাল্টা আক্রমণে ওঠার সুযোগই পাচ্ছিল না কুরাসাও। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের আটকে রাখার কোনো উপায়ই যেন খুঁজে পাচ্ছিল না ফিফা র‌্যাঙ্কিংয়ের ৮৬ নম্বর দলটি। পাঁচ মিনিটে আরও তিনবার জালে বল পাঠিয়ে বিশাল জয়ের দিকে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। ৩৩তম মিনিটে গনসালেসের পাস পেয়ে বাঁ পায়ের শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন মেসি। চার মিনিট পর লো সেলসোর থ্রু বল দুই ছোঁয়ায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সে ঢুকে জোরাল নিচু শটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন সাতবারের বর্ষসেরা ফুটবলার। জাতীয় দলের হয়ে ১৭৪ ম্যাচে ১০২ গোল করলেন মেসি। ওই দুই গোলের মাঝে এনসো ফের্নান্দেসের গোলেও জড়িয়ে মেসির নাম। তার ছোট কাটব্যাক পেয়েই বক্সের মুখ থেকে জোরাল শটে স্কোরলাইনে নাম লেখান চেলসি মিডফিল্ডার। প্রথমার্ধে মোট ১৫টি শট নিয়ে ১০টি লক্ষ্যে রাখা আর্জেন্টিনা বিরতির পরও আক্রমণাত্মক শুরু করে। তবে শুরুর তুলনায় তাদের খেলায় গতি কম ছিল। পাল্টা আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে সফরকারীরা, যদিও সুবিধা করতে পারেনি তারা। ৫৪তম মিনিটে মার্তিনেস এবং পরের মিনিটে গনসালেস ভালো সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি। ৭১তম মিনিটে মেসির থ্রু বল বক্সে পেয়ে গোলরক্ষক বরাবর শট নেন গনসালেস। লো সেলসোর বদলি নামা দি মারিয়া ৭৮তম মিনিটে সফল স্পট কিকে ব্যবধান আরও বাড়ান। তার শটেই বল বক্সে কুকো মার্তিনার হাতে লাগলে পেনাল্টি পায় আর্জেন্টিনা। আর ৮৭তম মিনিটে দিবালার পাস পেয়ে শেষ গোলটি করেন মনতিয়েল। গ্যালারি ঠাসা সমর্থকদের উল্লাসে ভাসিয়ে মাঠ ছাড়েন মেসি-মার্তিনেসরা।

অনুশীলনে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন! আইপিএলের আগে চোটের কবলে ধোনি?

চেন্নাই, ২৯ মার্চঃ এ বার চোট আতঙ্ক চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরে! আইপিএল শুরু হতে মাঝে মাত্র আর একটা দিন। প্রথম ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন গুজরাট জায়ান্টসের প্রতিপক্ষ চেন্নাই সুপার কিংস। মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ফের একবার বাইশ গজে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন অনুরাগীরা। আইপিএলের বল গড়ানোর ঠিক আগেই চোটের আতঙ্ক সিএসকে শিবিরে। অনুশীলনে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা গিয়েছে ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, সম্ভবত ধোনির বাঁ পায়ে চোট লেগেছে। ধোনির হাঁটুতে নি ক্যাপ পরানো রয়েছে। যা দেখে ব্যপক দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছে সিএসকে ও ধোনি অনুরাগীরা। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দলের প্রাণভোমরা চোট পেলে দুশ্চিন্তা তো হবেই। ধোনি নাকি নেট প্র্যাক্টিস নিয়ে খুব একটা উৎসাহিত নন। বাঁ পা সামলে হাঁটছেন। পায়ে নি ক্যাপ পরানো রয়েছে। হাঁটার সময় বোঝা গিয়েছে তিনি খোঁড়াচ্ছেন। তা সত্ত্বেও অনুশীলনে যোগ দেন। টিমের প্র্যাকটিস সেশন দেখতে চিপক স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে উপচে পড়েছে ভিড়। বাঁ পা সামলে অনুশীলনে নেমে চার-ছয় হাঁকিয়েছেন। মাহিকে পুরনো মেজাজে দেখে চিপকের গ্যালারিতে কান পাতা দায়। সদ্য চেন্নাই সুপার কিংসের সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুশীলনে ধোনির চার-ছয় মারার এক ভিডিয়ো শেয়ার করেছে।

মুম্বই পাচ্ছে নতুন ক্যাপ্টেন? আইপিএলের আগেই বড় সিদ্ধান্ত রোহিতের

মুম্বই, ২৯ মার্চঃ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সমস্যার যেন শেষ হতেই চাইছে না। এ বারের আইপিএলে জসপ্রীত বুমরাকে পাচ্ছে না পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়নরা। অস্ত্রোপচারের জন্য আপাতত বাইশ গজ থেকে দূরে তিনি। কোটি কোটি টাকার ক্রিকেটার খেলতে না পারলে ফ্র্যাঞ্চাইজির চাপে পড়াটা স্বাভাবিক। অস্ত্রোপচারের জন্য দেড় কোটি টাকায় কেনা অস্ট্রেলিয়ার জোরে বোলার ঝাই রিচার্ডসনও খেলতে পারবেন না। আইপিএল শুরুর আগে জোড়া ধাক্কায় কাত মুম্বইকে এ বার সমস্যায় ফেলে দিলেন খোদ অধিনায়ক রোহিত শর্মা। একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে সব ম্যাচে খেলতে পারবেন না রোহিত শর্মা। সিদ্ধান্তের কথা এমআই কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। যে কারণে নতুন ক্যাপ্টেন বেছে নিতে হচ্ছে আইপিএলের সবচেয়ে সফল ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে। সেই ২০১৩ সালে রোহিত গুরুনাথ শর্মার হাতে দলের ক্যাপ্টেন্সির দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তারপর থেকে দলটি চূড়ান্ত সাফল্যে পেয়েছে। আইপিএল দলকে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন করা রোহিত শর্মার কাঁধে রয়েছে জাতীয় দলের নেতৃত্ব। ক্যাপ্টেন হিসেবে জাতীয় দলে ও আইপিএল-দুটি ক্ষেত্রেই তাঁর দায়িত্ব আলাদা। কিন্তু জাতীয় দলের থেকে বড় নয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট। আইপিএল ফাইনালের এক সপ্তাহ পরই লন্ডনের ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। এছাড়া ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপ তো রয়েছেই। ঠাসা ক্রীড়াসূচির মধ্যে নিজেদের ফিট রাখাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। এমনিতে রোহিত ভীষণ চোটপ্রবণ। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে চোটের কবলে পড়ার রেকর্ড রয়েছে তাঁর। তাই আইপিএলের সময় জাতীয় দলের বাকি ক্রিকেটারদের মতোই ক্যাপ্টেনের ওয়ার্কলোডের দিকে চোখ থাকবে বিসিসিআইয়ের। তাই আইপিএলে সব ম্যাচে খেলার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকছেন রোহিত। আইপিএলের সময় জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা কীভাবে নিজেদের ফিট রাখবেন, তা ক্রিকেটারদেরই ঠিক করতে হবে। এমনটাই জানিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। শুরুটা করলেন নিজেকে দিয়ে। মুম্বইয়ের হয়ে সব ম্যাচে না খেলে বেছে বেছে খেলবেন রোহিত। তাঁর অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব। নিজে না খেললেও দলের সঙ্গে ট্রাভেল করবেন রোহিত। ডাগ আউট থেকে সূর্যকে গাইড করবেন। জাতীয় দলের স্বার্থে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন টিমের প্রাইজমানির সমান জরিমানা হচ্ছে কেরালা ব্লাস্টার্সের?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন হলে মেলে ৬ কোটি। আর রানার্স টিম পায় আড়াই কোটি। চ্যাম্পিয়ন না হয়েও যদি কোনও টিমের মাথায় ঝোলে ৫ কোটি টাকা? অবশ্য এই বিপুল অর্থ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য নয়, জরিমানা হিসেবে দিতে হবে। রীতিমতো চমকে দেওয়ার ঘটনা। তা-ই এ বার দেখা যেতে পারে। আর তা যদি হয়, তা হলে আইএসএল এবং ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি জরিমানা দেওয়ার রেকর্ড হয়ে যাবে। কোন টিমের মাথায় ঝুলছে এমন বিপুল অর্থের জরিমানার খাড়া? কেরালা ব্লাস্টার্স। আইএসএল সেমিফাইনালে ওয়াকআউট করার জন্যই এমন বড়সড় জরিমানা করতে চলেছে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে সেমিফাইনালে টিম তুলে নিয়েছিল কেরালা। এক্সট্রা টাইমের প্রথমার্ধে সুনীল ছেত্রী দ্রুত ফ্রি-কিক নিয়েছিলেন। যা নিয়েই বিতর্ক দেখা দেয়। ফ্রি-কিক নেওয়ার নিয়ম কী, এ ভাবে কোনও ফুটবলার কি দ্রুত ফ্রি-কিক নিতে পারেন, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। চরম বিতর্ক, গন্ডগোলের মধ্যে ওই গোলকে রেফারি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তা নিয়েই তুমুল ঝামেলা শুরু হয়ে যায় দুই টিমের মধ্যে। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে বাকি ম্যাচ আর খেলতে রাজি হয়নি কেরালা। কোচ ইভান ভুকোমানোভিচ প্লেয়ারদের নিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে যান। ফেডারেশন, আইএসএলের কর্তা, ম্যাচ রেফারিরা বারবার অনুরোধ করলেও তা মানেনি কেরালা। তার পর থেকেই মোটামুটি ঠিক হয়ে গিয়েছিল, ম্যাচ না খেলে মাঠ থেকে ওয়াকআউট করার জন্য শাস্তি পাবে কেরালা। এক সংবাদমাধ্যমে খবর অনুযায়ী, ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ঠিক করেছে, ওয়াকআউট করার জন্য ৫ কোটি জরিমানা হবে কেরালার। যা চ্যাম্পিয়ন টিমের প্রাইজমানি থেকে ১ কোটি কম। এআইএফএফের ৫৮ ধারা অনুযায়ী, কোনও টিম ম্যাচ চলাকালীন মাঠ থেকে ওয়াকআউট করলে ৬ লক্ষ টাকা জরিমানা হতে পারে। বাকি টুর্নামেন্টে আর খেলতে পারবে না। ভবিষ্যতেও তাদের ওই টুর্নামেন্টে খেলতে দেওয়া নাও হতে পারে। খেললে, শাস্তি হিসেবে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট কাটা হতে পারে। কিন্তু আইএসএলের সাফল্যের কথা মাথায় রেখে কেরালাকে টুর্নামেন্ট থেকে বাদ দিচ্ছে না ফেডারেশন। পয়েন্টও কাটা হবে না। তার বদলে দৃষ্টান্তমূলক আর্থিক জরিমানা করা হচ্ছে তাদের। ৫-৭ কোটি জরিমানা হতে পারে। যাতে এর থেকে শিক্ষা নেয় ভারতীয় ফুটবল।

নজরে আইপিএল

শক্তিশালী দিল্লির ইউএসপি টিম গেম, ঋষভ পন্থের অনুপস্থিতিতে কিপার কে?

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চঃ দিল্লির 'ক্যাপিটাল' কী? টিম গেম! হয়তো তাই। গত বছরের শেষে গুরুতর গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। এ বারের আইপিএলে তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে হেড কোচ রিকি পন্টিং ঋষভ পন্থকে ডাগআউটে চাইছেন। পন্থের যা পরিস্থিতি, প্রতি ম্যাচে তাঁর পক্ষে মাঠে আসা সম্ভব নয়। রিকি পন্টিং একটি সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, টিমের জার্সি কিংবা টুপিতে ঋষভের জার্সি নম্বর রাখা। তবে ঋষভের অনুপস্থিতিতে দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে বেশ কিছু বিষয়ে ভাবনার জায়গা ছিল। নেতৃত্ব, ব্যাটিং এবং সবচেয়ে বেশি হল উইকেটকিপার। নেতৃত্ব দেবেন ডেভিড ওয়ার্নার। ব্যাটিংয়ে তাঁর অনুপস্থিতি ঢাকার জন্য হয়তো অনেক বিকল্পই রয়েছেন। তবে ঋষভের মতো কিপার-ব্যাটার! কী হতে পারে দিল্লি ক্যাপিটালসের রণনীতি? সাংবাদিক সম্মেলনে দিল্লির হেড কোচ এ প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, প্রস্তুতি ম্যাচে সরফরাজ খানকে দেখা হবে। সরফরাজ যদি এই দায়িত্ব সামলে নিতে পারেন, তাহলে একটা চিন্তা অন্তত কমবে। মঙ্গলবার দিল্লির অনুশীলনে দেখা যায়, সরফরাজ খান কিপিং ড্রিল সারছেন। শুধু সরফরাজ নন, কিপিংয়ে আরও বিকল্প রয়েছেন মণীশ পাণ্ডে ও ফিল সল্ট। দ্বিতীয় জনকে খেললে বিদেশি নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হবে। মণীশ পাণ্ডে কিপিংয়ের দায়িত্ব নিলে প্রয়োজন বিদেশি ক্রিকেটারদের শাফল করা যাবে। দিল্লি ক্যাপিটাল শিবিরে এ বার বাড়তি নজর থাকবে পৃথ্বী শ-এর দিকে। ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। কিন্তু জাতীয় দলে ফেরা হয়নি। আইপিএলে ভালো খেলে জাতীয় দলে ফেরার চেষ্টা থাকবে পৃথ্বীর। তেমনই নজর থাকবে নতুনদের দিকে। এ বারই ৫ কোটি টাকার বেশি দামে পেসার মুকেশ কুমারকে সই করিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। নিলামে নজর কেড়েছিলেন বাংলার এই পেসার। বছর খানেক ধরেই জাতীয় দলের দরজায় কড়া নাড়ছিলেন। ডাকও পেয়েছিলেন। এ দলের হয়ে খেলার সুযোগ হলেও আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার দুই পেসার অনরিখ নর্জে এবং লুনগি এনগিডিকে শুরুর দিকে পাবে না দিল্লি। মুকেশের কাছে দারুণ সুযোগ। আইপিএল তাঁর কাছে দারুণ মঞ্চ। তেমনই ২০২২ সালের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক যশ ধূল, বিকি ওসওয়ালরা কতটা সুযোগ পান, কেমন পারফর্ম করেন, সে দিকেও বাড়তি নজর থাকবে।

এ বার দিল্লি স্কোয়াড দেখে নেওয়া যাক- ডেভিড ওয়ার্নার (অধিনায়ক), পৃথ্বী শ, যশ ধূল, ফিল সল্ট, সরফরাজ খান, মণীশ পান্ডে, রাইলি রোসো, রিপল প্যাটেল, রোভম্যান পাওয়েল, মিচেল মার্শ, ললিত যাদব, অক্ষর প্যাটেল, আমান খান, বিকি ওসওয়াল, কুলদীপ যাদব, প্রবীণ দুবে, অনরিখ নর্জে, চেতন সাকারিয়া, কমলেশ নাগরকোটি, খলিল আহমেদ, লুনগি এনগিডি, মুস্তাফিজুর রহমান, ইশান্ত শর্মা, মুকেশ কুমার।

খোলনলচে বদলে ফেলা হায়দরাবাদ এ বারের সংস্করণে ডার্ক হর্স!

হায়দরাবাদ, ২৯ মার্চঃ নাম একই, দলটা যেন পুরোপুরি নতুন। আইপিএলের মিনি অকশনে পুরোপুরি সাজিয়ে নিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। স্কোয়াডে বেশ কিছু ঘাটতি ছিল। নিলামে পুরো খোলনলচে বদলে ফেলেছে সানরাইজার্স। এ বার কি সূর্যোদয় হবে? শুধু ভালো দল গড়লেই হবে না, মাঠে নেমে পারফরম্যান্সও করতে হবে। তবে এই দলে ডার্ক হর্স হওয়ার মতো সবরকম রসদই মজুদ রয়েছে। প্রথম ম্যাচে একটু সমস্যায় পড়তে হবে তাদের। বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে পাওয়া যাবে না। ফলে সঠিক কম্বিনেশন কী হতে পারে, তা নিয়ে পুরোপুরি ধারনা তৈরি করা কিংবা একটা সেট টিম তৈরি করার ক্ষেত্রে কিছুটা সময়ও লাগবে তাদের। এ বারের আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্রথম ম্যাচ ২ এপ্রিল। প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের পাওয়া যাবে না। প্রথম ম্যাচে নেতৃত্ব দিতে পারেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। কেন না, সানরাইজার্সের অধিনায়ক এডেন মার্করাম দক্ষিণ আফ্রিকার। সঙ্গে মার্কো জানসেন এবং হেনরিখ ক্লাসেনও রয়েছেন। এই তিনজনকে ৩ এপ্রিল থেকে পাওয়া যেতে পারে। এ বার প্লেয়ার রিটেনশনের সময়ই কেন উইলিয়ামসনকে ছেড়ে দেয় সানরাইজার্স। মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে বিশাল অর্থে নেয় তারা। মনে করা হয়েছিল, তাঁকেই অধিনায়ক করা হবে। যদিও সিএসএ টি-টোয়েন্টি লিগে নেতৃত্বে মুগ্ধ করা মার্করামকেই বেছে নেওয়া হয়। সানরাইজার্স শিবিরে বাড়তি নজর থাকবে ইংল্যান্ডের তরুণ ব্যাটার হ্যারি ব্রুকের দিকে। টেস্ট ক্রিকেটে নানা রেকর্ড গড়েছেন। এ বার কেরিয়ারের প্রথম আইপিএলে ছাপ ফেলতে চাইবেন হ্যারি।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক সানরাইজার্স হায়দরাবাদ স্কোয়াড- অভিষেক শর্মা, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, রাহুল ত্রিপাঠি, এডেন মার্করাম (অধিনায়ক), হ্যারি ব্রুক, আব্দুল সামাদ, অনমোলপ্রীত সিং, গ্লেন ফিলিপ্স, হেনরিখ ক্লাসেন, উপেন্দ্র যাদব, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, বিভ্রান্ত শর্মা, সনবীর সিং, সামর্থ ব্যস, মায়াঙ্ক ডাগার, আদিল রশিদ, মায়াঙ্ক মারকান্ডে, আকিল হোসেন, ভুবনেশ্বর কুমার, মার্কো জানসেন, কার্তিক ত্যাগি, উমরান মালিক, টি নটরাজন, ফজলহক ফারুকি।

অনুমতি দেয়নি কলেজ, ডাক্তারি পরীক্ষা ভুলে রাইফেল হাতে তুলে নিল তরুণী!

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চঃ পড়াশোনা নাকি খেলাধূলা? ছোটবেলা থেকেই এই দ্বিধার মধ্যে দিয়ে যান অনেকে। এ যেন মন ও মস্তিষ্কের চিরন্তন লড়াই। পড়াশোনাকে ছেড়ে কেউ কেউ খেলাধূলাকে বেছে নেন। সফলও হন। আবার কেউ হারিয়ে যান ব্যর্থতার অন্ধকারে। অনেকে আবার দুই নৌকাতেই খুঁজে পান ভারসাম্য। পঞ্জাবের মেয়ে সিফ্‌ট কৌর সামরা ডাক্তারি পরীক্ষা ছেড়ে শুটিং বিশ্বকাপে অংশ নিলেন। শুধু অংশই নিলেন না, দেশের হয়ে ব্রোঞ্জও জিতলেন। মেয়েকে সমর্থন করতে গ্যালারিতে হাজির পরিবারও। এমন ঘটনা কিছুটা হলেও বিরল। কলেজের অনুমতি ছাড়াই শুটিং বিশ্বকাপে অংশ নেন সিফ্‌ট। এমবিবিএস প্রথম বর্ষের ছাত্রী পরীক্ষা আর শুটিং বিশ্বকাপের মাঝে রাইফেল হাতে তুলে নেন। সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে সফল সিফ্‌ট। দেশের জন্য পদক পেয়ে স্বভাবতই গর্বিত ২২ বছরের শুটার। শুটিং বিশ্বকাপের মাঝেই এমবিবিএস প্রথম বর্ষের পরীক্ষা পড়ে যায়। দেশের হয়ে অংশ নিতে কলেজের কাছে আলাদা ভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা করার অনুরোধও জানান সিফ্‌ট। তাতে আমল দেয়নি কলেজ। উল্টে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর আবেদন মানা হবে না। পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল শুটিং নয়, সিফ্‌টের উচিত ডাক্তারিতেই মন দেওয়া। শেষ পর্যন্ত শুটিং বিশ্বকাপের মঞ্চকেই বেছে নেন বাইশ বছরের তরুণী। আর সেই মঞ্চে নেমেই সফল। মেয়েদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশন ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেলেন সিফ্‌ট। ব্রোঞ্জ জেতার পর তিনি বলেন, ''২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকই এখন আমার পাখির চোখ। দেশের হয়ে অলিম্পিকে পদক জিততে চাই। সেই লক্ষ্যেই আমি এখন স্থির।' পঞ্জাবের ফরিদকোটে জিজিএস মেডিক্যাল কলেজ পড়াশোনা করেন সিফ্‌ট। আলাদা ভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানালে, পরের বছর পুনরায় প্রথম বর্ষের পরীক্ষা দেওয়ার পরামর্শ দেয় কলেজ। রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রী কিংবা প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হয়েও লাভের লাভ হয়নি। পড়াশোনার কারণে গত বছর খেলাধূলা একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু ভোপালে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে রেকর্ড করার পর সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেন। ডাক্তারি আর শুটিং একই সঙ্গে করার সিদ্ধান্ত নেন সিফ্‌ট। পড়াশোনা আর খেলাধূলার মাঝে এখন কোনটাকে বেছে নেবেন, তা ঠিক করতে পারছেন না। তবে অলিম্পিকের পরই এমবিবিএস নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে চান সিফ্‌ট। ডাক্তার হবেন, তার আগে দেশকে পদক দিতে চান পাঞ্জাবের মেয়ে।

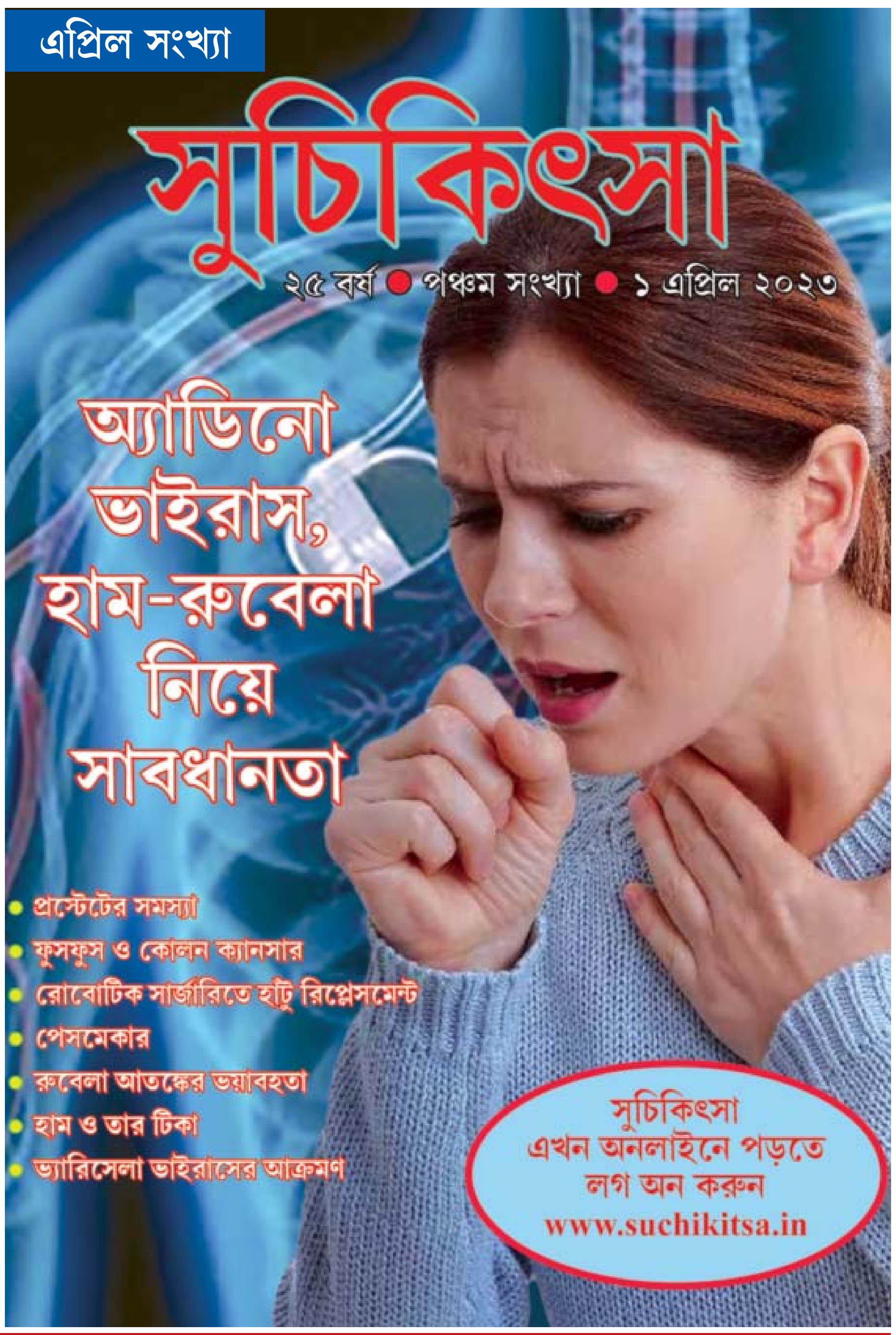

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501